মানাযেলে ছুলূক

মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত

منازل سلوک

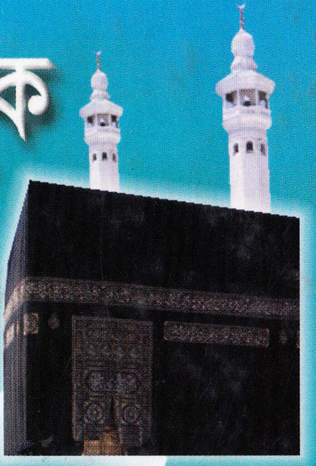

মূল

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম, করাচী

প্রকাশনায়
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল
রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী
এপ্রিল ২০০৬ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবাহ্ হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
৪০, শরাফতগঞ্জ, ধূপখোলা,
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
'গুলশানে আখতার'
৪৪/৬ ঢালকানগর গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

মূল্য ঃ ৯০ টাকা মাত্র

حکیم محمد اختر عفا اللہ عنہ

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
گلشن اقبال ۲ کراچی

مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اس وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبد المتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্‌ 'রূমীয়ে-যামানা' হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

'আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ তাজা বাণী'

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্‌ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্‌ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

* মহামান্য গ্রন্থকার সম্পর্কে দুইটি কথা ৭
* মানাযেলে ছুলূক (আরম্ভ) ১১
* হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর ঘটনা ১৩
* যিন্দেগীর উদ্দেশ্য ১৪
* জয্বের আলামত (আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপন বানানোর ব্যবস্থাপনার নিদর্শনাবলী) ১৫
* কবি জিগর ও গভর্ণর আবদুর রব্ব্ নশ্তর ১৮
* আল্লাহ্র ওলীদের কদর না করা হতভাগ্যের আলামত ১৯
* অন্বেষণকারীদের দৃষ্টি ২০
* জিগর মুরাদাবাদীর তওবার ঘটনা ২২
* হযরত ছাবেত বুনানী (রঃ)-এর ঘটনা ২৩
* আল্লাহওয়ালাদেরকে তালাশ করা আল্লাহ্পাক কর্তৃক জয্বের (আকর্ষণের) আলামত ২৩
* আল্লাহ্র ওলীদের উদারতা ও আত্মার প্রশস্ততা ২৫
* জিগর মুরাদাবাদীর নতুন জীবন ২৭
* কবি জিগরের নব আত্মার উত্তর ২৭
* আল্লাহ্ওয়ালাদেরকে সম্মান করা মানে আল্লাহ্কে সম্মান করা ৩০
* নজ্রের হেফাযতের বিনিময়ে ঈমানী হালাওয়াত ৩৩
* উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় মোর্শেদের সোহ্বতে থাকা চাই ৩৮
* মহব্বতের এক বুলন্দ মকাম (উচ্চ স্তর) ৪৩
* বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবীর মহব্বতের শান ৪৪
* বান্দার জন্য বন্দেগীর সবক বা বান্দাসুলভ যিন্দেগীর শিক্ষা ৪৫
* নিজের স্ত্রীকে তুচ্ছ ও মামুলী মনে করিবেন না ৪৬
* কেহ তোমাকে আসমান হইতে দেখিতেছে ৪৭
* বেহায়াপনা হইতে বাঁচার একমাত্র পথ ৪৮
* স্ত্রীর সহিত সদাচারের ফলে সর্বোচ্চ বেলায়েত (ওলীর স্তর) লাভ ৫০
* অতি উচ্চ স্তরের বুযুর্গ হযরত মির্যা মায্হার জানে-জানাঁ (রঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা ৫২
* আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভের একটি আশ্চর্য উদাহরণ ও এক বিরাট এল্ম্ ৫৪

পৃষ্ঠা
* যিকিরের পরিপূর্ণ উপকারিতা তাক্ওয়ার উপর নির্ভরশীল ৫৬
* বেলায়েতের বুনিয়াদ তাক্ওয়া ৫৬
* অনবরত পাপে লিপ্ত লোক ওলীআল্লাহ্ হইতে পারে না ৫৬
* যিকির দুই প্রকার ঃ ইতিবাচক যিকির ও নেতিবাচক যিকির ৫৭
* আল্লাহ্পাকের যিকিরের লয্যত অতুলনীয় ৬০
* এল্মের দ্বারা উপকৃত হওয়া ও উপকৃত করার একটি দৃষ্টান্ত ৬১
* ওলীআল্লাহ্ হওয়ার লক্ষণাদি ৬২
* আল্লাহ্র যিকির দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভের আর একটি দৃষ্টান্ত ৬৪
* বর্তমান কালের সূফী-সাধকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও উহার জওয়াব ... ৬৬
* প্রথম প্রশ্নের উত্তর ৬৭
* দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ৬৮
* তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ৬৯
* শয়তানের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ৭০
* প্রথম শায়খের ইন্তেকালের পর অন্য কোন শায়খের
সহিত সম্পর্ক স্থাপন জরুরী ৭১
* দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র ওলীদের দুই ধরনের অবস্থান ৭২
* এবিষয়ে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর বাণী ৭২
* আল্লাহ্র ওলীগণ হাসিবার সময়ও আল্লাহ্র সঙ্গে থাকেন ৭৩
* দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার মোহে মজিওনা ৭৪
* কোরআন শরীফ হইতে তাসাওউফের প্রমাণ ৭৬
* আল্লাহ্ নামের যিকিরের প্রমাণ ৭৬
* নেছ্বতের (ওলীত্বের) নিদর্শনাবলী ৭৮
* যিকিরের আদেশদানের সঙ্গে রব্ব্ নাম উল্লেখের রহস্য ৮০
* তাবাত্তুল বা আল্লাহ্তে নিমগ্নতার প্রমাণ ৮১
* তাবাত্তুল বা (আল্লাহ্তে লিপ্ততা ও দুনিয়া হইতে
বিচ্ছিন্নতা) হাসিলের তরীকা ৮৩
* মসনবী শরীফে তাবাত্তুলের প্রেমাত্মক দৃষ্টান্ত ৮৪
* যিকির পরামর্শ নিয়া করিবেন ৮৪
* জনৈক আলেমের এখলাছের কাহিনী ৮৭
* মোজাহাদা পরিমাণ মোশাহাদা (যত কষ্ট তত নৈকট্য) ৯০
* মসনবী শরীফে তাবাত্তুলের আরও বিশ্লেষণ ৯২
* নফী-এছ্বাতের যিকিরের প্রমাণ ৯৫
* তাছাওউফের আর একটি মাছ্আলা তাওয়াক্কুল-এর প্রমাণ ৯৬
* তাছাওউফের ছবরের মকাম-এর প্রমাণ ৯৬

পৃষ্ঠা
* ছবর তিন প্রকার ৯৭
* প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ হইতে বিরত থাকার প্রমাণ ৯৭
* হিজরানে জামীল বা সুন্দরভাবে পরিহারের অর্থ কি ? ৯৮
* অন্তরের ঘরখানা আল্লাহ্‌র জন্য খালি করিয়া লইয়াছি ১০০
* তিন দিনের বেশী কথা বর্জনের হুকুম ও ব্যাখ্যা ১০১
* কিয়ামুল্‌-লাইল বা তাহাজ্জুদের প্রমাণ ১০৩
* কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের তাকীদ ১০৮
* মুন্‌তাহী বা উচ্চস্তরের ছালেকের সবক প্রথম নাযিল হওয়ার কারণ ১০৯
* হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী (রঃ)-এর
কয়েকটি নসীহত ১১০
* পাশ-বালিশ রাখার সুন্নত তরীকা ১১০
* আমাদের কার্যকলাপ সমূহ পূর্বপুরুষদের সম্মুখে পেশ করা হয় ১১১
* তরীকতের সিল্‌সিলাভুক্ত লোকদের জন্য সুসংবাদ ১১২
* আমাদের বুযুর্গানেদ্বীনের বাণীর সপক্ষে দলীল-প্রমাণ ১১৩
* আল্লাহ্‌র স্মরণ দুই প্রকার ১১৫
* গুনাহ্‌ বর্জনের সহজ পন্থা ১১৫
* ইয়াকীনের নূর আল্লাহ্‌র ওলীদের সীনা হইতে হাসিল হয় ১১৬
* উপকার লাভ নির্ভর করে মোনাছাবাতের উপর ১১৮
* আল্লাহ্‌কে অন্বেষণকারীরা আল্লাহ্‌র ওলীদের কদর করে ১২১
* জীবনের ভিসা ১২৩
* ইয়া জিবালাল্‌ হরম-হে হরমের পাহাড়-পর্বত ১২৫
* হিজরতের এক কুদ্‌রতী রহস্য ১২৭
* আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোআ ও মিনতি ১২৯
* **আল্লাহ্‌র মহব্বত ও মা'রেফাত অবলম্বনে**
আবদুল মতীন বিন হুসাইনের কতিপয় ছন্দমালা ১৩৩
* সাধ খুনিয়া শাহাদত ১৩৩
* আসমানী ১৩৩
* আশা জাগে, ভয়ও লাগে ১৩৪
* আরাফার সেই বাণী ১৩৪
* মদীনার মায়ালু কোলে ১৩৫
* নবীজীর নগর ১৩৫
* আখেরী আবাস ১৩৬

মহামান্য গ্রন্থকার সম্পর্কে দুইটি কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াছ্‌ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসূলিহিল্ কারীম। অতঃপর আরয, আল্লাহ্‌র পথে যে যত বেশী কষ্ট করে, ত্যাগ স্বীকার করে, আঘাতের পর আঘাত খায় তার অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত তত বেশী পয়দা হয় এবং তত বেশী রং ধরে। বাগানের মালি জানে একটি ফুল কত দামী। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটা কৃষক জানে তার ক্ষেতের এক-একটি ধানের শীষ কত দামী, কাহারো গরু ছাগলে দুই-চারিটি ধান গাছ খাইয়া ফেলিলে অন্তরে কী কষ্ট লাগে !

আমার প্রাণাধিক প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ আরেফ্‌বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহু আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন এমন কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এমন ধরনের অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন যাহা শুনিয়া শরীর কাঁপিয়া উঠে, চোখে পানি আসিয়া যায় এবং অন্তর আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র আশেকদের জন্য পাগল হইয়া উঠে।

বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর হাতে জ্বালানো সর্বশেষ চেরাগ (তাঁহার সর্বশেষ খলীফা) মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহু বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য মোর্শেদের মহব্বত, খেদমত, মোর্শেদের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের যে অকল্পনীয় ঘটনাবলী আমরা বুযুর্গানেদ্বীনের কিতাবে পড়িয়াছি, বর্তমান যমানায় উহার জলজ্যান্ত নমূনা আমরা মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

একবার লালবাগ শাহী মসজিদে জুমুআর নামাযের আগে আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদাপীর হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ্ (উপরোক্ত বুযুর্গ) তাঁহার বয়ানের এক পর্যায়ে বড় জোশ্ ও মস্তির সহিত হাত নাড়িয়া নাড়িয়া আমার মোর্শেদের দিকে ইশারা করিয়া বলিতেছিলেন----

این چنیں سینے گدائے کو بہ کو

عشق آمد لا ابالی فاتقوا

অর্থ- নিজে এত বড় শায়খ্ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র জন্য তিনি ফকীরের মত গলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহ্র পিপাসা যে কোন তিরস্কার ও নিন্দাবাদ হইতে তাঁহাকে একেবারেই বেপরোয়া করিয়া দিয়াছে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাবের এক বুযুর্গ, বহু গ্রন্থাবলীর লেখক হযরত মাওলানা ইদ্রীস আন্ ারী সাহেব মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর সহপাঠী। সাহারানপুর মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসায় তাঁহারা এক সাথেই দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পড়িয়াছেন। ১৯৯৫ ইং সালের শেষ দিকে আমার মোর্শেদ দামাত্ বারাকাতুহু পাঞ্জাবের রহীম ইয়ারখানে তাঁহার দ্বীনী জল্সার সুবাদে একদা সকালে মুরীদানের এক কাফেলা সহকারে উক্ত বুযুর্গের সাক্ষাতে হাযির হইলেন। তিনি হযরত থানবী ও হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ সম্পর্কে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। হযরতের ও তাঁহার কিতাবাদির প্রশংসা করিতে করিতে এক পর্যায়ে বলিতে লাগিলেন ঃ আপনাকে তো আল্লাহ্পাক 'লিছানুত্ তাছাওউফ' (তাছাওউফের মুখপাত্র) বানাইয়াছেন। আর একবার বলিতেছিলেন-- আপনাকে তো আল্লাহ্পাক 'লেছানে আশ্রাফ' (হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর মুখপাত্র) বানাইয়াছেন।

আমার মোর্শেদ হযরত হাকীমুল-উম্মতকে দেখেন নাই, তিনি হাকীমুল-উম্মতের খলীফার খলীফা। কিন্তু তিনি হাকীমুল-উম্মতের এমন আশেক এবং তাঁহার এলম্ ও মা'রেফাতের এমনই পতাকাবাহী যে, হযরত যেখানেই গিয়াছেন হাকীমুল-উম্মতের খলীফাগণ এবং তাঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত বুযুর্গগণ হযরতের বয়ান শুনিয়া হাকীমুল-উম্মতের মজলিসকে স্মরণ করিয়া অশ্রু ঝরাইয়াছেন।

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযূরই (রঃ) সর্ব প্রথম তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া বাংলাদেশে আনিয়াছেন। তিনি হযরতের মজলিসে হযরত হাকীমুল-উম্মতের কথা ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অঝোর ধারায় কাঁদিতে থাকিতেন। -হযরত থানবীর এক বিখ্যাত খলীফা ছিলেন হযরত মাওলানা ফকীর মোহাম্মদ ছাহেব (রঃ)। তাঁহার উপাধি ছিল বাক্কা। বাক্কা অর্থ অধিক ক্রন্দনকারী। তিনি নামায ও নিদ্রা ব্যতীত সর্ব অবস্থাতেই অনবরত কাঁদিতে থাকিতেন। একবার তিনি আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের জন্য এভাবে দোআ করিতেছিলেন ঃ আল্লাহ্পাক আপনাকে 'যবানে-আশরাফ' (হযরত থানবীর মুখপাত্র) বানাইয়া দিন।

কুত্বে আলম মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতাহুম একবার এক ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরতের কথা উল্লেখ করিয়া লোকদিগকে এই বলিয়া হেদায়েত দিতেছিলেন যে, তাঁহার নামের সহিত 'আরেফ্বিল্লাহ্' যোগ করিবে।

দারুল উলূম-দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী হযরত মুফ্তী মাহ্মূদ হাসান গঙ্গূহী দামাত্ বারাকাতুহুম্ যাঁহাকে সমকালীন ভারতে সিল্সিলায়ে নক্শাবন্দিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ

বুযুর্গ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতাহুম এর মত মনীষী যাঁহাকে নিজের মুরব্বী বানাইয়াছিলেন-- সেই হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রঃ) একবার হযরত সম্পর্কে বলিতেছিলেন, আল্লাহ্পাক অনেককে এশ্ক দান করেন, কিন্তু ভাষাহীন। আবার অনেকের ভাষা জ্ঞান প্রচুর, কিন্তু এশ্কবিহীন। আল্লাহ্পাক আপনাকে তাঁহার এশ্কও দান করিয়াছেন এবং এশ্কের ভাষাও দান করিয়াছেন। একবার তিনি বলিতেছিলেন, একটি সময় আসিবে যখন সারা বিশ্বে আপনার ডঙ্কা বাজিতে থাকিবে।

করাচীর আল্লামা তাকী ওসমানী ছাহেব লালাবাগ মাদ্রাসার সুদীর্ঘকালের প্রিন্সিপ্যাল ও পরে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার শাইখুল-মুহাদ্দেছীন হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ ছাহেব (রঃ)কে সমকালীন এশিয়ার সবচেয়ে বড় মোহাদ্দেছ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত মোর্শেদ যখন ঢাকায় অবস্থান করিতেন, চরম ধরনের কোন ওযর না থাকিলে প্রতিদিনই তিনি হযরতের মজলিসে উপস্থিত হইতেন এবং সুদীর্ঘ সময় হযরতের সোহ্বত লাভ করিতেন। যতক্ষণ তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিতেন নজীর বিহীন আদব ও বিনয়ের সহিত বসিয়া থাকিতেন। এত বড় আলেম এবং এত বড় বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি এই বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভের জন্য বেচাইন হইয়া উঠিতেন এবং সান্নিধ্য লাভের পর হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেন, হায়,তাহা যদি আমরাও বুঝিতে পারিতাম।

আমার প্রাণাধিক প্রিয় ওস্তাদ এই হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ ছাহেব (হযরত মোহাদ্দেছ ছাহেব হুযূর) (রঃ) এর কত বেশী ভক্তি ও মহব্বত ছিল এই বুযুর্গের প্রতি তা অনুমান করা দুষ্কর। মহান এই দুই বুযুর্গের মধ্যকার যে সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হইয়াছে তন্মধ্যে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

খেদমতের জন্য হযরত মোহদ্দেছ ছাহেব হুযূরের হাতে, পায়ে বা মাথায় হাত স্পর্শ করার তো কেহ চিন্তাই করিতে পারিত না। একদিকে ছিল তাঁহার হায়বত্ ও পর্বতপ্রমাণ গাম্ভীর্য, সেই সঙ্গে কেহ এরূপ খেদমত করিতে গেলে কঠোরভাবে তিনি বারণ করিতেন। –একবার তিনি ঢালকানগরে হযরতের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তিনি তখন খুব দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন। হযরত হাসিয়া বলিলেন, আপনার মাথায় তেল মালিশ করা বহুত জরুরী। মৌলবী ইসমাঈল, যাও, মাওলানাকে ঐপাশের কাম্রায় নিয়া শোওয়াইয়া দাও, মাথায় খুব তেল মালিশ কর এবং হাত-পা খুব দাবাইয়া দাও। অতঃপর হুযূরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মাওলানা, আপনি খেদমত গ্রহণে অস্বীকার করিবেন না। আমার হুকুম মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন।

হুযূর অত্যন্ত শরমের সহিত মুচ্কি হাসি হাসিতে হাসিতে পার্শ্বের কামরায় তশরীফ নিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গিয়া দেখি, হযরত মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব

বড় আনন্দের সহিত দাবাইতেছেন আর বিশেষ ভঙ্গীতে আমার দিকে চোখ ইশারা করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। এক পর্যায়ে হুযূর হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, আজকে ত ভাল মওকা পাইয়াছেন।

হুযূরকে যাহারা জানেন তাহাদের নিকট এই ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হইবে। একমাত্র পীরের আনুগত্যই তাঁহাকে এই পরিস্থিতি মানিয়া নিতে বাধ্য করিয়াছিল।

তিনি তাঁহার এই বিনায়বনত আচরণের মধ্য দিয়া আমাদিগকে সেই শিক্ষাই কি দিয়া গেলেন যেই শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ) তাঁহার প্রিয় শাগরেদদিগকে। দাওরায়ে হাদীছের শিক্ষা সমাপনান্তে সুযোগ্য শাগরেদদের মস্তকে সম্মানের পাগড়ী পরাইয়া দিয়া তিনি দরদভরা হৃদয়ে উপদেশ দিলেন ঃ আপনারা বোখারী শরীফ পড়িয়া বড় আলেম হইয়াছেন বটে; এখন কিন্তু কিছুদিন কোন ওলীআল্লাহ্র সংসর্গে থাকিয়া অন্তরে বোখারীর হাকীকত হাসিল করুন, আল্লাহ্র মহব্বত, মা'রেফাত ও খওফ্ (ভয় ও ভক্তি) হাসিল করুন। কারণ, আল্লাহ্র ওলীদের পায়ের জুতার নীচের এক-একটি ধূলিকণা রাজা-বাদশাদের মাথার মুকুটের মনি-মুক্তা হইতেও বেশী দামী।

বক্ষমান গ্রন্থ 'মানাযেল-এ ছুলূক' মূলতঃ পরম শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ, এই যমানার 'মাওলানা রূমী', আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম–এর রি-ইউনিয়ন (ফ্রান্স)–এর একটি গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত উপকারী ও মর্মস্পর্শী বয়ান। ইহাতে মা'রেফাত ও তরীকতের বিভিন্ন মন্যিল (স্তর) বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্শাআল্লাহ্ ইহা পাঠ করিয়া বড়ই উপকার হইবে।

আল্লাহ্পাক গ্রন্থকার, অনুবাদক, পাঠক, দোআকারী, সহায়তাকারী, সকলকে এবং সকলের পরিবার-পরিজন, খান্দান ও দোস্ত-আহ্বাবকে আল্লাহ্র মহব্বত ও মা'রেফাতের প্রতিটি মন্যিল পার করাইয়া দিন এবং দয়াপরবশ হইয়া আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের সর্বোচ্চ আসন দান করিয়া দোনো জাহানে তিনি আমাদিগকে ধন্য করুন। আমীন।

তাং

২-৫-১৯৯৬ ইং

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খতীব, পুকুরপাড় জামে মসজিদ
৭৮/১ ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

মানাযেলে ছুলূক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○ وَاصْبِرْ عَلٰى
مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

সকল প্রশংসা, সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহ্পাকের জন্য। তিনিই উহার একক হক্দার এবং ইহাই চূড়ান্ত সত্য। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাহার ঐসকল বিশিষ্ট বান্দাগণের উপর যাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে বাছাই করিয়া লইয়াছেন (এবং নবূয়তের মত সর্বোচ্চ আসন ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন)।

অতঃপর আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তাহার দয়া ও দরবার হইতে বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে। আমি তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্র নামে যিনি অসীম দয়ালু, অতিশয় মেহেরবান। আল্লাহ্পাক বলেনঃ

" এবং তুমি নাম যপ্ কর তোমার প্রতিপালকের এবং সবকিছু হইতে পৃথক হইয়া পূরাপূরিভাবে তাহার দিকে নিবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়া থাক। তিনি মাশ্রেকেরও রব্ব্ - যেদিক হইতে সূর্য উদয় হয় এবং তিনি মাগরেবেরও

রব্ব্- যেদিকে সূর্য অস্ত যায়। তিনি ব্যতীত আর কোনই মা'বূদ নাই। অতএব, তুমি তোমার বিশ্বাসে ও আচরণে তাহাকেই তোমার ভরসাস্থল ও তোমার সকল কর্ম সম্পাদনকারী রূপে গ্রহণ কর। আর তোমার বিরুদ্ধবাদীরা যাহা কিছু বলে, উহার উপর তুমি ছবর কর ও সুন্দরভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চল।"

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী!

সূরায়ে মুয্‌যাম্মিলের কয়েকটি আয়াত আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করা হইয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ একটু পরেই উহার ব্যাখ্যা পেশ করিতেছি। তৎপূর্বে আমি কিছু প্রাসঙ্গিক কথা আরয করিতেছি। প্রথমতঃ আমি আপনাদের মেহমানদারীর পদ্ধতি সম্পর্কে আরয করিতেছি। আপনারা আসল খাবার পরে পেশ করেন, শুরুতে এখ্‌নি, পাপড়, সমুচা, চাট্‌নি ইত্যাদি পেশ করিয়া থাকেন। স্থানীয় এই নিয়মাবলী না জানার দরুণ অনেকে সমুচা, পাপড় ইত্যাদি বেশী খাইয়া ফেলে। পরে যখন আসল খাদ্য বিরিয়ানী আনা হয় তখন তাহারা ঐ বিরিয়ানী দেখিয়া হায় আফসোস- হায় আফসোস করিতে থাকে। কারণ, এই বিশেষ রীতি সম্পর্কে তাহাদিগকে পূর্বেই অবহিত করা হয় নাই। আপনাদের এলাকায় ইতিপূর্বেও অনুরূপ এক দাওয়াত হইয়াছিল। সেই মেযবানও এই মজলিসে উপস্থিত আছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এখ্‌নি-পাপড় ইত্যাদিই অত্র এলাকার খাদ্য। ক্ষুধাও লাগিয়াছিল খুব বেশী। তাই তাড়াতাড়ি উহাই খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পরে যখন বিরিয়ানী পেশ করা হইল তখন মনে মনে বলিলামঃ يَالَيْتَنِيْ اَكَلْتُ قَلِيْلًا

"আফসোস, কত ভাল হইত যদি আমি আগে কম খাইতাম, তবে ত এখন বিরিয়ানী খাইতে পারিতাম!"

যাক, প্রসঙ্গক্রমে কিছু বিক্ষিপ্ত কথা আরয করিতেছি। পঠিত আয়াতের তাফসীর সামনে আসিতেছে। এই আয়াতের সম্পর্ক সম্পূর্ণতঃই তাসাওউফের সঙ্গে, তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌ছ বা আত্মশুদ্ধির কথাই আলোচিত হইয়াছে এই আয়াত শরীফে। আমি এ বিষয়েই কথা রাখিব। কারণ, আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ইহাই যে, আল্লাহ্‌পাকের সহিত যেন আমাদের সহীহ্ ও মযবূত সম্পর্ক হইয়া যায়। যাহাদের সম্পর্ক দুর্বল তাহা যেন আরও সবল হইয়া যায়। যাহাদের সম্পর্ক সবল তাহা যেন আরও সবল ও প্রবলতর হইয়া যায়। সেই

সঙ্গে আপনাদের বরকতে আল্লাহ্পাক এই অধমকেও যেন বঞ্চিত না করেন।

প্রাসঙ্গিক আর একটি কথা এই যে, যেহেতু এখন শীত পরিস্থিতি কষ্টাদয়ক নয় বরং আরামদায়ক পর্যায়ে আছে, তাই প্রচন্ড শীত হইতে বাঁচার জন্য এখানে প্রচলিত হিটারও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ) - এর ঘটনা যিন্দেগীর উদ্দেশ্য

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়িয়া গেল। একবার জেদ্দা হইতে হরম শরীফে যাওয়ার পথে আমি হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর সহিত 'প্রাইভেট কারে' বসা ছিলাম। গরম খুব বেশী ছিল, যেন আগুন ঝরিতেছিল। গাড়ীর চালক ছিলেন আমার শায়খের খলীফা ইঞ্জিনিয়ার আন্ওয়ারুল হক ছাহেব। হযরত বলিলেন, ভাই, জল্দি 'এয়ার কন্ডিশন' চালাও। অতঃপর এয়ার কন্ডিশন চালু করা হইল। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে ঠান্ডা অনুভব হইতেছিল না। হযরত বলিলেন, ভাই, কারণ কি? ঠান্ডা হইতেছে না কেন? তবে কি তোমার এয়ার কন্ডিশনে কোন ত্রুটি আছে? জনাব আন্ওয়ারুল হক ছাহেব বলিলেন, মনে হয় গাড়ীর কোন গ্লাস (আয়না) খোলা রহিয়াছে, ঐ ফাঁক দিয়া বাহিরের উত্তাপ ভিতরে আসিতেছে। অতঃপর আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, আমারই পার্শ্বের গ্লাসটি সামান্য খোলা রহিয়া গিয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ আমি উক্ত গ্লাসটি বন্ধ করিয়া দিলাম। দেখা গেল, কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণ গাড়ী ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। আগুনের মত তাপ ও গরম বাতাস হইতে হেফাযত হইয়া গিয়াছে।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব ঐ মুহূর্তে মনে লাগার মত একটি কথা বলিয়াছিলেন। (তিনি বলিলেন, যেভাবে গাড়ীর সব কয়টি গ্লাস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটিমাত্র গ্লাস সামান্য পরিমাণে খোলা থাকার দরুণ এয়ার কন্ডিশনের শীতল পরশে গাড়ী ঠান্ডা হইতে পারিতেছিল না, তদ্রূপ, যিকির ও এবাদত-বন্দেগীর এয়ার কন্ডিশনের বরকতে যদিও অন্তরের মধ্যে শান্তি আসাই স্বাভাবিক), কিন্তু (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক) এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটির গ্লাসও যদি খোলা থাকে অর্থাৎ যে কোন একটির দ্বারাও যদি কোন নাফরমানী করা হয় তাহা হইলে ঐ পথে পাপের গযবী উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ

করিয়া অন্তরে অশান্তির আগুন ধরাইয়া দেয়। তবে, আম্বার যদি তওবা করিয়া প্রতিটি গ্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অন্তরে যিকির ও এবাদতের বিপুল পরিমাণে নূর জমিয়া উহার শীতলতায় নিশ্চয় অন্তর আবার শীতল হইয়া যাইবে, শান্তিতে ভরিয়া যাইবে।

যিন্দেগীর উদ্দেশ্য

বন্ধুগণ, আল্লাহ্পাক যাকে হেদায়েত দান করেন, পৃথিবী ও বিশ্ব জগতের প্রতিটি কণা, প্রতিটি বস্তু, বরং প্রতিটি বিন্দু তাহার জন্য হেদায়েতের ওছীলা হইয়া যায়, প্রতিটি অনু-পরমাণু তাহাকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, আল্লাহ্র দিকে টানে এবং আল্লাহ্র সহিত মিলাইয়া দেয়। কারণ, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি বস্তুকে ঐ বান্দার হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত করেন। কারণ, মানুষকে জীবন দান করার এবং এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্পাকের ইবাদত করা, আল্লাহ্পাকের দাসত্ব ও আনুগত্য করা।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থ - আমি জিন্-ইনসানকে একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।

আল্লামা আলূসী (রহঃ) এখানে এবাদতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মা'রেফাতের দ্বারা। اى ليعرفون—মা'রেফাত অর্থ, চিনা, পরিচয় লাভ করা। অর্থাৎ আমি জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা আমার মা'রেফাত হাসিল করিবে– আমাকে চিনিবে ও জীবন ভরিয়া আমাকে চিনিবার কাজে নিয়োজিত থাকিবে।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বিশ্বজাহান, এই চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা–-আল্লাহ্পাক এসবকিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদের তর্বিয়তের জন্য, (এই সব দ্বারা আমাদিগকে লালিয়া-পালিয়া আপনার করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য) এবং তাহার মা'রেফাত হাসিলের জন্য, মা'রেফাত বৃদ্ধির জন্য ও মা'রেফাতে পূর্ণতা অর্জনের জন্য। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিকে দেখিয়া বান্দা

স্বীয় মালিকের পরিচয় লাভ করিবে, পর্যায়ক্রমে সেই পরিচয় বর্ধিত হইতে থাকিবে। এভাবে পরিচয় পাইয়া পাইয়া স্বীয় মালিকের বেশী-ছে বেশী আপন ও নিকটবর্তী হইতে থাকিবে। তাই ত তিনি বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তাহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যবানেও এইভাবে ব্যক্ত করাইয়াছেন ঃ

انّ الدّنيا خُلِقَت لكم وَانكم خُلقتُم لِلاخرة

"ইহা সন্দেহাতীত বিষয় যে, দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তোমাদের জন্য এবং ইহাও নিশ্চিত যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আখেরাতের জন্য।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, হে আমার বান্দারা, শোন, এই সমগ্র পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সবকিছু বানাইয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমাদেরকে বানাইয়াছি আমার জন্য। তাই, পৃথিবীর প্রতিটি অনু, প্রতিটি কণা, তোমাদের জন্য আমার নিদর্শন, আমার পরিচয়দাতা। আরবীতে বিশ্বের অর্থে (عَالَم) 'আ-লম' শব্দটি ব্যবহার হয়। উহা উৎপন্ন হইয়াছে (عَلَمٌ) 'আলামুন' শব্দ হইতে যাহার অর্থ নিদর্শন। তাই বিশ্বকে 'আলম' এজন্য বলা হয় যে, বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণু আল্লাহ্র নিদর্শন, আল্লাহ্র পরিচয়দাতা, আল্লাহ্র সংবাদদাতা।

জয্বের (আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বান্দাকে আপন বানানোর ব্যবস্থাপনার) নিদর্শনাবলীঃ

(জয্ব্ অর্থ আকর্ষণ করা, টানা। এখানে আল্লাহ্পাক কর্তৃক স্বীয় বান্দাকে নিজের দিকে ডাকা, নিজের কাছে টানা ও নিজের আপন করিবার ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য)। জিগর মুরাদাবাদীর ওস্তাদ হযরত আস্গর গোন্ডবী। (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھ کو

আল্লাহ্‌পাক যখন কোন বান্দার হেদায়েতের এরাদা করেন তখন তাহার প্রতিটি অঙ্গ, এমনকি প্রতিটি পশমও কানের মত শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হইয়া যায়। সর্ব অঙ্গ কান হইয়া যায়, সর্ব অঙ্গই প্রিয় মাওলার ডাক শুনিতে পায়। তাহার রেণু-রেণু, শিরা-উপশিরা আল্লাহ্‌পাকের আহ্বান শুনিতে পায়। অন্তরের মধ্যেও সে তাহার এরূপ কথা শুনিতে পায় যে, "হে অমুক, শোন্‌, তুই আমার, আমি তোকে আমার বানাইয়া লইয়াছি, আমি তোকে আমার জন্য পসন্দ করিয়া লইয়াছি।

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے
دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

উভয় দিক হইতে ইশারা হইয়া যায় যে, আমি তোমার হইয়া গিয়াছি, এবং তুমি আমার হইয়া গিয়াছ। গোপনে গোপনে দুই জনই দুইজনকে এরূপ কথা দিয়া দেয় এবং দুইজনই দুইজনকে খুব আপনজন ও ঘনিষ্ঠ অনুভব করিতে থাকে।

দুজনে দুজনার সনে
কহে কথা সংগোপনে,
আমি তোমার, তুমি আমার
চুক্তি মোদের ভালবাসার।

আল্লাহ্ যাকে নিজের দিকে টানে তাহার প্রতিটি পশম, প্রতিটি অঙ্গ কান হইয়া যায়। তাহার সর্ব অঙ্গই আওয়ায শুনিতে পায়। আস্‌গর গোণ্ডবী (রঃ) বলেন ঃ

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھ کو

আমার ঘুমন্ত সত্তা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমনকি, আমার প্রতিটি পশমের গোড়ায় গোড়ায় তাহার আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে।

এম্‌নি করে ডাকছে মোরে প্রিয় আমার
সর্ব অঙ্গে শুন্‌ছি আমি তাহার পুকার।
নিদ্রাবেহুশ সত্তায়-আমার শিরায় শিরায়
জেগেই আজি পাচ্ছি কারো প্রীতি পরশ।

আমার ঘুমন্ত সত্তা, আমার গাফ্লতের যিন্দেগী জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার সকল শিরায়-শিরায়, আমার প্রতিটি পশম মূলে তিনি আমাকে ডাক দিয়া বলিতেছেন, "ওহে, ঘুমাইয়া আছিস্? উঠ্, আমাকে স্মরণ কর।" ইহাকেই বলে জয্ব্ (যাহার প্রতিফলে বান্দা আল্লাহ্র যিকির, আল্লাহ্র দাসত্ব ও আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আপনাতেই ছুটিয়া চলে)। আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

"আল্লাহ্পাক যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তিনি নিজের দিকে টানেন।"

তাই, আস্গর গোন্ডবী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্পাক যাহাকে জয্ব করেন (নিজের দিকে টান দেন) অদৃশ্য ঐ টানের প্রতিক্রিয়া অন্তরের মধ্যে অনুভব হয় যে, কেহ আমাকে টানিতেছে, কেহ আমাকে নিজের দিকে আহ্বান করিতেছে, কেহ আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাকে স্মরণ করিতে বলিতেছে। হায়, কি আকর্ষণ সেই ডাকের ! এই মর্মেই অন্য এক কবির একটি ছন্দ মনে পড়িল ঃ

کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا
اور دل میں اہل درد کے نشتر گھنگھوتا

দূরে দূরে বৃক্ষডালে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনিয়া আল্লাহ্র আশেকদের অন্তরে প্রেমের জ্বালা এমন করিয়া বাড়িয়া উঠে যেন ঐ অন্তরের উপর অপারেশনের ছুরি চালান হইতেছে।

কোকিলের ডাক শুনিয়া প্রেমের জ্বালা এম্নি বাড়া বাড়ে,
পরাণ যেন যায় চিরিয়া ছুরির তীব্র ধারে।

'নশ্তর' ঐ চাকুকে বলে যাহা ডাক্তারগণ অপারেশনের সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উহার সাহায্যে সকল দূষিত জিনিস বাহির করিয়া ফেলেন। যাক, সেই কথা। তো কোকিলের আওয়াযও আল্লাহ্র আশেকদের অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ) বলেন যে, কোকিল যে কূ-কূ ডাকে ইহাতে ফার্সী ভাষার ( ) 'কেহ্ -ঊ' এই যুক্ত শব্দের প্রতি ইশারা বিদ্যমান। অর্থাৎ "কোথায় তিনি?" (কোথায় সেই

আল্লাহ?)" তাই, কোকিলও আল্লাহ্‌কে খুঁজিতেছে। আপন সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া আল্লাহ্‌কে তালাশ করিয়া ফিরিতেছে। তাই ত উহার ডাকের মধ্যে এমনই এক আশ্চর্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا
اور دل میں اہل درد کے نشتر گھنگھونا

গাছের ডালে কোকিল যখন ডাকে কুহু কুহু
পাগল মনে শুনছি, 'কোথায় আল্লাহু আল্লাহু' ?
ছোরার ঘায়ে কল্‌জে ছিঁড়ে ঝরছে যেন লহু,
কুহুর ঘায়ে বক্ষ চেপে করছি উহু উহু।

জিগর ও গভর্ণর আবদুর রব নশ্‌তরঃ

ছন্দে উল্লেখিত নশ্‌তর শব্দের সুবাদে একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। গভর্ণর আবদুর রব্ 'নশ্‌তর' কবিও ছিলেন এবং পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণরও ছিলেন। একবার কবি জিগর মুরাদাবাদী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে গেলেন। কবিরা সাধারণতঃ অগোছালো ভাবেই থাকে। আউলা-কেশে, ময়লা-পোশাকে দরজায় গিয়া দারোয়ানের নিকট বলিলেন, আমি নশ্‌তর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে চাই। দারোয়ান চিনিতে পারে নাই। তাই সে বলিল, ভাগো এখান হইতে। এই মুখে, এই চেহারায় আবদুর রব নশ্‌তরের সাক্ষাতের খাহেশ্? এই মুখে মশুরের ডাল? -আমার মোর্শেদ শাহ্ আবদুল গণী (রঃ) বলিতেন যে, উর্দূ ভাষার প্রবাদ "ইয়ে মোঁহ্ আওর মছূর কি দাল", ইহা অশুদ্ধ প্রবাদ। আসলে প্রাবদটি এরূপ ছিল যে, "ইয়ে মোঁহ্ আওর মন্‌ছূর কি দার ?" অর্থাৎ "এই মুখে মন্‌সূরের শূল ?" অর্থাৎ খোদার জন্য মনসূর হাল্লাজের মত জীবন উৎসর্গের সৌভাগ্য লাভ কি তোমার মত মানুষের কাজ? এত উচ্চ চিন্তা- উচ্চ সাহস তো বড় বড় মানুষদের কাজ। গ্রাম্য লোকেরা "ইয়ে মোঁহ্ আওর মনসূর কী দার্-কে বিকৃত করিয়া "মসূর কী দাল" বানাইয়া দিয়াছে। অন্যথায় মশুরের ডালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কোন বিশেষত্ব নাই যে, উহা খাইতে হইলে বিশেষ ধরনের মুখ হইতে হইবে।

আচ্ছা, যাক। গেটপুলিশ যখন সাক্ষাত করিতে দিতে অস্বীকার করিল তখন জিগর সাহেব পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিলেন এবং উহার উপরে কিছু লিখিয়া পুলিশকে দিয়া বলিলেন, ইহা আবদুর রব্ নশ্তরকে পৌছাইয়া দিও। বেচারা পুলিশ জিগর সাহেবকে চিনিত না। গাঁও-গ্রামের নিরক্ষর মানুষঃ কিভাবে বুঝিবে যে, মোতি কি জিনিস? মোতির কদর ত জাওহারী জানে।

আল্লাহর ওলীদের কদর না করা হতভাগ্যের আলামতঃ

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ওয়ালাদের কদর করাও সকলের ভাগ্যে জুটেনা। আল্লাহ্ওয়ালাদের কী মর্যাদা, কত বড় তাঁহাদের পরিচয়, সকলে তাহা জানে না। অন্তর্চক্ষু যাদের অন্ধ তারা ত ইহাই মনে করে যে, আমার যেমন একটি নাক, আল্লাহ্ওয়ালারও ত একটি নাক, আমার যেমন দুইটি চোখ, তাঁহাদেরও তেমনি দুইটি চোখ। আমরাও যেমন মানুষ, তাঁহারাও তেমনি মানুষ। তাই, মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ

همسری با انبیاء برداشتند
اولیاء را ہمچو خود پنداشتند

অন্তর্চক্ষুর অন্ধত্বের কারণে বদ্নসীব লোকেরা নবী-রাসূলদের সমকক্ষতার দাবী করিয়া বসিয়াছে, আর আল্লাহ্র ওলীদেরকে ইহারা নিজেদের মত ধারণা করিয়া লইয়াছে।

اشقیاء را دیدۂ بینا نبود
نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود

নিজের পায়ে যারা কুড়াল মারিতে অভ্যস্ত ঐ সকল কপালপোড়ারা অন্তর্দৃষ্টি হইতে বঞ্চিতই থাকে। তাই, ভাল-মন্দ উহাদের চোখে সমান সমান দেখা যায়। —আবার এই যমীনে এমন খোশ্নসীব লোকও আছে যাহারা ইঁহাদিগকে চিনিবার মত তওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র ওলীদেরকে তাহারা ঠিকই চিনিয়া ফেলে।

অন্বেষণকারীদের দৃষ্টি ঃ

হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযী যখন মাওলানা রূমীর নিকট বলিলেন যে, "আমি কিছুই নই"– উহার উত্তরে হযরত রূমী বলিলেন, আপনি লক্ষ যবানেও যদি বলেন যে, আমি কিছুই নই, তবুও আপনি আপনাকে রূমীর নজর হইতে ছাপাইয়া রাখিতে পারিবেন না। অতঃপর তিনি হযরত তাবরেযীকে লক্ষ্য করিয়া এই ছন্দটি পাঠ করিলেন ঃ

بوئے مے را گر کسے مکنوں کند
چشم مست خویشتن را چوں کند

অর্থ ঃ "কেহ্ যদি শরাব পান করিয়া পরে এলাচি চিবাইয়া ও পান খাইয়া তাহা গোপন করিয়া ফেলে, কিন্তু ঐ যালেম তাহার নেশাগ্রস্থ-উন্মত্ত চক্ষুদ্বয়কে কিভাবে গোপন করিবে ? রাত্রের নির্জনতায় আল্লাহ্পাক যাহাকে স্বীয় মহব্বতের শরাব পান করাইয়া দেন, দিনের বেলায় সে তাহার চক্ষুদ্বয়কে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে ? তাই হযরত রূমী হযরত তাব্রেযীকে বলিলেন, আপনার চক্ষুদ্বয় বলিয়া দিতেছে যে, আপনি 'ছাহেবে নেছ্বত'-ওলীআল্লাহ্। আল্লাহ্র সহিত গভীর সম্বন্ধ ও গভীর প্রেমের নিদর্শনাবলী আপনার চোখের পাতায় ভাসিতেছে। হায়, চোখ দেখিয়া কেন আমরা মাওলাপ্রেমিকের প্রেমের সন্ধান পাইব না, অথচ লায়লাকে কোথায় দাফন করা হইয়াছে তাহা না জানা সত্ত্বেও মজনূঁ লায়লার কবরের মাটি শুঁকিয়াই বলিতে পারিয়াছে যে, ইহাই আমার লায়লার কবর। খান্দানের লোকেরা এই ভয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াছিল যে, পাগল মজনূঁ কবর খুঁড়িয়াই কিনা কবর হইতে তাহার লায়লাকে বাহির করিয়া ফেলে। কিন্তু, কয়েক মাস পর মহল্লার শিশুদের নিকট হইতে কবরস্তানের সন্ধান জানিতে পারিয়া সেখানে গিয়া সে এক-একটি কবরের মাটি শুঁকিতে লাগিল। যেই কবরে লায়লা শায়িতা ছিল, উহার মাটির ঘ্রাণ শুঁকিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, নিশ্চয় আমার লায়লা এই কবরেই শুইয়া আছে। কী আশ্চর্য যে, লায়লার কবর সম্পর্কিত তাহার এই উক্তি একদম সঠিক ছিল। তাই, মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন ঃ

ہمچو مجنوں بو کنم ہر خاک را
تا بیابم نور مولیٰ بے خطا

মজনূঁর মত আমিও (মানবদেহের) মাটির ঘ্রাণ শুঁকিতে থাকি। যেই মাটির (যেই মানুষের) মধ্যে আমার মাওলা বিরাজমান থাকে, ঐ মাটির মধ্যে আমি আমার মাওলার নূর অনুভব করি। তখন আমি দৃঢ়চিত্তে বলিয়া দিই যে, নিশ্চয় ইনি আল্লাহ্‌র ওলী। তাই, যাহারই প্রতি তাহার খাছ্ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহার অন্তরকে তিনি খাছ্ তাজাল্লী বর্ষণের ক্ষেত্ররূপে মনোনীত করিয়া নেন।

মজনূঁ যখন লায়লার কবরের মাটি শুঁকিয়া বলিয়া দিতে পারিয়াছে যে, এখানেই লায়লা বিদ্যমান, তাহা হইলে যাহারা মাওলার আশেক, মাওলার মজনূঁ, তাহারা কেন মাওলাওয়ালার মধ্যে মাওলাপাকের ঘ্রাণ আঘ্রাণ করিবে না? মাওলার মজনূঁরাও মানুষরূপী মাটি শুঁকিতে থাকে, তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে থাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে বলিয়া দেয় যে, অমুকের অন্তরের মধ্যে মাওলা বিরাজমান আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওলীদের সঙ্গে উঠা-বসা করিলে, তাঁহাদের কথা-বার্তা শুনিলে ও আচার-আচরণ দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে-আল্লাহ্‌র কাজে মশগুল, আল্লাহ্‌র মহব্বতের নেশায় অস্থির ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পিপাসায় ব্যাকুল। তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র নূর ও তাজাল্লী বর্ষিত হইতে থাকে। যদিও আল্লাহ্‌পাক কোন স্থান-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, কিন্তু তাহার বিশেষ রহমত ও নূরের জ্যোতি তো সর্বত্রই বর্ষিত হইতে পারে।

যাক, ঐ যালেম-জিগর আবদুর রব নশ্‌তরের নিকট যেই ছন্দটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল ঃ

نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ

"নশ্‌তরের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছি, তাই তোমরা আমার জিগর ত দেখ।"

বাহ্যিক অর্থঃ আমি অপারেশনের চাকুর সহিত মিলিতে আসিয়াছি। অতএব, চিন্তা কর যে, আমার কলিজাটা কত বড়! (নশ্‌তর অর্থ অপারেশনের চাকু, জিগর অর্থ কলিজা)।

আঃ রব নশ্‌তর পরচা দেখিতেই বুঝিয়া গিয়াছেন যে, অবশ্যই ইনি কবি জিগর মুরাদাবাদী। তিনি খালিপায়ে দৌড়াইয়া গেলেন ও ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। আর বলিলেন, মহাত্মন, এই যে একটা জাহেল গেটে পড়িয়া আছে সে কি জানিবে যে, কি আপনার পরিচয়, কত বড় আপনার সম্মান?

জিগর মুরাদাবাদীর তওবার ঘটনা ঃ

এখানে একটি ঘটনা মনে পড়িল। আহা! আল্লাহ্পাক যখন হেদায়েতের দরজা খোলেন তখন জিগরের মত মদ্যপায়ীও আল্লাহ্র কাছে তওবা করিয়া রহ্মতের কোলে স্থান পাইয়া যায়। আমার সফরসঙ্গী মীর সাহেব জিগরকে দেখিয়াছিলেন। লোকটা এত বেশী সুরা পান করিত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুই জনে ধরিয়া তাহাকে কবিতার আসরে হাযির করিত। কিন্তু যালেমের এমনি প্রাণপাগল করা আওয়ায ছিল যে, আসরে পৌঁছিতেই সব মাত করিয়া ফেলিত। পূর্ণ আসরকে হাতে লইয়া লইত। কিন্তু, যখন তাহার হেদায়েতের সময় আসিল, অন্তরের মধ্যে এক ব্যাকুলতা সৃষ্টি হইল। অন্তরে হঠাৎ ভয় জাগিয়া উঠিল যে, হায়, কিভাবে আমি আল্লাহ্কে মুখ দেখাইব ? আহ্! হোদায়েতেরও সময় হইয়াছে, ওদিকে তাহার অন্তরেও খবর হইয়া গিয়াছে যে, কেহ আমাকে ডাকিতেছে, কেহ আমাকে স্মরণ করিতেছে, এক নিরাকার সত্তা আমাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی
جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادِ یار آئی

মহব্বত ভূমন্ডলে-নভোমন্ডলে সর্বত্র এই ঘোষণাই দিয়াছে যে, মাওলা যাকে চান সে-ই মাওলাকে স্মরণ করিতে পারে, সে-ই মাওলার দিকে হাটিতে পারে।

ডাক শুনিয়া ডাকো তারে
বাঁধা পড়ে গোপন ডোরে।
আগে তাকায় তোমার তরে
নজর তোল তখন ওরে।
দুয়ার পরে হাঁক শুনিয়া
দুয়ার খুলে চাও দেখিয়া।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহ.)এর ঘটনাঃ

হযরত ছাবেত বুনানী (রঃ) একজন তাবেঈ। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে স্মরণ করেন তখন আমার অনুভব হইয়া যায় যে, আল্লাহ্পাক এখন আমাকে স্মরণ করিতেছেন। খাদেম বলিল, হুযূর, ইহার দলীল কি? তিনি বলিলেন, ইহার দলীল কোরআনপাকের আয়াত ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।"

অত্রএব, এই মুহূর্তে যখন আমি তাহাকে স্মরণ করিতেছি তবে নিশ্চয় তিনিও আমাকে স্মরণ করিতেছেন।

মোটকথা, আল্লাহ্পাক যখন জিগর সাহেবকে নিজের দিকে জয্ব্ (আকর্ষণ) করিলেন তখন উহার নিদর্শনাবলীও প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন, এক বুযুর্গ বলেন ঃ

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

হে বন্ধু, শোন, দিনকাল যখন ভাল আসে তখন তাহাকে পাওয়ার ঠিকানা তিনি নিজেই বলিয়া দেন।

'ভালো সময়' আসে যদি বন্ধু তোমার ভালে
আপন ঘাটির বার্তা দিয়ে আপ্নি কোলে তোলে।

আল্লাহ্ওয়ালাদেরকে তালাশ করা আল্লাহ্পাক কর্তৃক জয্বের আলামত (কুদরতের হাতে আকর্ষণের আলামত)ঃ

যাহার কিস্মত ভাল হয়, আল্লাহ্পাক অগণিত পথে তাহার হৃদয়কে জয্ব্ করিতে থাকেন, অসংখ্য উপায়ে তাহাকে আপনার দিকে টানিতে থাকেন।

নিজেই নিজের ঘাটির সন্ধান দিয়া দেন যে, আমি অমুক জায়গায় অবস্থান করিতেছি, সেখানে আসিয়া আমার সাক্ষাত লাভ কর।

অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক তাহার অন্তরের মধ্যে পথনির্দেশ দিতে থাকেন যে, আমাকে তুমি এই পথে–এই উপায়ে লাভ করিবে। আমাকে পাওয়ার জন্য এই কাজ কর, এই কাজ ছাড়, আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের সংসর্গে যাও, ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ হইতে কাহাকেও জয্‌ব্ করার (আপন করার জন্য) কুদরতের হাত বাড়ানোর প্রথম আলামত এই যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌ওয়ালাদিগকে তালাশ করিতে শুরু করে। যে ব্যক্তি কোন মন্‌যিলের আশেক বা প্রত্যাশী হয় সেই মন্‌যিলের রাহ্‌বর (পথপ্রদর্শক) তালাশ করারও সে তওফীক লাভ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্‌যিলের রাহ্‌বরের তালাশ হইতেই বঞ্চিত, সে ঐ মন্‌যিল সম্পর্কেই বে-খবর কিংবা উহার অনুরাগ হইতেই বঞ্চিত।

এ জন্যই হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশ্‌রাফ আলী থানবী (রঃ)এর বড় বড় খলীফাদের অন্যতম হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) বলিতেন ঃ

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ
ملنے والوں سے راہ پیدا کر

আল্লাহ্‌কে পাওয়ার একটি মাত্র পথ, তাহা এই যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর। সম্পর্কশীলদের সংসর্গে থাকিয়া তুমিও অনুরূপ সম্পর্কশালী হইয়া যাইবে।

এইবার জিগরের হেদায়েতের প্রথম পর্ব শুরু হইতেছে। জিগরের স্বরচিত এই ছন্দটিই তাহার হেদায়েতের পথের পহেলা সিঁড়ি—

اب ہے روز حساب کا دھڑکا
پینے کو تو بے حساب پی لی

হায়! মদ তো আমি বে-হিসাব পান করিয়াছি। কিন্তু, এখন যে আমি হিসাব দিবসের ভয়ে কাঁপিতেছি।

কাঁপিতেছি হায় দাঁড়াবো কিরূপে মা'বূদের কাঠগড়ায়?

যদিও রয়েছি দিবারাত ডুবে সুরার মত্ততায়।

অর্থাৎ এখন অন্তর কাঁপিতেছে এই ভাবিয়া যে, হায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে আমি কি উত্তর দিবো– যখন তিনি এই প্রশ্ন করিবেন যে, হে যালেম, মদকে আমি হারাম করিয়াছিলাম, আর সেই মদ তুই এমন বেধড়ক পান করিয়াছিস? তোর কি এতটুকুও লজ্জা হইল না যে, কিয়ামত দিবসে আমাকে ত আমার মালিকের সম্মুখে হাযির হইতে হইবে ?

তাই, কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ)এর শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, খাজা সাহেব, কিভাবে আপনি আল্লাহ্ওয়ালা হইলেন ? কাহার সোহ্বত্ (সংসর্গ) আপনাকে সুন্নতের অনুসারী করিয়া দিয়াছে ? আপনি ত একজন ডিপ্টি কালেক্টর। একজন ডিপ্টি কালেক্টরের মাথায় গোল টুপি, পরণে লম্বা কোর্তা, আরবী পায়জামা এবং হাতে তস্বীহ্ ছড়া! দুনিয়ার কোথাও এমন ডিপ্টি কালেক্টর আমি তো দেখি নাই। বলুন, খাজা সাহেব, আপনার মত একজন মিষ্টারের মিষ্টারী কাহার হাতে নিপাত গিয়াছে? তিনি বলিলেন, থানাভবনের বুযুর্গ হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী এই মিষ্টারের মিষ্টারি চুরমার করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া জিগর বলিলেন, খাজা সাহেব, আমার মত মদ্যপ্ও কি থানাভবনে আসিতে পারে? কিন্তু শর্ত হইল, সেখানে গিয়াও আমি যথারীতি মদ পান করিব। কারণ, মদ ছাড়া আমার বাঁচিয়া থাকাই দুষ্কর। খাজা সাহেব থানা ভবনে গিয়া হযরত থানবীর নিকট আরয করিলেন যে, কবি জিগর নিজের এছ্লাহের জন্য আপনার দরবারে আসিতে চান, তবে তিনি বলিতেছেন যে, খান্কায়ও তিনি সুরা পান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

আল্লাহর ওলীদের উদারতা ও আত্মার প্রশস্ততা ঃ

শুনিয়া হযরত থানবী হাসিয়া বলিলেন, জিগর সাহেবকে আমার সালাম দিবেন। আর বলিবেন যে, আশরাফ আলী নিজের মেহমান রূপে নিজ গৃহে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিবে। কারণ, খান্কাহ্ তো একটি কওমী প্রতিষ্ঠান। তাই খান্কায় অবস্থানের অনুমতি দেওয়ার তো আমার কোন এখতিয়ার নাই। অবশ্য আমি তাঁহাকে আমার মেহ্মান রূপে গ্রহণ করিব। কারণ, যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কাফের-বেদ্বীনকে নিজের মেহমান করিতেন, তাহা হইলে আশরাফ আলী কেন এমন একজন গুনাহ্গার

মুসলমানকে নিজের মেহ্মান বানাইতে পারিবে না যে নিজের এছ্লাহ্ ও আত্মিক চিকিৎসার জন্য এখানে আসিতেছে? অতঃপর জিগর হযরত থানবীর এরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায়, আমাদের তো এই ধারণাই ছিল যে, আল্লাহ্ওয়ালা লোকেরা পাপীদেরকে হয়তঃ ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু আজ বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের হৃদয় কত উদার ও কত প্রশস্ত হইয়া থাকে।

অতএব, জিগর থানাভবনে চলিয়া গেলেন। এবং বিনয়ের সহিত আরয করিলেন, হযরত, আমাকে তওবা করাইয়া দিন। আর চারিটি বিষয়ে আমার জন্য দোআ করিয়া দিন। সর্বপ্রথমে আমি দোআ চাই যেন শরাব বর্জন করিতে পারি। কারণ, ইহা আমার দীর্ঘ দিনের পুরাতন অভ্যাস।

چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی

এই বালা এমনভাবে সওয়ার হইয়াছে যে, ইহা হইতে নিস্তার পাওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার। তবে এখন আল্লাহ্পাকের মেহেরবানীতে পরিত্যাগ করার সংকল্প করিয়া লইয়াছি।

আল্লাহ্পাক যখন হেদায়েত প্রদান করেন মানুষ তখন বড়-ছে বড় গুনাহ্, পুরাতন হইতে পুরাতন বদভ্যাসও বর্জন করিয়া দেয়। যদি গুনাহ্ পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এখনও তাহার প্রতি জয্ব্ হয় নাই, তাহাকে টানিয়া তুলিবার জন্য আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি স্বীয় রহমতের হাত এখনও বাড়ান নাই। এখনও সে নফ্স্ ও শয়তানের কোলে আছে, শত্রুর কোলে বসিয়া আছে।

অতঃপর দ্বিতীয় দোআর আবেদন পেশ করিলেন যে, আল্লাহ্পাক যেন আমাকে হজ্জ নসীব করিয়া দেন। তৃতীয় দরখাস্ত এই যে, আমি যেন দাড়ি রাখিতে পারি। চতুর্থ দরখাস্ত ঃ যেন ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু নসীব হইয়া যায়। হযরত থানবী তাহার জন্য দোআ করিলেন।

জিগর মুরাদাবাদীর নতুন জীবন ঃ

জিগর সাহেব থানাভবন হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মদ্য পান ত্যাগ করিয় দিলেন। মদ্য পান হইতে শক্তভাবে তওবা করিলেন। কিন্তু মদ ত্যাগ করার ফলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি ছিলেন জাতীয় আমানত তথা জাতীয় কবি। খুব বড় দরের কবি ছিলেন তিনি। তাই, ডাক্তারদের বোর্ড বসিল। যথাযথ পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর তাহারা এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, মহা পূজনীয় হে কবি বর, আপনার মৃত্যু আমাদের হৃদয়ের সকল আনন্দ কাড়িয়া নিবে। এমন এক সম্পদ আমাদের হাতছাড়া হইয়া যইবে যাহা পূরণ হইবার নয়। আপনি 'সমগ্র জাতির আমানত'। তাই, আমাদের অনুরোধ, অন্ততঃপক্ষে স্বল্প পরিমাণে হইলেও নিয়মিত আপনি কিছু মদ অবশ্যই গ্রহণ করুন যাহাতে আপনি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

কবি জিগরের নব আত্মার উত্তর ঃ

কবি জিগর বলিলেন, ডাক্তার মহোদয়গণ, যদি আমি এভাবে অল্প-অল্প করিয়া পান করিতে থাকি তাহা হইলে কত দিন পর্যন্ত আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব ? ডাক্তারগণ বলিলেন, আশা করি আরও পাঁচ-দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন। জিগর বলিলেন, আমি যদি এভাবে শরাব পান করিতে করিতে এই কঠিন পাপের হালতে দশ বৎসর পরে মারা যাই তাহা হইলে আমার এই মৃত্যু হইবে আল্লাহ্পাকের কহর ও গযবের ছায়ার মধ্যে। পক্ষান্তরে, আপনারা যেই ভয় প্রদর্শন করিতেছেন যে, শরাব পান না করিলে এখনই মৃত্যু হইবে – আপনাদের সেই উক্তি মত যদি এখনই আমার মৃত্যু হইয়া যায় তবে সেই মৃত্যু আমার পরম প্রিয়, সেই মৃত্যুকে আমি সানন্দে আলিঙ্গন করিব। কারণ, সুরা ত্যাগ করার ফলে যদি জিগরের মৃত্যু হয় তবে ত নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রহ্মতের ছায়ার মধ্যে রওয়ানা হইয়া যাইব। কারণ, আমার সেই মৃত্যু হইবে আল্লাহ্র রাস্তায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে। আল্লাহ্ বলিবেন, আমার বান্দা একটা গুণাহ্ ত্যাগ করিয়াছিল, উহার কষ্টে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমার নাফরমানী ত্যাগের যন্ত্রণায় তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। আমার কহর-গযব ও অসন্তুষ্টির কার্যকলাপ বর্জন করিতে গিয়া আমার বান্দা তাহার প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। তাই, তাহার এ মৃত্যু শাহাদতের মৃত্যু।

কবি জিগর অতঃপর আর শরাব পান করেন নাই। এবং দ্রুততর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃপক্ষে বান্দা যখন গুনাহ্ ত্যাগের হিম্মত করে, দৃঢ় সংকল্প করে ও কোশেশ করে, তখন আল্লাহ্পাকও তাহাকে মদদ করেন, তাহার প্রতি খুব দয়া করেন, মেহেরবানী করেন। পাপের যেই স্বাদ সে আস্বাদন করিত উহার 'শ্রেষ্ঠ বদল'-উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বাদের জিনিস তাহাকে প্রদান করেন। অর্থাৎ আপনার ভালবাসাকে তাহার অন্তরে সতেজ করিয়া দেন।

ফলে হারানো স্বাদ হইতে উত্তম স্বাদের বস্তু পাইয়া তওবা করা বান্দার জন্য আসান হইয়া যায় এবং মজাদার হইয়া যায়। যাহারা গুনাহ্ বর্জন করে, আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে গুনাহের হারাম লয্য্তের বদলে আপন মহব্বতের হালাল মাধুর্য এবং আপন নৈকট্যের অসীম লযয্ত দান করিয়া দেন। তিনি আর্হামুর রাহিমীন, সবচেয়ে বড় দয়ালু। তাহার রাস্তায় কেহ কষ্ট স্বীকার করিলে তিনি কি তাহাকে উহার উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন না ?

জিগর সাহেব মদ পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর হজ্জে যাওয়ার সময় পূর্ণ এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়িও রাখিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, (দাড়ি ছাড়া) কিভাবে আমি আল্লাহ্র ঘরে গিয়া আল্লাহ্কে এই মুখ দেখাইব ? কিভাবে আমি এই মুখ লইয়া রওযাশরীফে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সম্মুখে হাযির হইব?

দাড়ি রাখাকে লোকেরা বড়ই কঠিন কাজ মনে করে। যদি কাহাকেও দাড়ি রাখিতে বলা হয়, তৎক্ষণাৎ সে ঐ মৌলবী সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যায়। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, এই ওযীফা পাঠ করিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতি হইবে, এই ওযীফা পড়িলে রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে,ইহা পাঠ করিলে ঘরের মধ্যে বরকত হইবে, সন্তান-সন্ততি সুখে-সাচ্ছন্দে থাকিবে, তাহা হইলে খুব মনোযোগ সহকারে সকল ওযীফাই সে পাঠ করিবে। ওযীফা পড়ার জন্য তো লোকেরা সানন্দে-সাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া যায়, কিন্তু গুণাহ্ ত্যাগের হিম্মত খুব কম লোকই করিয়া থাকে।

আমি আরয করিতেছিলাম যে, জিগর সাহেব হিম্মত করিয়া দাড়ি রাখিয়া ফেলিলেন। বস্তুতঃ ইহাই প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ্র ওলীদের সাহচর্যে আসিয়া বড়-বড় ফাসেক লোকও ওলীআল্লাহ্ হইয়া যায়। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

گر تو سنگ خارا و مرمر بوی
گر بصاحبدل رسی گوہر شوی

"তুমি যদি কঠিন হইতে কঠিন পাথরও হইয়া থাক, যখন তুমি কোন যিন্দাদিল ওলীর সোহ্বতে যাইবে, তোমার মত কঠিন পাথরও তখন মোতি হইয়া যাইবে। তোমার কঠিন পাথরের বুকে আজ একটি ঘাসও গজায় না। কিন্তু, তখন দেখিবে, সেই কঠিন পাথরের বুক চিরিয়া নেক আমল ও নেক্ জীবনের অসংখ্য ফলে-ফুলে তোমার বাগান কেমন করিয়া ভরিয়া গিয়াছে।

স্বয়ং মাওলানা রূমীকেই দেখুন না? তিনি কত বড় আলেম ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন। হাদীস-কুরআনের গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি দর্শন শাস্ত্রে এবং তর্কশাস্ত্রেও তিনি উচ্চ চূড়ার জ্ঞানী ছিলেন। বাদশার মেয়ের ঘরের নাতি ছিলেন। বড় বড় আলেমগণ তাঁহার শাগরেদ ছিলেন–যাঁহারা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতেন। কিন্তু যখন তিনি শামসুদ্দীন তাব্রেযীর হাতে বায়আত হইলেন তখন তিনি তাঁহার বিছানাপত্র নিজের মাথায় তুলিয়া মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেন, আর বলিতেন ঃ

این چنیں شیخے گدائے کو بہ کو
عشق آمد لا ابالی فاتقوا

আমি এত বড় এক শায়্খ্ ছিলাম, শ্রদ্ধাভাজন ছিলাম, কিন্তু আজ আল্লাহ্র মহব্বতে শামসুদ্দীন তাব্রেযীর বিছানাপত্র মাথায় লইয়া আমি গলি-গলিতে ফিরিতেছি। ইহা মাওলার এশ্কের লীলা বৈ কি! কিন্তু আমার এই কষ্ট স্বীকারের এক নগদ পুরস্কার আল্লাহ্পাক আমাকে এই দান করিয়াছেন যে, সেদিনের 'মৌলবী জালালুদ্দীন' আজ সমগ্র রোমবাসীর মুখে 'মাওলায়ে রোম' বা রোম সম্রাট রূপে আখ্যায়িত হইতেছে।

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزی نہ شد

অর্থাৎ আমি ত মোল্লা জালালুদ্দীন ছিলাম, কিন্তু অদ্য যে আমি সমগ্র রোমের পরম শ্রদ্ধেয় ও পরম পূজনীয় ব্যক্তিত্বের আসন লাভ করিয়াছি– ইহা কখন হইয়াছে? যখন আমি শামসুদ্দীন তাব্রেযীর দাসত্ব বরণ করিয়াছি। পীরের 'দাসত্ব' আমাকে এই 'রাজত্ব' দান করিয়াছে।

আল্লাহ্ওয়ালাদেরকে সম্মান করা মানে আল্লাহ্কে সম্মান করা ঃ

মেশকাত শরীফের ৪২৭ পৃষ্ঠায় এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبدًا لِلّٰهِ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهٗ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ওয়ালা জানিয়া, আল্লাহ্পাকের সহিত সম্পর্কের খাতিরে কোন বান্দাকে মহব্বত ও ইয্যত করে, পকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্কেই ইয্যত করিল।" কারণ, তাহার এই সম্মান প্রদর্শন মূলতঃ আল্লাহ্র সম্বন্ধের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ওয়ালাদেরকে অপমান করিল, ইহাতে সে স্বয়ং আল্লাহ্র সঙ্গে গোস্তাখী করিল। আর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে "যেমন কর্ম তেমন ফল"-এর ওয়াদা রহিয়াছে। তাই, যে ব্যক্তি কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে অপমান করিয়াছে, দুনিয়াতেই সে লাঞ্ছিত-অপদস্ত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি তাহাদেরে সম্মান করিয়াছে, আল্লাহ্পাক দুনিয়াতেও তাহাকে সম্মান দান করিয়াছেন।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন যে, মাওলানা কাসেম নানূতবী, মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী এবং আমি আশরাফ আলী থানবী– সমাজের ও জাতির কাছে যেই ইয্যত-সম্মান আমরা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রঃ)এর সম্পর্ক ও তাঁহার দাসত্বের বদৌলতে লাভ করিয়াছি, তৎপূর্বে কস্মিনকালেও সেই ইয্যত-সম্মান আমাদের ছিল না। তাঁহার সম্পর্ক ও তাঁহার গোলামীর বদৌলতেই জাতির মধ্যে আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এরূপ 'উজ্জ্বল' করিয়া দিয়াছেন।

তবে, ইয্যত লাভের নিয়তে আল্লাহ্র ওলীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা চাইনা। বরং সম্পর্ক স্থাপন করিবে শুধু আল্লাহ্র জন্য। তারপর আল্লাহ্পাক যাহা কিছু দান করিয়া দেন তা তাহার মর্যী, চাই তিনি (আমাদের উপর) তাহার 'ইছ্মে বাতেন'-এর তাজাল্লী বর্ষণ করিয়া আমাদেরকে অখ্যাত -অপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখেন কিংবা তাঁহার 'ইছ্মে যাহের'-এর তাজাল্লী বর্ষণ করিয়া বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ করিয়া দেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মর্যীর উপর সোপর্দ করিয়া দেওয়া চাই। নিজের পক্ষ হইতে নাম-শোহ্রতের ইচ্ছা বা আগ্রহ পোষণ করা অনুচিত।

(যাহের ও বাতেন আল্লাহ্পাকের দুইটি গুণ প্রকাশক নাম। যাহের অর্থ প্রকাশমান, আর বাতেন অর্থ গোপন, লুক্কায়িত। আল্লাহ্পাক যাহাকে তাহার যাহের নামের গুণ প্রকাশস্থল বানান, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে মশ্হুর হইয়া যায়। আর যাহাকে বাতেন নামের গুণ প্রকাশের স্থল বানান সে গোম্নাম বা অখ্যাত -অপ্রসিদ্ধ হইয়া যায়। –অনুবাদক)

প্রিয় বন্ধুগণ,

এখানে খুব লক্ষ্য করার বিষয় যে, জিগরের মত এত বড় শরাবীর ভাগ্যে এক ওলীআল্লাহ্র দোআর ফল ফলিয়া যাইতেছে। ওলীর দোয়ায় হতভাগা ভাগ্যবান হইয়া যাইতেছে। জিগর শরাব ছাড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, যেই হায়াতের উপর স্বয়ং হায়াতের স্রষ্টা অসন্তুষ্ট, যেই জীবনের উপর স্বয়ং জীবনদাতা মালিক অসন্তুষ্ট, সেই জীবন ত মৃত্যু অপেক্ষা অধম, সেই জীবন জন্তু-জানোয়ার হইতে নিকৃষ্ট, শূয়র এবং কুকুর হইতেও ঘৃণিত।

হে প্রিয় বন্ধু!

আল্লাহ্পাক প্রত্যেককেই বিবেক-বুদ্ধি দান করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের মালিককে ক্ষুব্ধ-অসন্তুষ্ট করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, আপনিই ফয়সালা করুন যে, সে চতুষ্পদ জন্তু হইতেও নিকৃষ্ট কি না? জানোয়ার, শূয়র, কুকুর ইত্যাদির উপর কোনও গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় নাই। উহারা ত এতটুকুও জানে না যে, উহাদেরকে কি জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু, আমাদিগকে আল্লাহ্পাক বিবেক-বুদ্ধি দান করিয়াছেন। আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। তাই, ভাল-মন্দ বিচারের বিবেক শক্তির অধিকারী এবং এত বিরাট দায়িত্বভার সম্পন্ন হইয়াও যদি আমরা আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করি,

তাহা হইলে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন পাকড় এবং আল্লাহ্‌র কহর ও গযব হইতে হুশিয়ার হওয়া দরকার। আল্লাহ্‌পাক বড়ই দয়ালু, ক্ষমাশীল, সহনশীল, তিনি ত মাফ করিয়াই দেন, তিনি ধরেন না—এসব চিন্তা করিয়া ধোকায় পড়িবেন না। আল্লাহ্‌পাকের সহনশীলতার নামে গলদ স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় মাতিবেন না। যখন শাস্তি ও প্রতিশোধের সময় আসিবে, অসীম শক্তিমান আল্লাহ্‌ তখন আমাদের সমস্ত কূট-কৌশল, চতুরতা, ধূর্ততা ও সকল ফেরেববাজির চটে তিনি আগুন লাগাইয়া দিবেন। তাই, আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ গ্রহণের অপেক্ষা করিও না, তার আগেই জল্‌দি নিজেকে সংশোধন করিয়া লও। এছ্‌লাহের জন্য জানের বাজি লাগাইয়া দাও। হিম্মত কর, সাহস কর যে, জীবন দিব, তবুও গুণাহ্‌ করিব না, জীবন দিব তবুও আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করিব না। জান্‌ দিব তবুও কোন নারীর প্রতি চোখ উঠাইব না।

এসকল উলঙ্গ নারীদের প্রতি দৃষ্টি না করার কষ্টে যদি প্রাণও বাহির হইয়া যায় তবে যাউক। সেজন্য আমরা সকলে জান্‌ দিতে প্রস্তুত থাকিব। জান্‌ বিসর্জন দিব, তবুও ঈমান বিসর্জন দিব না। কারণ, ঐ জান্‌ ত বড়ই মোবারক জান্‌ হইবে যেই জান্‌ এভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ হইয়া যাইবে। তবে আমি বলিব যে, ইহাতে আল্লাহ্‌ আপনার জান্‌ লইয়া যাইবেন না। বরং তিনি শুধু মাত্র 'আধা জান্‌' নিবেন। আর বিনিময়ে শত জান্‌ আপনাকে দান করিয়া দিবেন। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেনঃ

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد
انچہ درو ہمت نیاید آں دہد

হস্তে পেয়ে অর্ধ পরাণ দেয় গো একশ' প্রাণ
একটু ধূলির বদ্‌লা হেথা একশ' দয়ার দান।

মাওলানা রূমী বলেন, আল্লাহ্‌র পথের ছালেক-সাধক কষ্ট করিতে করিতে যেন 'অর্ধ জান্‌' হইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক তাহার এই মোজাহাদা দেখিয়া ঐ অর্ধ জানের বদলে তাহাকে একশত জান্‌ দান করিয় দেন। অর্থাৎ এমন এমন স্বর্গীয় নেআমত সমূহ দান করেন যাহা জান্‌ অপেক্ষা শত শত গুণ শ্রেষ্ঠ – যাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না।

নজরের হেফাযতের বিনিময়ে 'ঈমানী হালাওয়াত' ঃ

অর্থাৎ কুদৃষ্টি হইতে বিরত থাকার প্রতিদানে অন্তরের মধ্যে ঈমানের মাধুর্য প্রদান করা হয়। কারণ, গুণাহ্ হইতে বাঁচিবার সময় কিছু কষ্ট ত অবশ্যই হয়। মনের মধ্যে আক্ষেপের আগুন জ্বলে যে, আহা! না-জানি কেমন সুন্দর চোহারা ছিল! কিন্তু কি করিব, আল্লাহ্পাক যে দৃষ্টি সংযত করার ও না দেখার হুকুম দিয়াছেন। এভাবে মনের মধ্যে আঘাত লাগিতে থাকে, কষ্ট হইতে থাকে। এই কষ্টের প্রতিদানে আল্লাহ্পাক অন্তরের মধ্যে 'ঈমানের মধুরতা' দান করার ওয়াদা করিয়াছেন আমাদের প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র যবানের মাধ্যমে।

(ঈমানের মধুরতা অর্থ, অন্তরে বিশেষ এক নূর দান করা হয় যাহার ফলে আল্লাহ্ ভালো লাগে, রাসূল ভালো লাগে, জান্নাত ভালো লাগে, নামায-রোযা ও যিকির ভালো লাগে, সর্ব রকম নেক আমল সমূহ ভালো লাগে এবং উত্তরোত্তর উহাদের প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ বাড়িতেই থাকে। আর উহার বিপরীতে সমস্ত খারাপ কাজ খারাপ লাগে। -অধম অনুবাদক)।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ

"কুদৃষ্টি হইল ইবলীসের বিষযুক্ত তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে উহা বর্জন করিবে, উহার বদলে আমি তাহাকে এমন ঈমান প্রদান করিব যাহার 'মধুস্বাদ' সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবে। অর্থাৎ- চোখের নজরের স্বাদ ও আনন্দকে বিসর্জন দিয়া তৎপরিবর্তে তোমরা হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বাদ ও আনন্দ গ্রহণ কর। আল্লামা ইবনুল-কাইয়েম জাওযী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে সুন্দর-সুন্দরীদের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বাঁচাইল, তাহার চোখের দৃষ্টি ও আনন্দকে যেন সে আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করিল। তাই, ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্পাক তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের আনন্দ প্রদান করেন। আর আল্লাহ্পাক যেহেতু চিরঞ্জীব, তাই আল্লাহ্প্রদত্ত আনন্দ ও মাধুর্যও চিরস্থায়ী।

অথচ, ইহার বিপরীতে সুন্দর-সুন্দরীদের প্রতি নজরের ফলে অহেতুক অন্তর্জ্বালাই শুধু মিলিয়া থাকে।

জনৈক আলেম ব্যক্তি হাকীমুল-উম্মত মাওলানা থানবীকে লিখিয়াছিলেন যে, হযরত, উহাদের প্রতি দৃষ্টি করার ক্ষমতা তো আমার আছে। কিন্তু দৃষ্টি করার পর দৃষ্টি হটানোর কোন ক্ষমতাই আমার থাকে না। হযরত থানবী উত্তর দিলেন, আপনার মত একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে–বিশেষ করিয়া যখন আপনি দর্শন শাস্ত্রও পড়িয়াছেন– এরূপ উক্তি করা কিভাবে শোভা পায় ? কারণ, ইহা দর্শন শাস্ত্রেরই কথা যে, ক্ষমতার অস্তিত্ব পরস্পর বিরোধী দুইটি বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মনে করুন 'কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি কাজের ক্ষমতা আছে'– ইহা তখন প্রযোজ্য হয় যখন সে উহা করিতেও পারে এবং না চাহিলে না করিতেও পারে। করা ও না করা এতদুভয়ের যে কোন একটি যদি তাহার জন্য এমনভাবে অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায় যে, উহার বিপরীতটা সে করিতেই পারে না, তখন ইহা বলা যায় যে,তাহার মধ্যে ঐ কাজের ক্ষমতা নাই। যেমন, কাহারও মধ্যে যদি কম্পনের রোগ থাকে এবং উহার ফলে তাহার হাত সর্বদা আপনাতেই কাঁপিতে থাকে তখন এইরূপ বলা হইবে না যে, যেহেতু লোকটি হাত নাড়িবার বা হাত কাঁপানোর ক্ষমতা রাখে, সে জন্য তা কাঁপাইতেছে। কারণ,. সে ত হাতের এই কম্পন রোধ করিতে পারে না। তাই ইহাকে হাত নাড়িবার ক্ষমতা আছে বলা যাইবে না। বরং ইহাকে 'রোগ' প্রতিপন্ন করা হইবে। 'হাত নাড়িবার ক্ষমতা আছে' তখন বলা হইবে যখন ইচ্ছা হইলে নাড়িতে পারে এবং ইচ্ছা হইলে বিরতও রাখিতে পারে।

অতএব , আপনার মধ্যে দৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, দৃষ্টি হটানোরও অবশ্যই ক্ষমতা আছে। আপনি যখন সেদিকে দৃষ্টি ধরিতে পারেন,তাহা হইলে সেই দৃষ্টি আপনি সরাইতেও পারেন।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আর একটি পত্র লিখিলেন যে, হযরত, যখন দৃষ্টি সংযত করিয়া রাখি, চক্ষুকে ফিরাইয়া রাখি ইহাতে অন্তরে একটা চোট লাগিয়া যায়। খুব কষ্ট হয়, খুবই আক্ষেপ হয় যে, হায়, না জানি কেমন সুন্দর চেহারা ছিল। কত না আকর্ষণীয় রূপ ছিল। অভূতপূর্ব কোন ভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য ছিল। না জানি কেমন ছিল তাহার চোখ যুগল,কেমন ছিল তাহার নাকের ডগা। নজর ফিরাইয়া রাখিলে কী যে একটা আঘাত লাগে! হৃদয়টা যেন ঝাঁঝরা হইয়া যায়।

উক্ত পত্রের জবাবে হযরত থানবী তাহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন যে, না-দেখার কারণে অন্তরে যে যন্ত্রণা হয় তাহা কতক্ষণ স্থায়ী হয় ? আর দেখার দ্বারা যে যন্ত্রণা হয় তা কতক্ষণ স্থায়ী হয় ? উত্তরে মাওলানা সাহেব লিখিলেন, না-দেখার কষ্ট মাত্র কয়েক মিনিট পর্যন্ত থাকে, পরক্ষণেই অন্তরের মধ্যে এক অনাবিল মধুরতা অনুভব হয়। আর যদি দেখিয়া লই তবে তিন দিন-তিন রাত পর্যন্ত উহার নাক্-নক্শা ও ছবির কল্পনা অন্তরকে তড়পাইতে থাকে। অতঃপর হযরত থানবী বলিলেন, এখন আপনিই ফয়সালা করিয়া নিন যে, বাহাত্তর ঘন্টার মুসীবত বেশী সহজ, নাকি কয়েক মিনিটের মুসীবত? অতঃপর তাহার উত্তর আসিল, হযরত, এইবার সব হাকীকত বুঝে আসিয়া গিয়াছে। বস্, আমি তওবা করিতেছি।

আর এক ব্যক্তি লিখিয়াছিল যে, আমি সুন্দর-সুন্দরীদের কায়ায় আল্লাহ্ তাআলার তাজাল্লী ও নূরের বহিঃপ্রকাশ অবলোকন করিয়া আল্লাহ্র মা'রেফাত হাসিল করিয়া থাকি। কারণ, এইসব সৌন্দর্যধারীরা তো আসলে আল্লাহ্রই সৌন্দর্যের আয়না। উত্তরে হযরত থানবী লিখিলেন, ইহারা যে আল্লাহ্র সৌন্দর্যের আয়না তাহা আমি অকপটে স্বীকার করি। কিন্তু এই আয়না অগ্নিযুক্ত আয়না– যেই আয়নার উপর দৃষ্টি ধরিলে আগুন লাগিয়া যায়। এই আগুনে তোমার ঈমান জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

জিগর সাহেব দ্বিতীয় দোআ করাইয়াছিলেন সুন্নত মোতাবেক দাড়ি রাখার জন্য। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি দাড়ি রাখিলেন এবং হজ্জ করিয়া আসিলেন। বোম্বাই আসিয়া আয়না দেখিবার সময় সেই পরম আকাংখিত দাড়ি সুন্নতের মাপ মোতাবেক বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুহূর্তে কবি জিগর আনন্দের আতিশয্যে যে ছন্দ পড়িয়াছিলেন দস্তুর মত তাহা ওয়াজ্দ্ পয়দা করিবার মত, হৃদয়-মনকে নাচাইয়া তুলিবার মত ছন্দ। তবে শর্ত হইল যে, যদি সে সেই রকম দিল্ওয়ালা হয়, এশ্কের জ্বালা ভরা প্রাণের অধিকারী হয়। ওয়াজ্দ্ প্রত্যেকের মধ্যে আসে না। যাহার হৃদয়ে মাওলার ভালবাসার প্রবল জোয়ার বহিতে থাকে, প্রবল ঢেউ চলিতে থাকে ঐরকম লোকের মধ্যে ওয়াজ্দ্ উদ্রেক হয়।

(ওয়াজ্দ্ অর্থ, অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বতের এমন এক তুফান বা এমন এক আগুন যাহার প্রচন্ড আঘাতের ফলে বেচারা আশেক কখনও চীৎকার করিয়া উঠে, কখনও বেশী মাত্রায় হাসিতে থাকে, কখনও কাঁদিতে থাকে, কিংবা

লাফালাফি-ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তবে পরিপক্ক লোকেরা এরূপ হাজারো তুফানের আঘাত ভিতরে-ভিতরেই বরদাশত করিতে থাকেন, যথাসম্ভব প্রকাশ হইতে দেন না। পূর্বেকার বুযুর্গদের মধ্যেও এরূপ প্রবল জোয়ার ত আসিত, কিন্তু সাধারণতঃ বাহিরে তেমন কোন অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পাইত না। – অনুবাদক)।

মোটকথা, ওয়াজ্‌দ্‌ আসে মহব্বতের জ্বালাওয়ালা লোকের মধ্যে। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ

"আশেকগণ অগ্রবর্তী হইয়া গিয়াছে যাহারা আশেকানা (প্রেমাত্মক) যিকির করিয়া থাকে।" শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ) এই হাদীসে উল্লেখিত 'মুফার্‌রেদূন'-এর তরজমায় 'আশেকগণ' লিখিয়াছেন। অতঃপর আমি মেশ্‌কাতের শরাহ্‌ মেরুকাতে খুঁজিলাম যে, দেখি উহাতে কি লিখিয়াছে। উহাতে লিখিয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ لَا لَذَّةَ لَهُمْ اِلَّا بِذِكْرِهٖ وَلَا نِعْمَةَ لَهُمْ اِلَّا بِشُكْرِهٖ

মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, মুফাররেদীন নামের এই অগ্রবর্তী কাফেলা হইতেছে আল্লাহ্‌র ঐ সকল আশেক বান্দাগণ যে, আল্লাহ্‌র নাম ও আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত জগতের আর কোন কিছুই তাহাদের কাছে ভালো লাগে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকিরেই তাহারা মজা পায়, আর কোন কিছুতেই তাহারা মজা পায় না। বিবি-বাচ্চা, খানা-পিনা, ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য দোকানদারী ইত্যাদি কার্যাবলী তাহাদের কাছে প্রিয় ও ভালো লাগে তখন যখন তাহারা সবকিছুর আগে আল্লাহ্‌পাকের নাম যপিয়া লয়, মাওলাপাকের মধুমাখা নামের যিকির করিয়া লয়। পরম প্রিয় মাওলাপাকের দাসত্ব-আনুগত্য ও তাহার হুকুম পূরা করিতে পারিলে তখন তাহারা এই সকল পার্থিব নেআমতের লয্‌যত ও আনন্দ অনুভব করে। মাওলার হুকুম অপূর্ণ থাকিয়া গেলে বা ছুটিয়া গেলে সমস্ত নেআমত তাহাদের কাছে বে-লয্‌যত হইয়া যায়। সবকিছুই তখন বে-মজা হইয়া যায়, তিতা হইয়া যায়।

আর কোন নেআমত তাহাদের নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত নেআমত নয় যতক্ষণ না উহার শোকর আদায় করিয়া লওয়া হয়। মাওলার শোকর ছাড়া বা মাওলাকে ভুলিয়া থাকিয়া যদি নেআমত খাওয়া হয়, ভোগ করা হয় তবে উহা নেআমতই নয় বরং মুসীবত। মাওলার দেওয়া নুন্ খাইয়া মাওলার গুণ গাহিতে পারিলে ঐ নুনই তখন তোমার জন্য অনেক বড় ধন, তোমার অনেক বড় অর্জন। আর যদি এত বড় দয়াবান মালিকের নুন খাইয়া তাহার গুণ গাওয়া ভুলিয়া যাও তবে এই নুনই তখন তোমার জন্য আগুন স্বরূপ।

শায়্খ্ মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া নাবাবী (রঃ) মুসলীম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় অন্য একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মুফাররিদীন' অর্থ—

اَلَّذِيْنَ اهْتَزُّوْا فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ (منور جلد ٩ كتاب الذكر)

ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহ্‌র যিকিরের সময় অজ্‌দে আসিয়া যায়, উম্মাতাল হইয়া যায়।

যাহারা আল্লাহ্‌র যিকিরের হালতে জোশে-আবেগে দুলিয়া উঠে, দেহ-মনে ঢেউতরঙ্গ বহিয়া যায়। বৃষ্টি হইলে পরে যমীনে একটা স্পন্দন জাগে, যমীন ফুলিয়া উঠে—উহাকে 'এহ্‌তেযায,' বলে। অতএব, এখানে এহ্‌তেযাযের অর্থ এই হইল যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের সময় তাহারা স্পন্দিত ও তরঙ্গায়িত হয়। মাওলার প্রেমতরঙ্গের দোলা খাইয়া মাওলার জন্য দেওয়ানা হইয়া যায়, পাগলপারা হইয়া যায়।

আমি যখন আমার মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব 'দামাত্ বারাকাতুহুম-এর দরবারে হরদূই গেলাম, স্বীয় মোর্শেদের দরবারে আমার বড়ই মজা ও আনন্দ লাগিতেছিল। আল্লাহ্‌র ওলীদের সংসর্গ বড়ই আনন্দদায়ক হয়। তাই, আমি মহামান্য মোর্শেদের নিকট আরয করিলাম যে, "হযরতের দরবারে আমার খুবই আনন্দ লাগিতেছে।" কারণ, ঐ চৌকাঠ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহার দরজা হইতে পারে যেই চৌকাঠে মস্তক অবনত করিলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। অতঃপর আমি হযরতের খেদমতে আমার একটি ছন্দ পেশ করিলাম--

مزہ دل میں آئے تو بس جھوم جائے
اور اس آستاں کی زمیں چوم جائے

মর্মার্থ ঃ এই দরবারে আসিয়া হৃদয়ে যখন আনন্দ অনুভব কর তখন পরমানন্দে ঢেউয়ের তরঙ্গের মত নাচিয়া উঠ ও প্রাণ ভরিয়া শোকর আদায় কর। আর গভীর অনুরাগে প্রিয় ঐ আস্তানার যমীন চুম্বন কর।

উর্মি মালার মত নৃত্য কর হে মন,
আনন্দের তরঙ্গে সন্তার হে মন,
প্রিয়তমের এই মাটি বড় খাঁটি ধন
অনুরাগের উচ্ছ্বাসে কর না চুম্বন।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় মোর্শেদের সোহ্বতে থাকা চাই ঃ

আমি যখন উক্ত ছন্দটি পাঠ করিলাম, ইহার উত্তরে হযরত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন ঃ

مگر جلدی نہ گھوم جائے

অর্থাৎ মোর্শেদের সংসর্গ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়া চাই না।
আনন্দে হে মন নর্তন কর,
আস্তানার মৃত্তিকা চুম্বন কর,
কিন্তু জল্‌দি না-- পলায়ন কর।

কারণ, জনৈক ব্যক্তি এক রঞ্জককে (রংয়ের কারিকরকে) বলিল, ভাই,তুমি আমার চাদরখানা রং করিয়া দাও। কারিকর বলিল, কাপড় রঙ্গানোর জন্য বাহাত্তর ঘন্টা সময়ের দরকার। সে বলিল, তাহা ত সম্ভব নয়। কারণ, আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার রেল ছাড়িবে।তুমি আমাকে আগামীকল্যই দিয়া দাও। কারিকর বলিল, আগামীকাল আমি দিয়া দিতে পারিব। কিন্তু রং পাকা হওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারিব না।

তদ্রূপ, যাহারা যথোচিত সময়ের আগেই শায়খের সোহ্‌বত হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহাদের রংও কাঁচা থাকিয়া যায়। ফলে, তাহারা বিরূপ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, (নিস্‌বত মাআল্লাহ্‌ অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক যদি গভীর ও পরিপক্ক হইয়া যায় তবে তাহারা পরিবেশকে স্বীয় প্রভাবে প্রভাবিত করে, পরিবর্তন করিয়া নিজের রঙে তথা দ্বীনের রঙে রাঙাইয়া তোলে। যেমন হযরত খাজা সাহেব (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

আমি যেখানেই যাই, যেই পরিবেশেই যাই, হে আল্লাহ্‌ , সর্বত্র আমি তোমারই গুণকীর্তন করি, তোমারই মহিমা গাহিয়া বেড়াই। যেই মাহ্‌ফিলেই যাই, সব মাহ্‌ফিলকেই আমি তোমার রঙেই শুধু রাঙা দেখিতে পাই।

দেওয়ানা তোমার আমি যেখানেই যাই
মহিমা তোমারি শুধু গাহিয়া বেড়াই।
তোমারি রঙ্গেতে সবই রাঙা আমি পাই
হাজার হাজার মাঝে যেদিকে তাকাই।

যাক্‌, জিগর সাহেব যেই ছন্দ আবৃত্তি করিয়াছিলেন, আহা, প্রিয় বন্ধুগণ, ঐ ছন্দটি পাঠ করিয়া আমি এত মজা পাই যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ইন্‌শাআল্লাহ আপনারাও উহাতে মজা অনুভব করিবেন। জিগর সাহেব যখন আয়নার মধ্যে স্বীয় দাড়ি দেখিতে পাইলেন তখন আনন্দে বিভোর হইয়া এই ছন্দটি পাঠ করিলেন ঃ

چلو دیکھ آئیں تماشہ جگر کا
سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا

বন্ধুগণ, তোমরা সবাই জিগরের 'তামাসা' দেখিতে চল। শোনা যায় ঐ কাফেরটা নাকি মুসলমান হইয়া যাইতেছে।

আহা! জিগরের কী প্রাণ মাতাল করা এই ছন্দ! কত না প্রিয় এই ছন্দ!

এখানে প্রাণের আবেগে ভালবাসার পাত্রকে 'কাফের' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । যেভাবে প্রেমিকগণ প্রিয়জনকে যালেম, কাফের, দুষ্ট, ছলনাকারী ইত্যাদি বলিয়া থাকে। এখানে কবি বলিতেছেন যে, জিগরকে আজ কতনা ভালো লাগিতেছে! সুন্নতী দাড়ি জিগরকে আজ কেমন 'প্রিয়' করিয়া তুলিয়াছে! কেমন পেয়ারা ও আদুরিয়া দেখা যাইতেছে! নিঃসন্দেহে ইহা 'পেয়ারা নবী' ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সুন্নতের মহিমা, সুন্নতেরই বরকত।

আমার বন্ধুগণ, আমি বলিতেছিলাম যে, আল্লাহ্ যাহাকে মহব্বত করেন, স্বীয় 'ভালবাসার পাত্র' রূপে নির্বাচন করেন, এই কায়েনাতের যার্‌রা যার্‌রা হইতে সে হেদায়েত লাভ করিতে থাকে। এ বিশ্বজগতের এক-একটি কণা তাহাকে মাওলার সন্ধান বলিয়া দেয়, মাওলার পরিচয় বাতলাইয়া দেয়। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি বিন্দু তাহাকে মাওলার দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকে, মাওলা পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য তাহাকে মাওলার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে।

পক্ষান্তরে, দুষ্কর্মের পরিণতিতে আল্লাহ্ যাহাকে মরদূদ করিয়া দেন, মসজিদের মধ্যে, খান্‌কার মধ্যে, এমনকি বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে থাকিয়াও সে মরদূদই থাকিয়া যায়, 'মক্‌বূল' হইতে পারে না।

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو

কা'বার মধ্যে তিনি বেদ্বীন-যিন্দীক্ সৃষ্টি করিতে পারেন। আবার মূর্তিগৃহে-মন্দিরেও তিনি তাহার আশেক্ ও 'সিদ্দীক' পয়দা করিতে পারেন। আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌ল্ কোথায় পয়দা হইয়াছিল? তাহার মা গর্ভবতী অবস্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করিতেছিল। ঐ হালতে ঐ কা'বা ঘরেই আবূ জাহল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার বিপরীতে হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক্‌কে আল্লাহ্‌পাক কোথায় পয়দা করিলেন? মূর্তির গৃহে, অর্থাৎ মূর্তিপূজারীর ঘরে। তাঁহার পিতা মূর্তিপূজক ছিলেন। অর্থাৎ কাফেরের খান্দানে কাফের পিতার ঔরসে তিনি তাহার 'সিদ্দীক' তৈয়ার করিতেছেন! অবশ্য পরে তাঁহার পিতাকেও আল্লাহ্‌পাক ঈমান গ্রহণের তওফীক দান করিয়াছিলেন। এবং দয়াময়ের সেই দয়ার দৃষ্টি পাইয়া এই খান্দান এমন এক অনন্য খান্দানে পরিণত হইয়াছে– যাহার চার পুরুষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাহাবী

হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। অর্থাৎ হযরত আবূবকর সিদ্দীক সাহাবী, তাঁহার পিতা সাহাবী, তাঁহার পুত্র (আবদুর্ রহ্‌মান) সাহাবী এবং তাঁহার নাতিও সাহাবী–রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম্ আজ্‌মাঈন্।

প্রিয় বন্ধুগণ, মাওলার কুদরতের কি লীলা-খেলা যে, শের্‌ক্-কুফরের গৃহে 'সিদ্দীক' পয়দা হইতেছে, আর কা'বা গৃহে পয়দা হইতেছে মরদূদ।

زادۂ آزر خلیل اللہ ہو
اور کنعان نوح کا گمراہ ہو

মূর্তিপূজক ও মূর্তিনির্মাতা আযরের পুত্র ইব্রাহীম 'খলীলুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু) হইতেছেন, আর হযরত নূহ্ আলাইহিচ্ছালাম-এর পুত্র কেন্‌আন গোমরাহ্ হইয়া যাইতেছে। কাফের পিতার সন্তান ইব্রাহীম পয়গাম্বর হইতেছেন এবং 'খলীলুল্লাহ' হইতেছেন। আর পয়গাম্বরের ঔরসের সন্তান কাফের হইয়া যাইতেছে। ইহা আল্লাহ্‌পাকের কুদরতের লীলাখেলা।

اہلیۂ لوط نبی ہو کافرہ
زوجۂ فرعون ہووے طاہرہ

হযরত লূত আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ্‌র নবী। আর সেই নবীর স্ত্রী কাফের। ওদিকে আল্লাহ্‌র দুশমন ফের্‌আউন। সেই ফের্‌আউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম এর উপর ঈমান আনিয়া অতি উচ্চ স্তরের পাক্কা ঈমানদারই শুধু নন, বরং এত বড় পয়গাম্বরের 'সাহাবিয়াহ্' হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করিলেন।

غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر
دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر

পর্‌কে তিনি আপন করেন, আবার আপনকে তিনি পর্ বানাইয়া দূরে সরাইয়া দেন। মসজিদকে তিনি মন্দির করেন, আবার মন্দিরকে তিনি মসজিদ করিয়া দেন। এ সবই তাঁহার সুমহান কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং রহস্য আর রহস্যে ঘেরা।

فہم سے بالا خدائی ہے تری
عقل سے برتر خدائی ہے تری

অতএব, হে মহান, হে সর্বশক্তিমান, আমরা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বীকার করিতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে, নিশ্চয়-নিশ্চয়ই আপনার খোদায়ী আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সকল বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতার নাগালের বাহিরে।

অতএব, হে মানুষ, এমন বে-নিয়ায আল্লাহ্ যিনি কাহারও ধার ধারেন না, তোয়াক্কা করেন না, যিনি কাহারও কোনরূপ মুখাপেক্ষী নন এমন বে-নিয়ায ও মহা শক্তিধরের এই শক্তিকে তোমরা ভয় কর। ভয় কর যে, বারংবার পাপ কিংবা লাগাতার পাপাচারের ধৃষ্টতার ফলে তাহার আযাব নাযিল না হইয়া যায়। মহা সহনশীল মা'বূদের সহনশীলতার গুণ যেমন অসীম, তেমনিভাবে শাস্তি দান ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতাও তাহার প্রচন্ড এবং অসীম।

তাই, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, মোমেনের ঐ মুহূর্তটি ভীষণ অভিশপ্ত-ও লা'নতগ্রস্ত যেই মুহূর্তটিতে সে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। যেমন, কোন না-মাহ্‌রাম নারীর প্রতি নজর করা, অথবা নিজের হালাল বিবিকে বাদ দিয়া কাহারও হারাম রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি করা। ('না-মহরাম' ঐ নারী বা ঐ পুরুষকে বলে যাহার সহিত পর্দা করা ফরয।) অনিচ্ছাকৃতভাবে কাহারও উপর যদি নজর পড়িয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নজর হটাইয়া নিবে এবং ভাবিবে যে, এই জগতে আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশী রূপসী আর কেহ নাই। আমার স্ত্রী আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সমগ্র বিশ্বে তাহার কোন নজীর নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এরূপ ধারণা করার কারণ বা প্রমাণ কি ? ইহার যৌক্তিকতা কি ?

মহব্বতের এক 'বুলন্দ মকাম' (উচ্চ স্তর)

ইহার প্রমাণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রতিটি জোড়া স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের তরফ হইতেই নির্ধারিত ও নির্বাচিত। অতএব, যেই বিবি আমার ঘরে আছে, আল্লাহ্‌পাকের দয়ার হাত আমাকে এই বিবি দান করিয়াছে। এত বড় বাদশার দয়ার হাতের দান। আর তাহার দয়া ও রহ্‌মতের হাত যেই নেআমত দান করে, অন্য কোন বস্তুই উহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। ইহা 'মহব্বতের মকাম'। এখানে আমি খোদাপ্রেমিকের প্রেমের নজর ও প্রেমের স্তর বর্ণনা করিতেছি। যেমন, হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) মজনূঁর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা লায়লার গলির একটি কুকুর দেখিতে পাইয়া মজনূঁর মনে এক ঝড় উঠিল এবং সে বলিতে শুরু করিল ঃ

ایں طلسمے بستۂ مولیٰ ست من
پاسبان کوچۂ لیلےٰ ست من

বন্ধুগণ, ঐ দেখ, ঐ দেখ, আমার লায়লার গলির প্রহরী ঐ কুকুর। আমার কাছে ইহা কত যে প্রিয়, কত না আদরণীয়! ইহা আমার মাওলার হাতে প্রস্তুতকৃত 'অতি আশ্চর্য এক যাদু'।

آں سگے کو گشت درکویش مقیم
خاک پایش بہ زشیران عظیم

যেই কুকুর আমার লায়লার গলিতে অবস্থান করে, তাহার পায়ের ধূলা আমার কাছে বড়-বড় সিংহের চেয়ে বেশী দামী।

آں سگے کو باشد اندر کوئے او
من بہ شیراں کے دہم یک موئے او

যেই কুকুর আমার লায়লার গলিতে থাকে, বড় বড় সিংহদেরকে আমি উহার একটি পশমও দিতে প্রস্তুত নহি। শত-শত সিংহকে আমি উহার একটি পশমের মূল্যও মনে করি না।

اے کہ شیراں مرسگانش را غلام
گفتن امکاں نیست خامش والسلام

হে দুনিয়াবাসী, শোন, শত শত সিংহ আমার প্রিয়জনের কুকুরের 'গোলাম' হইয়া গিয়াছে। স্বেচ্ছায় তাহারা প্রিয়র কুকুরের গোলামদের কাতারে শামিল হইয়াছে। কিন্তু, আমার এই সকল কথা তোমরা বুঝিতে পারিবে না। তোমাদেরকে বুঝাইয়া বলার মত কোন উপায় নাই। তাই, সকল বেবুঝ-বেসমঝদের প্রতি আমি সালাম আরয করিতেছি।

এই ঘটনার দ্বারা মাওলানা রূমী যাহা বুঝাইতে চান তাহা এই যে, 'নেস্‌বত' বা সম্বন্ধ বহুত বড় জিনিস। বড়র সহিত যে সম্বন্ধ রাখে সেও বড়, প্রিয়র সহিত যে সম্পর্ক রাখে সেও প্রিয়। হরম শরীফের একটি কুকুরও যদি তোমার গলিতে আসে তবে উহার খুব কদর করিও, সমাদর করিও। তুমি তখন ঐ কুকুরের প্রতি নজর করিও না বরং উহার সম্বন্ধের প্রতি নজর কর। ইহা দেখ যে, এই কুকুর কোথা হইতে আসিয়াছে। এই সকল ঘটনাবলীর অবতারণার দ্বারা মাওলানা রূমীর উদ্দেশ্য লায়লা-মজনূঁর গল্প বলা নয়, বরং এইসবের আলোকে আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি মহব্বতের আদব-এহ্তেরাম শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ হযরত মাওলানা কাসেম নানতবীর মধ্যে মহব্বতের শানঃ

একদা থানাভবনের রাস্তার ঝাড়ুদাতা এক হিন্দু মেথর নানূতা পৌঁছিল। মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, থানাভবন হইতে। বস্, এতটুকু শুনিতেই তিনি তাহার প্রতি আবেগে-অনুরাগে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন। তাহার জন্য খাটের ব্যবস্থা করাইলেন, চাদর বিছাইয়া দেওয়াইলেন, হেলান দেওয়ার জন্য কোলবালিশের ব্যবস্থা করাইলেন। অতঃপর বলিলেন, ভাই, শুইয়া কিছুক্ষণ আরাম করিয়া লও। অতঃপর আলুপুরি ইত্যাদি আনাইয়া যত্নের সহিত তাহাকে খুব খাওয়াইলেন। খুব সম্মান ও সমাদর করিলেন। ইহা দেখিয়া কেহ প্রশ্ন করিল, হযরত, একজন

মেথরকে আপনি এতটা সম্মান করিতেছেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের নজর 'মেথর'-এর উপর, আর আমার নজর ত এই বিষয়ের উপর যে, সে আমার পীর ও মোর্শেদ হযরত হাজী সাহেব (রঃ) এর শহর থানাভবন হইতে আসিয়াছে। হযরত নানূতবীর নজর ছিল হযরত হাজী সাহেবের নেস্‌বতের (সম্বন্ধের) উপর। আপনারাই বলুন, মদীনা মোনাওয়ারা হইতে কোন লোক আপনাদের এলাকায় আসিলে আপনাদের হৃদয়-মন কি আনন্দে ভরিয়া যাইবে না ? আপনারা কি তাহার প্রতি এক্‌রাম-এহ্‌তেরাম করিবেন না ? মনোপ্রাণ সব তাহার প্রতি কোরবান করিয়া দিবেন না? কেন ? —ইহা মহব্বতের বিষয়। মহব্বত মাহ্‌বূবের সব কিছুকেই মাহ্‌বূব বানাইয়া দেয়।

অতএব, দয়াময় আল্লাহ্‌ তাহার দয়ার হাতে যেই নেআমত দান করিয়াছেন উহাকে সর্বাপেক্ষা সমাদরণীয় জানিবে ও খুব কদর করিবে। আল্লাহ্‌পাক যেই বিবি তোমাকে দান করিয়াছেন তাহাকে দুনিয়ার সমস্ত নারীদের চেয়ে বেশী রূপসী ও সুন্দরী মনে করিবে। কারণ, আল্লাহ্‌পাক তাহার দয়া-মায়া ভরা হাতে এই বিবিকে তোমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাই ত তাহার ও তোমার জীবনকে একসূত্রে গাঁথিবার কাজ সম্পাদন করিয়াছে। —বান্দাসুলভ এরূপ গভীর অনুভূতি জাগাইয়া তোলার মত আর একটি ঘটনা শুনুন।

বান্দার জন্য বন্দেগীর সবক বা বান্দা সুলভ যিন্দেগীর শিক্ষা ঃ

হযরত খাজা হাসান-বস্‌রী (রঃ) একটি গোলাম খরিদ করিলেন। আসলে ঐ গোলামটি ছিল খাছ নেস্‌বত ওয়ালা, আল্লাহ্‌পাকের সহিত গভীর ও নিবিড় সম্পর্কওয়ালা, ওলীআল্লাহ্‌। একদা হযরত খাজা হাসান-বস্‌রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে গোলাম , তোমার নাম কি? সে বলিল, হুযূর, গোলামদের ত কোন নাম হয় না। মালিক যেই নামে ডাক দেয়, উহাই গোলামের নাম।--দেখুন, ঐ আল্লাহ্‌র ওলী এই আদব শিক্ষা দিতেছেন হযরত হাসান বসরীর মত ব্যক্তিকে– যিনি ছিলেন এক শত সাহাবীর সাক্ষাত ও সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জনকারী। অতঃপর তিনি বলিলেন, গোলাম, তুমি কি খাইতে পসন্দ কর ? গোলাম বলিল, হুযূর, গোলামের কোন নির্দিষ্ট খাদ্য হয় না। মালিক যাহা খাইতে দেন তাহাই গোলামের খাদ্য। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন ঃ তুমি কোন্

পোশাক পসন্দ কর? সে বলিল, হুযূর, গোলামের কোন পোশাক হয় না। মালিক যাহা পরিতে দেন উহাই গোলামের পোশাক। গোলামের এরূপ উত্তর শুনিয়া হযরত হাসান-বস্‌রী বেহুশ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে গোলাম, তোমাকে আমি আযাদ করিয়া দিলাম। গোলাম বলিল ঃ জাযাকাল্লাহ্-- আল্লাহ্ আপনাকে ইহার পুরস্কার দান করুন। তবে, আমাকে ইহা ত খুলিয়া বলুন যে, কোন্ আনন্দে আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, হায়! তুমি ত আমাকে আমার মনিব আল্লাহ্‌র বন্দেগী- আল্লাহ্‌র গোলামী শিখাইয়া দিয়াছ যে, তিনি যাহা খাইতে দেন তাহা খাও, যাহা পরিতে দেন তাহা পর, যেই বিবি দান করেন, তাহার উপর সন্তুষ্ট থাক। আল্লাহ্‌র খুশীর উপর খুশী থাকাই যে বান্দার বন্দেগী-এই শিক্ষা আমি তোমার নিকট অর্জন করিলাম এবং সেই আনন্দেই তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

নিজের স্ত্রীকে তুচ্ছ ও মামুলী মনে করিবেন না ঃ

বন্ধুগণ, বেহেশতের মধ্যে আমাদের স্ত্রীদেরকে হূরের চেয়ে বেশী রূপসী ও সুন্দরী করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, তাহারা রোযা করিয়াছে, নামায পড়িয়াছে। কিন্তু হূরেরা ত তাহা করে নাই। আল্লাহ্‌পাক তাহার এবাদতের নূরে ইহাদের চেহারা ভরিয়া দিবেন। ফলে, বেহেশতের মধ্যে ইহারা হূরদের চেয়ে অধিক সৌন্দর্যশীলা, অধিক রূপবতী হইবে। অধিক কান্তিমান, অধিক কমনীয়া ও অধিক আকর্ষণীয়া হইবে। ইহা হাদীসের কথা। রূহুল-মাআনী নামের তাফসীরের কিতাবের ২৭ তম খন্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় আম্মাজান হযরত উম্মে-সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হা কর্তৃক ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, নিজেদের স্ত্রীদেরকে হেয় ও তুচ্ছ জানিবেন না। অল্পদিনের জন্য ইহারা এখানে আমাদের কাছে আছে। ইহাদের শান্-শওকত, ইহাদের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের লীলা ত বেহেশতের মধ্যে দেখিবেন। অতএব, নিজ নিজ সঙ্গিনীদের উপর খুব সন্তুষ্ট থাকুন। যাহারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের প্রতি চোখ তুলিবেন না।

কেহ তোমাকে আসমান হইতে দেখিতেছে ঃ

হে বন্ধু, শোন, তুাম বাজারী চরিত্র হইওনা। রাস্তায় চলার সময় বাজারের মেয়েদের প্রতি উঁকি-ঝুঁকি মারা, দৃষ্টিপাত করা - ইহার নাম বাজারী চরিত্র। ইহা অভদ্র স্বভাব, নীচ স্বভাব। ইহারা 'ভদ্রমানুষ' নয়। ভদ্রস্বভাবী লোকেরা এহেন অভদ্র কর্ম করে না। নীচ কাজ নীচ স্বভাবীরাই করে। আল্লাহ্পাক ত বরাবর দেখিতেছেন, তারপরও এই দুঃসাহস ? কত বড় ধৃষ্টতা ? এই মর্মে আমার একটি ছন্দ আছে--

جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے

অর্থাৎ তুমি লুকাইয়া-ছাপাইয়া যাহা কিছুই করনা কেন, আসমান ইহতে একজন তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন।

যতই তুমি গুপ্ত ঘরে করছ জহর পান,

আকাশ হতে দেখ্ছে তোমায় সর্বশক্তিমান।

বন্ধুগণ, আমি বলিতেছিলাম, প্রত্যেকের স্ত্রীই তাহার জন্য মাওলার হাতের দান। দুনিয়ার কোন একটি যার্‌রা-একটি পাতাও আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত হেলিতে পারে না। তাহা হইলে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়াই কি এই বিবি তোমার হিস্সায় আসিয়াছে? --অতএব, অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়া লও যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই তুমি এই বিবি পাইয়াছ। যেমন, এক বুযুর্গ বলিতেছেন--

بہار من خزاں صورت گل من شکل خار آمد
چو از ایمائے یار آمد ہمی گیرم بہار آمد

আমার বসন্ত আসিয়াছে হেমন্তের বেশে, আমার ফুল আসিয়াছে কাঁটার রূপে। যেহেতু তাহা আমার আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা ও ইশারা মোতাবেক আসিয়াছে, তাই আমি ইহাই বিশ্বাস করিয়া নিয়াছি যে, আমার জন্য 'বসন্ত' আসিয়াছে এবং 'ফুল' আসিয়াছে। অতএব, আমার এই হেমন্তকেও আমি

বসন্তের মত সমাদর করি, কাঁটাকেও আমি ফুলের মত ভালবাসি এবং যত্ন করি। কারণ, তাহার 'পসন্দের' কারণে কাঁটাও আমার চোখে অতি 'পেয়ারা ফুল' লাগিতেছে।

কন্টকে আমি সোহাগ করি হায়
জানিয়া প্রিয় ফুল,
গলে হেমন্তের মাল্য দিয়াছি
কর্ণে পরাইয়াছি দুল।
বাসনারে আমি দিয়াছিনু বলি
তাহার খুশির তলে
নাচিব আমি, হাসিব, গাহিব
প্রিয়র দৃষ্টি তালে।
হেমন্তের মুখে চোখ রাখিয়া
সুখে যায় কি গো বুক ভরিয়া
বসন্ত গো তোমায় হেমন্তের রূপে
রাখিছে কেহবা ঢাকিয়া-ছাপিয়া।

বেহায়াপনা হইতে বাঁচিবার একমাত্র পথ ঃ

বন্ধুগণ, হৃদয় স্পর্শকারী এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করুন। তাই, খুব দৃঢ় মনে বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ্পাক যেই হালাল বিবি দান করিয়াছেন তাহার চাইতে বেশী রূপসী, বেশী কমনীয়া-মোহনিয়া সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একজন নাই। কাহার হাতের এই দান ? কত দয়াদ্র ও কত প্রিয় সেই হাত? সেই সম্বন্ধের কথা সর্বদা খেয়াল রাখিবেন। এই রি-ইউনিয়নের সড়কে-সড়কে ঘোরাঘুরিকারিণী উলঙ্গ নারীগণ হইতে বাঁচিয়া থাকার একমাত্র পথ ইহাই যে, অন্তরে এই ধ্যান যেন মযবূত ভাবে বসিয়া যায় এবং আল্লাহ্পাকের সহিত গভীর সম্বন্ধ কায়েম হইয়া যায়।

তাই, চোখের দৃষ্টি পরিবর্তন করিয়া ফেলুন। আসমানের উপর চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া লউন যে, যাহাকে আমি লাভ করিয়াছি, স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকই আমাকে তাহা দান করিয়াছেন।

'মর্যীয়ে মাওলা, আয্ হামা আওলা'-" মাওলার যাহা মর্যী তাহাই সবচেয়ে উত্তম।" বলুন, আপনার এই তুষ্টি দেখিয়া আল্লাহ্‌পাক কতনা সন্তুষ্ট হইবেন। আপনারই মেয়ে যদি রূপসী না হয় বা কম রূপসী হয়, সেই সঙ্গে খুব গরম মেযাজ ও ক্রুদ্ধস্বভাবী হয়, অথচ, জামাতা খুবই সুন্দর ও কান্তিময়। তখন আপনি কি ইহা কামনা করিবেন যে, জামাতা যেন তাহাকে মারধর করে, তাহার উপর যুলুম -অত্যাচার ও নির্যাতন করে ? নাকি ইহাই পসন্দ করিবেন যে, জামাতা তাহাকে আরামে-ইয্‌যতে রাখুক, তাহার সহিত সদাচার করুক ও মহব্বতের ব্যবহার করুক? জামাতা যদি তাহার সহিত খুব সদ্ব্যবহার করে, আদর যত্ন করে এবং আপনার মেয়ের সকল তিক্ত কথাবার্তা ও রুষ্ট আচরণসমূহ সহ্য করিয়া নেয় এবং সৌন্দর্যহীনতা বা রূপের কম্‌তির জন্যও কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য না করে--ইহাতে ঐ জামাতার প্রতি আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে ? মনেপ্রাণে তাহার প্রতি কিরূপ মায়া-মহব্বত লাগিবে? অন্তর হইতে কিরূপ দোআ আসিবে তাহার জন্য? মনে মনে ভাবিবেন, আমার জামাতা মিয়াকে কি 'হাদিয়া' (উপঢৌকন) দিব ? কোন্ সম্পত্তিটা তাহার নামে লিখিয়া দিব ? আরও বলিবেন,ছেলেটা কত ভাল! একদম ওলীআল্লাহ্! মোটকথা, এরূপ জামাতাকে আপনি আপনার মনের মনিকোঠায় স্থান দিবেন, অতীব স্নেহের পাত্র বলিয়া জানিবেন এবং সুদৃষ্টি, সমাদর ও ভালবাসার সকল দ্বার তাহার জন্য অবারিত থাকিবে।

বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌পাকও ঐ সকল বান্দাকে তাহার 'ওলী' এবং 'প্রিয় পাত্র' করিয়া নেন যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত সদাচার-সদ্ব্যবহার করে। যেই যমীন্‌ওয়ালা তাহার স্ত্রীর কটু কথা, রূক্ষ মেযাজ ও রূষ্ট আচার-ব্যবহার সহ্য করিয়াছে অথবা তাহার রূপহীনতা বা রূপের অভাবকে মানিয়া-বরণ করিয়া নিয়াছে এবং তাহার সহিত ভাল ব্যবহার, ভাল আচরণ করিয়াছে- ঐ আসমানওয়ালা তাহাকে এত বড় নেআমত এবং এত বড় নৈকট্য প্রদান করিয়াছেন যাহা দেখিয়া আসমানও তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর সহিত সদাচারের ফলে সর্বোচ্চ 'বেলায়েত' লাভ ঃ (বেলায়েত অর্থ, ওলীআল্লাহ হওয়া. ওলীর স্তর লাভ করা)

হযরত শাহ্ আবুল হাসান খের্কানী (রঃ) এর বিবি অত্যন্ত কটুভাষী ও রূক্ষস্বভাবী ছিলেন। এক ব্যক্তি হযরত শাহ্ সাহেবের হাতে বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে সুদূর খোরাসান হইতে খেরকানে আগমন করিল এবং তাঁহার বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ হযরত কোথায় আছেন? 'হযরত' শব্দটি শুনিতেই বিবির গায়ে আগুন ধরিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, কে তুমি "হযরত-হযরত" শুরু করিয়া দিয়াছ ? অথচ, দিবারাত আমি তাহার সঙ্গেই ত বসবাস করিতেছি। না না, সত্যই তিনি খুব 'বড় হযরত'! বরং ডবল হযরত! --ইহা লোকসমাজের প্রচলিত একটি কথা। কোন দুষ্ট-দুরাচার ভাঁওতাবাজ সম্বন্ধে এরূপ বলা হইয়া থাকে যে, ইনির ব্যাপারে সকলে খুব সাবধান থাকিবেন। কারণ, ইনি 'বড় হযরত' --'বড় ওস্তাদ'।

হুযূরের বিবির এহেন উক্তি শুনিয়া আগন্তুকের বড় আক্ষেপ হইল। সে কাঁদিতে লাগিল এবং মহল্লাবাসীর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া বলিল, আমি শত শত মাইল অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছি হযরতের হাতে মুরীদ হইয়া আল্লাহ্র মহব্বত ও মা'রেফাত হাসিল করিবার জন্য। অথচ, স্বয়ং তাঁহার স্ত্রীই বলিতেছেন যে, ইনি কোন বুযুর্গ তো ননই, বরং একটা ভাঁওতাবাজ লোক। উত্তরে মহল্লার গণ্যমান্যরা বলিলেন, ও মিয়া, তুমি অবোধের মত কাজ করিও না। তুমি স্ত্রীলোকের সনদ লইতে যাইও না। স্ত্রী সাহেবা কাহাকেও স্বামীর পক্ষে 'সনদ' দিয়া দিবেন – তাহা কল্পনা করাও তো দুরূহ ব্যাপার। তুমি অমুক জঙ্গলে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া তাঁহার কারামত ও বুযুর্গী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।

লোকটি জঙ্গলে পৌঁছিয়া দেখিল হযরত শাহ্ সাহেব সিংহের পিঠে সওয়ার হইয়া আগমন করিতেছেন। তিনি ইহা বুঝিয়া ফেলিলেন যে, লোকটি বাড়ী হইতে বিবি সাহেবার কটুক্তির ছুরিকাঘাতে জর্জরিত হইয়া আসিতেছে। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতা, বিবির কটু মেযাজ ও কটু ব্যবহার সহ্য করার বরকতেই ত বনের নর সিংহ আজ আমার বেগার খাটিতেছে। আমি তাহাকে আমার 'আল্লাহ্র বান্দী' মনে করিয়া তাহার সহিত জিন্দেগী কাটাইয়া যাইতেছি। উহার বদৌলতে আল্লাহ্পাক আমাকে এই 'কারামত' (অলৌকিক

শক্তি) প্রদান করিয়াছেন। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমি যদি তাহাকে তালাক দিয়া দিই তাহা হইলে পরবর্তীতে সে আমার কোন মুসলমান ভাইকে জ্বালাতন করিবে। তাই, আল্লাহ্পাকের এক বান্দী ভাবিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে লইয়া সংসার করিয়া যাইতেছি। 'সে আমার বিবি'--এই কথার প্রতি আমি খুব কমই খেয়াল করি। বরং সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে এই খেয়ালই প্রবল থাকে যে, 'সে আমার আল্লাহ্পাকের বান্দী'। 'আমার বিবি' ভাবার চাইতে 'আমার মাওলার বান্দী' কথাটাই আমি বেশী মনে রাখি। এবং সেই খেয়াল বশতঃ সর্বদা আমি তাহার সহিত সুন্দর ও উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকি।

শাহ্ সাহেব যেই উত্তর প্রদান করিয়াছেন, মাওলানা রুমী তাঁহার মস্নবী শরীফে উহাকে একটি ছন্দের আকারে পেশ করিয়াছেন। হায়! আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) যখন আমাকে মসনবী শরীফ পড়াইতেন, তখন মাওলার প্রেমের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তিনি এক-একটি ছন্দ পাঠ করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে আপনারা আমার মসনবী শরীফের সনদও শুনিয়া নিন। আমি মসনবী পড়িয়াছি হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ)এর নিকট। তিনি পড়িয়াছেন হাকীমুল উম্মত-মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর নিকট। এবং তিনি পড়িয়াছেন 'শায়খুল আরব-ওয়াল্ আজম' হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) এর নিকট। তাই, মসনবী শরীফের যেই ব্যাখ্যা আমি পেশ করিয়া থাকি তাহা আমাদের এই সকল বুযুর্গগণেরই ফয়েয মাত্র।

শাহ্ সাহেবের এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় আমার মোর্শেদ (রঃ) মসনবীর এই ছন্দটি পাঠ করিতেন যে, হযরত শাহ্ আবুল হাসান খেরকানী (রঃ) বলিলেন-

گر نہ صبرم می کشیدے بار زن
کے کشیدے شیر نر بیگار من

ধৈর্যের পাহাড় হইয়া স্ত্রীর যাবতীয় জ্বালাতন ও নির্যাতন যদি আমি বরদাশত না করিতাম তাহা হইলে বনের সর্বাধিক ভয়ঙ্কর জীব এই নর সিংহ কস্মিনকালেও কি আমার বেগার খাটিত? নিজের পিঠে সে আমাকেও বহন করিতেছে,আমার লাকড়ীর বোঝাও বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বনের রাজা

আজ অতি অনুগত এক প্রজা হইয়া এভাবে এক বেতনবিহীন শ্রমিকের মত কাজ করিতে এত সহজেই কি বাধ্য হইয়াছে ?

ঐ মহিলার সকল জ্বালাতন ছবরের সহিত সহ্য করার বিনিময়েই আজ আল্লাহ্ আমাকে এই 'কারামত' প্রদান করিয়াছেন।

অতি উচ্চ স্তরের বুযুর্গ হযরত মির্যা মায্হার জানে-জানাঁ (রহ.) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনাঃ

আল্লাহ্পাক হযরত মির্যা মাযহার জানে-জাঁনা (রঃ) এর অন্তরে এল্হাম করিলেন যে, হে মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ, দিল্লীতে একটি মেয়েলোক আছে, রোযা-নামায সবই করে, কোরআন তেলাওয়াতও করে, কিন্তু সে বড়ই দংশনকারিণী। উগ্র মেযাজ, ক্রুদ্ধ স্বভাব, কটুভাষিণী। তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লও। কারণ, তুমি হইতেছ সম্পূর্ণতঃই তাহার বিপরীত চরিত্রের মানুষ— নাযুক মেযাজ, কোমল স্বভাব, তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন। একবার এক বাদশাহ তোমার দরবারে আসিয়া পানি পান করার পর পেয়ালাটি সুরাহীর মুখে আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তোমার মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়া গেল। লেপের ফিতা ট্যেড়া-বাঁকা হইলেও তোমার মাথায় ব্যথা করে। দিল্লীর জামে মসজিদে যাতায়াতের সময় রাস্তার মধ্যে কাহারও এলোপাতাড়িভাবে পড়িয়া থাকা খাট-পালঙ্কের উপর নজর পড়িয়া গেলেও তোমার মাথা ব্যথা হয়। যেহেতু তুমি এত বেশী নাযুক-মেযাজ, তাই তোমার মেযাজের এই নাযুকতা দূর করার জন্য প্রতিকার স্বরূপ তুমি ঐ মহিলাকে বিবাহ কর। যদি তুমি তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও তাহা হইলে উহার বিনিময়ে আমি তোমাকে এক 'বিরাট নেআমত' দান করিব এবং সমগ্র বিশ্বে তোমার মক্বূলিয়াত ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বাজাইয়া দিব।

হযরত জানে-জানাঁ মহান মালিকের ইশারা মোতাবেক সেখানে গেলেন এবং বিবাহ করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। আর কি, এখন সকাল-সন্ধ্যা 'নিমপাতার রস মিশ্রিত করলা' ভক্ষণ করিতেছেন! দিবারাত তিতা আর তিতা গিলিবার পালা। একদা এক কাবুলী পাঠান হযরতের খানা আনার জন্য তাঁহার বাসায় গেল এবং বলিল ঃ হযরতের খানা দিন। বিবি সাহেবা

রাগতঃকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, কে তুমি এখানে 'হযরত হযরত' চীৎকার শুরু করিয়াছ ? খুব চিনি আমি তোমার হযরতকে! এহেন উক্তি শুনিয়া পাঠান ত গোস্বার চোটে ছোরা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার হুশ ফিরিল। বলিল, মুহ্তারামা, শুনুন, আপনি আমার হযরতের বিবি। অন্যথায় এই মুহূর্তেই আপনাকে আমি এই ছুরি মারিয়া দিতাম।

অতঃপর ফিরিয়া গিয়া স্বীয় মোর্শেদকে বলিল, হযরত, আপনি এ কেমনতর এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আরে শোন, ইহার উপর ছবরের বরকতেই ত আজ আমার ডঙ্কা বাজিতেছে।

বন্ধুগণ, দেখুন যে, তাহার সেই ডঙ্কা কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিখ্যাত ফকীহ্, সুপ্রসিদ্ধ ফত্ওয়ার কিতাব 'ফাতাওয়া শামী'র লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) এবং শ্রেষ্ঠতম তাফ্সীর রূহুল মাআনীর লেখক আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী (রঃ) তাঁহারই খলীফার খলীফার হাতে বায়আত হইয়াছিলেন। হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ)এর খলীফা ছিলেন শাহ্ গোলাম আলী ছাহেব (রঃ) । তাঁহার খলীফা ছিলেন মাওলানা খালেদ কুর্দী (রঃ)। আল্লামা শামী ও আল্লামা আলূসী (রঃ) এই হযরত খালেদ কুর্দীর হাতেই বায়আত হইয়াছিলেন। এভাবে সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া হযরতের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়াছে।

আমি বলিতেছিলাম যে, আমি আমার শায়খের সহিত প্রাইভেট কার যোগে জেদ্দা হইতে মক্কা শরীফে যাইতেছিলাম। কিন্তু দেখুন কথা কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আসলে আমি কোন বক্তা নই। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কোন বয়ান করিতে পারি নাই। আমি যেন একটা বোবা ছিলাম, কিছুই বলিতে পারিতাম না। আমি এত অক্ষম ছিলাম যে, চেষ্টা করিয়াও বয়ান-বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমার সঙ্গী-সাথীগণ যখন বয়ান করিতেন, আমি তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, আর মনে মনে আক্ষেপ করিতাম। চল্লিশ বৎসর পর আমার মোর্শেদের কারামতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আমি বয়ান করার তওফীক লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্পাক আপন রহমতে আমাকে এমন এমন কথা বলা নসীব করুন যাহা আমার জন্য এবং এই উম্মতের জন্য কল্যাণময় হয় এবং উপকারী হয়। আমীন।

আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা অন্তরের শান্তি লাভের একটি আশ্চর্য উদাহরণ ও এক বিরাট এল্‌ম্ ঃ

যখনই ঐ কারের গ্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে কারের ভিতর বিল্‌কুল ঠান্ডা হইয়া গেল। তখন হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌পাক এই মুহূর্তে আমাকে এক বিরাট এল্‌ম্ দান করিয়াছেন। তাহা এই যে, যাহারা আপন অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকিরের এয়ারকন্ডিশন তো চালাইতেছে কিন্তু চক্ষুর গ্লাস বন্ধ করে না, কানের গ্লাস বন্ধ করে না, --মোটকথা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, আঘ্রাণশক্তি (নাক), আস্বাদনশক্তি (জিহবা), স্পর্শণশক্তি (ত্বক) – এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর তাক্‌ওয়ার গ্লাস (অর্থাৎ খোদার ভয় ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকার গ্লাস) লাগাইয়া উহাকে বন্ধ করিয়া রাখে না, তাহাদের অন্তরের মধ্যে ঐ শান্তি লাভ হয় না যাহা 'কামেল যিকির'এর বরকতে আল্লাহ্‌পাকের সত্যিকার আওলিয়াদের অন্তরে নসীব হইয়া থাকে। (কামেল যিকির অর্থ ঃ আল্লাহ্‌পাককে রাযী-খুশী করার জন্য যেভাবে মনে-মুখে যিকির করা হয় এবং তাহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলা হয়, তদ্রূপ, তাহার নারাযি–অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচার জন্য তাহার নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতেও বিরত থাকা।)

যিক্‌রুল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ উপকারিতা লাভ তাক্‌ওয়ার উপর নির্ভরশীলঃ

আল্লাহ্‌র যিকিরের এয়ারকন্ডিশন দ্বারা অন্তরে যে শান্তি, স্বস্তি, স্থিরতা, প্রফুল্লতা ও আরাম লাভ হয়– এই হতভাগারা সেই নেআমত হইতে বঞ্চিত থাকে। তাই, হযরত মোর্শেদ বলিলেন, যেদিন ইহাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের উপর তাক্‌ওয়ার গ্লাস লাগিয়া যাইবে– অর্থাৎ যেদিন তাহাদের এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ্ ছুটিয়া যাইবে সেদিন ইহাদের মুখ হইতে যখন একবার মাত্র 'আল্লাহ্' বাহির হইবে, যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত তখন শান্তির এয়ারকন্ডিশন হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, বলুন, ইহা কত বড় এল্‌ম্ ও মারে'ফাতের কথা।

গাড়িটি ছিল নতুন। এয়ারকন্ডিশন নতুন। কিন্তু গ্লাস খোলা থাকার দরুন উহার পূর্ণ উপকার লাভ হইতেছিল না। তদ্রূপ, যদি কেহ আল্লাহ্‌র যিকিরের পাশাপাশি পাপাচারে লিপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার অন্তরের জানালার গ্লাস খুলিয়া দিতেছে। যদ্দরুণ বাহিরের গরম হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ফলে, তাহার অন্তরে পূর্ণ শান্তি হাসিল হইতেছে না।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কাহারও কোন গুনাহ্ আপাততঃ ছুটিতেছে না দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়া সে যিকিরই ত্যাগ করিয়া দিবে। খবরদার! কখনও এমন করিবে না। গুনাহ্ যদি না ছুটে, তবে আল্লাহ্‌র যিকিরও তুমি ছাড়িবে না। একদিন এই যিকিরই তোমার গুনাহ্ ছাড়াইয়া দিবে। একদা হুযূর পোর্‌নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম–এর নিকট আরয করা হইল যে, অমুক লোকটি তাহাজ্জুদও পড়ে, আবার চুরিও করে। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহার নামায তাহার চুরির উপর বিজয় লাভ করিবে। (অর্থাৎ শীঘ্রই একদিন আসিবে যখন এই নামাযের বরকতে তাহার চুরির অভ্যাস অবশ্যই ছুটিয়া যাইবে।)

তাই, বলিতেছি, যাহারা আল্লাহ্‌র যিকির করিতেছেন, দৃঢ় মনোবলের সহিত পাপাচার পরিহার করার জন্য আপনারা পূর্ণ হিম্মত-পূর্ণ শক্তি দিয়া চেষ্টা করুন --- যাহাতে মাওলার যিকিরের পূর্ণ স্বাদ ও পূর্ণ ফায়দা পাইতে পারেন। হৃদয়ে এই এয়ারকন্ডিশনের পরিপূর্ণ শান্তি ও শীতলতা লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গুণাহ্ না ছুটে, নেক্ কাজ সমূহ বরাবর করিয়া যাইবেন। গুণাহ্ ছুটে না বলিয়া নেক কাজ ছাড়িয়া দিবেন না। মন্দ যদি না ছুটে তবে শুভ কাজও আপনি ছাড়িবেন না। যিকির ও ইবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে থাকুন। ইন্‌শাআল্লাহ্, ইহার বরকতে একদিন আসিবে যখন সমস্ত গুণাহ্ই ছুটিয়া যাইবে। তবে শর্ত হইল, যথা নিয়মে গুনাহ্ বর্জনের জন্য পূরাপূরিভাবে চেষ্টা-তদ্বীর করিয়া যাইবে। অর্থাৎ রীতিমত মোর্শেদ কিংবা মোছ্‌লেহ্‌কে অবহিত করিতে থাকিবে যে, যিকির, এশরাক, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি সত্ত্বেও আমি গুণাহে আক্রান্ত আছি। যেমন কোন মেয়েলোক দেখা গেলে তাহার প্রতি নজর না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। ইহা অসম্ভব যে, কোন মেয়েলোক আমার সম্মুখ দিয়া যাইবে আর আমি তাহাকে দেখিব না। অবস্থা জানার পর মোর্শেদ প্রতিকারও বাতলাইবেন এবং আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কান্নাকাটিও করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁহার দোআর বরকতে একদিন না একদিন তওবা নসীব হইয়া যাইবে।

বেলায়েত-এর বুনিয়াদ তাক্ওয়া ঃ

('বেলায়েত' অর্থ, ওলীআল্লাহ্ হওয়া, আল্লাহ্পাকের দোস্ত হওয়া। আর তাকওয়া অর্থ,শরীঅতের বাধ্যতামূলক সকল আদেশাবলী পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার নিষেধাবলী বর্জন করা।) -বন্ধুগণ, হযরতের উপরোক্ত বাণীর মধ্যে আমরা মূল্যবান একটা সবক পাইলাম যে, যিক্রুল্লাহ্র সহিত তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে হইবে। বেলায়েতের বুনিয়াদ নফল এবাদত-বন্দেগী নয়, বরং তাক্ওয়াই উহার বুনিয়াদ। তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর বেলায়েতের ইমারত তৈরী হয়। মনে করুন, একটি লোক কোন নফল নামায পড়ে না, কোন নফল আমল করে না, শুধুমাত্র ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মোআক্কাদা কাজগুলি পালন করে, কিন্তু সে একটি গুণাহ্ও করে না- তবে, অবশ্যই এই লোকটি ওলীআল্লাহ্। ইহার দলীল পাক কোরআনের এই আয়াত শরীফ--

إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

"কেবলমাত্র মোত্তাকীগণই আল্লাহ্পাকের ওলী। যাহাদের মধ্যে তাক্ওয়া নাই, কস্মিনকালেও তাহারা আল্লাহ্র ওলী নয়।"

তাই, যেহেতু এই লোকটি মোত্তাকী, অতএব, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্র ওলী।

অনবরত পাপে লিপ্ত লোক ওলীআল্লাহ হইতে পারে নাঃ

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাতভর তাহাজ্জুদ পড়ে, দিনভর কোরআন তেলাওয়াত করে, প্রতি বৎসরই হজ্জ-ওম্রা করে, কিন্তু কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বিরত হয় না, কুদৃষ্টি করে, গান শুনে, গীবত করে- এই ব্যক্তিটি ওলীআল্লাহ্ কিছুতেই নয়। এত এত হজ্জ-ওমরা এবং তাহাজ্জুদ সত্ত্বেও সে ফাসেক্। যে ব্যক্তি গুণাহ্ করে, শরীঅতে তাহাকে ফাসেক বলা হয়। ফাসেকী ও বেলায়েত একত্রিত হইতে পারে না। আর এক ব্যক্তি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মোআক্কাদাহ্ আদায় করে, কিন্তু সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের সঙ্গে থাকে, অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রাখে, কোন সময় গুণাহ্ করে না- এই ব্যক্তি মোত্তাকী, এই ব্যক্তি ওলীআল্লাহ্। ইহা ভিন্ন কথা যে, যাহারা ওলীআল্লাহ্ হন তাঁহারা নফলও অবশ্যই পড়েন।

তাঁহারা ত সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌র স্মরণে-আল্লাহ্‌র মহব্বতে বেচাইন থাকেন। আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত কোন ক্রমেই তাঁহাদের শান্তি লাগে না, আরাম লাগে না। আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) বলেন, যাহারা মাওলার যিকিরের স্বাদ পাইয়া গিয়াছে, সর্বদা সর্বত্র মাথা হইতে পা পর্যন্ত– আপাদমস্তক তাহারা আল্লাহ্‌র যিকিরের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। কোনও অঙ্গের দ্বারা কোন প্রকার গুণাহ্ হইতে দেয় না। কারণ, আল্লাহ্‌র যিকিরের মূল শিক্ষা ও আসল নির্যাসই হইল আল্লাহ্‌র নাফরমানী পরিহার করা। আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে হইলে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।

যিকির দুই প্রকারঃ ইতিবাচক যিকির ও নেতিবাচক যিকির ঃ

আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ দুই প্রকারঃ ইতিবাচক যিকির ও নেতিবাচক যিকির। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দুইটি পথ রহিয়াছে ঃ

এক নম্বর, ইতিবাচক স্মরণ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশাবলী পালন করা। দুই নম্বর– সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করা। যদি আমরা আদেশাবলী পালন করি তবে ইহা হইতেছে 'যিক্‌রে মোছ্‌বাত' বা ইতিবাচক স্মরণ। যেমন নামাযের সময় হইল, আমরা নামায পড়িয়া নিলাম। আর গুণাহ্ ত্যাগ করা 'যিক্‌রে মান্‌ফী' বা নেতিবাচক স্মরণ। যেমন কোন না-মাহ্‌রাম মেয়েলোক সামনে আসিয়া গেল, তখন নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিলাম। স্মর্তব্য যে, কোন সময় এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে মওকার সদ্ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্‌পাকের সহিত প্রেমিক সুলভ তাজা তাজা ভাব বিনিময় করিয়া লইবে যে, আয় আল্লাহ্, চক্ষুর দ্বারা যেই স্বাদ আমি আস্বাদন করিতাম সেই স্বাদ আমি তোমার জন্য বিসর্জন করিলাম, অতএব, ইহার বিনিময়ে তুমি আমাকে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করাইয়া দাও। বন্ধুগণ, এই মর্মে আমার একটি ছন্দ মনে পড়িয়া গেল—

جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے
جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے

আসিল যবে সম্মুখে সে জন

বনিলাম অন্ধজন,

সরিয়া গেলেই সম্মুখ হতে

আমি সে-দৃষ্টিমান।

আল্লাহ্‌পাক যাহাকে দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন সে যদি সম্মুখে আসিয়া যায় তখন আমি অন্ধ হইয়া যাই। অর্থাৎ দৃষ্টি নীচু করিয়া ফেলি।

তবে কোন গাড়ী চালক ঐ সময় চক্ষু বন্ধ অথবা দৃষ্টি নীচু করিবে না। তাহার জন্য দৃষ্টি নীচুর হুকুম এই ক্ষেত্রে মাফ। কারণ, চালকের কর্তব্যই হইল সম্মুখে নজর রাখা। তাই সে বরাবর সম্মুখে নজর রাখিবে। কিন্তু অহেতুক ভাবে এদিক সেদিক দেখিবে না। তারপরও (আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও) নফ্‌ছ প্রয়োজনীয় দৃষ্টির কোণা-কিনারা দিয়াও কিছু চুরি করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ উহা মাফ হইয়া যাইবে। তওবা করিয়া লইবেন যে, আয় আল্লাহ্, আমি ত সম্মুখে নজর রাখিয়াছি, ইচ্ছাকৃতভাবে কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। তবুও আমার নফ্‌ছ চুরি করিয়া যাহা কিছু হারাম স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে, দয়া করিয়া আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। কারণ, এই হালতে-এই মুহূর্তে ইহার উপর আমার কোন এখতিয়ার ছিল না। কারণ, যদি আমি দৃষ্টি নীচু করিতাম তাহা হইলে কোন সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার আশংকা ছিল।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) উম্মতের এছ্‌লাহের উদ্দেশ্যে একটি কল্পিত দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলিতেছেন যে, মনে করুন, একজন খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালা তস্‌বীহ্‌ পড়িতে পড়িতে রাস্তা অতিক্রম করিতেছে। শারীরিক ভাবে সে খুবই দুর্বল। হঠাৎ করিয়া বলিষ্ঠ দেহের এক রূপসী নারী কুমতলবে তাহার প্রতি নজর করিল। অতঃপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল এবং তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, মৌলবী সাহেব! হে পরহেযগার সাহেব! তোমরা কিনা নারীগণ হইতে চক্ষু বাঁচাইয়া চল ? এখন দেখিব, কিভাবে তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পার ? অতঃপর সে পূর্ণ শক্তি দিয়া তাহার চক্ষু দুইটি খুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখ, আমাকে দেখ। হযরত থানবী বলেন, সত্যই যদি সে আল্লাহ্‌র ওলী হইয়া থাকে, সত্যই যদি আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে তাহার গভীর সম্পর্ক থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে তাহার চক্ষুর জ্যোতির (দৃষ্টিশক্তির) গতির উপর আল্লাহ্‌র আয্‌মত ও

মহত্বকে বিজয়ী করিবে, আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র প্রতাপকে সে তখনও উচ্চে রাখিবে। সে গভীর ও তীক্ষ্ণ নজর করিবে না। বরং আন্তরিক অস্বস্তিবোধ ও অমনোযোগের সহিত উপরে-উপরে ভাসা ভাসা ভাবেই শুধু দৃষ্টি করিবে-- যাহা তখন তাহার ক্ষমতারও বাহিরে। বন্ধুগণ, বলুন, এরূপ হেদায়াতের বাণী, এরূপ গভীর খোদাভীতির কথা কাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে ? এরূপ কথা আল্লাহ্‌র বড় বড় আওলিয়াগণই কেবল বয়ান করিতে পারেন-- যাঁহারা এই পথের দুর্গম ঘাঁটি সমূহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন-- যাঁহারা এত গভীর ও এত উচ্চ মানের ঈমানের অধিকারী হইয়াছেন।

স্মারকথা এই যে. বেলায়েত ও আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের মূল ভিত্তি হইতেছে তাক্‌ওয়া- অর্থাৎ সর্বপ্রকারের গুণাহ্ বর্জন করা। বলুন, এয়ারকন্ডিশনওয়ালা উদাহরণের দ্বারা এই শিক্ষা—এই উপদেশ লাভ হইল কি না ? কাহার উপদেশ ইহা ? হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাতের খলীফা এবং সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম—এর উপদেশ- যাঁহার সম্পর্কে স্বয়ং তাঁহার ওস্তাদ হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রঃ) বলিয়াছিলেন যে, মাওলানা আবরারুল হক সাহেব যখন আমার নিকট আবূদাঊদ শরীফ পড়িতেন তখন হইতেই তিনি 'ছাহেবে নেছ্‌বত' (ওলীআল্লাহ্)। তাঁহার এই মন্তব্য 'মাশাহীরে ওলামায়ে মাযাহেরুল উলূম' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রিয় বন্ধুগণ, দেখুন, হযরত কি চমৎকার নসীহত করিয়াছেন যে, এয়ারকন্ডিশনের উপকার তখন লাভ হইবে যখন গ্লাস লাগাইয়া দেওয়া হইবে। প্রাইভেট গাড়ীর চারিদিকে ৪টি গ্লাস থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে মোট গ্লাস পাঁচটি ঃ দৃষ্টিশক্তি (দেখিবার শক্তি--চক্ষু), শ্রবণ শক্তি (শুনিবার শক্তি--কান), আঘ্রাণশক্তি (শুঁকিবার শক্তি --নাক), আস্বাদন শক্তি (স্বাদ গ্রহণের শক্তি-জিহবা), স্পর্শন শক্তি (ছুঁইবার ও ধরিবার শক্তি-ত্বক-পূর্ণ দেহ)। তাই, যিকিরের পূরা ফায়দা তখন হাসিল হইবে যখন এই পঞ্চ পথের উপর আল্লাহ্‌র ভয়ের গ্লাস লাগানো হইবে। অর্থাৎ এই পঞ্চশক্তির দ্বারা যদি আল্লাহ্‌পাকের মর্যী বিরোধী কোন কাজ না হয় তখন বুঝিবে যে, তাক্‌ওয়ার গ্লাস লাগিয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে যখন তুমি আল্লাহ্‌পাকের যিকির করিবে তখন একবার যদি মুখ হইতে 'আল্লাহ্' বাহির হয় উহাতেই তুমি এত মজা পাইবে যে, জান্নাতের চেয়েও বেশী মজা অনুভব হইবে। যেই বান্দা তাক্‌ওয়ার উপর থাকে,

আল্লাহ্পাকের নাম লওয়ার দ্বারা এই যমীনের উপরেই সে জান্নাতের চেয়ে বেশী মজা পাইয়া যাইবে। —ইহার দলীল-প্রমাণও আমি পেশ করিব।

আল্লাহপাকের যিকিরের লয্যত অতুলনীয়ঃ

উহার দলীল এই যে, জান্নাত হইল একটি মাখ্লূক বা সৃষ্ট। ইহা আগে ছিল না, আল্লাহ্পাক ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ইহা মাখ্লূক ও এক নতুন জিনিস। আর আল্লাহ্পাক হইলেন খালেক্ (স্রষ্টা)। তিনি অনাদি, অনন্ত। তাঁহার অস্তিত্ব চিরন্তন, চিরস্থায়ী। বলুন, খালেকের লয্যত কি মাখলূকের মধ্যে পাওয়া সম্ভব? জান্নাত তো খালেক নয় বরং মাখ্লূক। তাই, ঐ মহান আল্লাহ্র নামের মধু, ঐ নামের অমীয় স্বাদ কোন মাখ্লূকের মধ্যে কিভাবে মিলিতে পারে ? অথচ তিনি নিজেই বলিতেছেন--

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থাৎ "আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ নাই- কোন সমতুল্য নাই।"

কোন বস্তুই যখন আল্লাহ্র সমতুল্য নয় তবে তাহা আল্লাহ্র নামের সমতুল্য হইবে কিরূপে ? আমার একটি উর্দু ছন্দ আছে ঃ

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے
عاشقوں کا مینا اور جام ہے

হায়, 'আল্লাহ্' নাম কেমন প্রিয় নাম! আল্লাহ্র আশেকদের জন্য ইহাই সুরা এবং ইহাই সুরার পেয়ালা। এই পেয়ালা মুখে তুলিতেই প্রেমিক হৃদয় মধুর শরাবে আত্মহারা হইয়া যায়।

আল্লাহ্-আল্লাহ্ নামটি তাহার কী যে প্রিয় নাম
আশেককুলের মধুর শরাব, ব্যাকুল করা নাম।

এল্‌মের দ্বারা উপকৃত হওয়া ও উপকৃত করার একটি দৃষ্টান্তঃ

এখন আর একটি ঘটনা শুনুন। মক্কা শরীফ পৌছিতে যখন আর মাত্র তিন মাইল অবশিষ্ট আছে তখন সেই প্রাইভেট গাড়ীটি যাহাতে চড়িয়া আমি আমার শায়খের সহিত মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম--পেট্রোল লওয়ার জন্য মালিক উহাকে পেট্রোল পাম্পে থামাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে একটি তেলের ট্যাঙ্কার আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল যাহা দশ-বার হাজার গ্যালন পেট্রোল বহন করিয়া নিয়া যাইতেছিল। ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার বলিল ঃ আমার ট্যাঙ্কারে পেট্রোল দিন। কারণ, ইঞ্জিনে পেট্রোল নাই। তাই ইহা আর চলিতে পারিতেছে না। অতঃপর হযরত বলিতে লাগিলেন, দেখ, এখানে আর একটি শিক্ষা গ্রহণ কর। এই ট্যাঙ্কারের পিঠে দশ-বার হাজার গ্যালন পেট্রোল মওজুদ থাকা সত্ত্বেও উহা চলিতে পারিতেছে না। কারণ, উহার ইঞ্জিনে পেট্রোল নাই। তদ্রূপ, যে সকল আলেম-ওলামা নিজের ভিতরকে নূরান্বিত করেন না, আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বতে গিয়া আল্লাহ্‌র খওফ্‌ ও আল্লাহ্‌র মহব্বতের (আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসার) পেট্রোল অন্তরের ইঞ্জিনে হাসিল করেন না, তাঁহাদের এল্‌ম্‌ তাঁহাদের পিঠের উপরে রাখা আছে। উহা দশ হাজার গ্যালন পরিমাণ হইলেও না নিজে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিতেছেন, না অন্যদের উপকার সাধন করিতে পারিতেছেন। যেভাবে পেট্রোলবাহী ট্রাক বা ট্যাঙ্কার নিজেই চলিতে পারিতেছে না উহার ইঞ্জিনে পেট্রোল না থাকার ফলে, অনুরূপ ভাবে নিজের এল্‌মের উপরে আমলের তওফীক হয় না অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র ভয় না থাকিলে।

علم چوں برتن زنی مارے بود

علم چوں بردل زنی یارے بود

দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং দেহের আরাম-আয়েশের জন্য যেই এল্‌ম্‌ হাসিল করা হয় ঐ এল্‌ম্‌ তাহার জন্য বিষাক্ত সাপ হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এল্‌মের দ্বারা দেহ না পালিয়া যদি হৃদয়ের প্রতিপালন কর, অন্তরে এল্‌মের

বাগান লাগাইয়া অন্তরের যমীনে এল্‌মের ফল-ফসল ফলাইয়া লইতে পার- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র ভয় হাসিল করিয়া অন্তরকে যদি আল্লাহ্‌ওয়ালা বানাইয়া লইতে পার তাহা হইলে এই এল্‌ম্‌ তোমার পরম হিতৈষী-পরম উপকারী বন্ধুর মত তোমার জন্য অতি উপকারী ও অতীব ফলদায়ক সাব্যস্ত হইবে।

আমার বন্ধুগণ! প্রথমে দিল্‌ আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়, তারপর দেহ আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়। প্রথমে দিল্‌ 'ছাহেবে-নেছবত' হয়, আল্লাহ্‌পাকের সহিত গভীর সম্বন্ধওয়ালা হয়, তারপর সমস্ত দেহের উপর উহার প্রভাব পড়ে, ফলে সে কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা গুণাহ্‌ করে না, আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হয় না।

বেলায়েতের আলামত বা ওলীআল্লাহ হওয়ার লক্ষণাদি ঃ

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ্‌ হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মের্‌কাতের মধ্যে লিখিয়াছেন-

من أمارات ولايته تعالى شانه أن يرزقه مودة في قلوب أوليائه
لو أراد سوءاً أو قصد محظوراً عصمه عن ارتكابه

আল্লাহ্‌পাক যাহাকে নিজের ওলী করেন, স্বীয় ওলীদের অন্তরে তিনি তাহার প্রতি মহব্বত পয়দা করিয়া দেন। ইহা বেলায়েতের প্রথম আলামত। দ্বিতীয় আলামত এই যে, ছাহেবে-নেছবত তথা ওলীআল্লাহ্‌ হওয়ার পর কখনও যদি সে কোন অন্যায় কাজ বা শরীঅতের খেলাফ কোন কাজের ইচ্ছা করে তবে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে আপন হেফাযতে নিয়া নেন এবং ঐ পাপে লিপ্ততা হইতে তাহাকে তিনি রক্ষা করেন। হয় পাপকে-পাপের উপকরণকে তিনি দূরে সরাইয়া দেন অথবা খোদ তাহাকে ঐ পাপের বিষয় হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। কখনও এ উদ্দেশ্যে তাহার মনের মধ্যে কোন অস্বস্তি ও অস্থিরতা পয়দা করিয়া দেন।

ইহা এমন এক স্তর যে, এই মকামে পৌঁছিবার পর বান্দা আপনাতেই বুঝিয়া যায় যে, আল্লাহ্‌পাক আমাকে আপনার জন্য কবূল করিয়া লইয়াছেন। আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্‌ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন, আল্লাহ্‌পাক

যখন কাহাকেও নিজের ওলী করেন, তখন সে তাহা বুঝিতে পারে, অন্তঃকরণে তাহা অনুভব হইয়া যায়।

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے
دونوں جانب سے اشارہ ہو چکے

উভয় দিকের আকর্ষণ এবং উভয় দিকের ইশারা -ইঙ্গিতই বলিয়া দিতেছে যে, আমি তোমার হইয়া গিয়াছি এবং তুমি আমার হইয়া গিয়াছ। উভয় দিক হইতে ভালবাসার প্রমাণাদি দিবারাত মিলিতে থাকে।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হযরত, বান্দা যখন নেছ্বত প্রাপ্ত হইয়া ওলীআল্লাহ্ হইয়া যায় তখন কি সে ইহা অনুভব করিতে পারে যে, তাহাকে 'নেস্বত' দান করা হইয়াছে বা ওলীআল্লাহ্ বানানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ জ্বী হাঁ, সম্পূর্ণ অনুভব হইয়া যায়। আরয করিলেন, হযরত, তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, খাজা সাহেব, আপনি যখন বালেগ হইয়াছিলেন, তখন কি আপনাকে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল যে, প্রিয় বন্ধুগণ, আযীযুল হাসান কি বালেগ হইয়াছে, না এখনও নাবালেগ? নাকি আপনাতেই ইহা অনুভব হইয়া গিয়াছিল যে, আমি এখন বালেগ হইয়া গিয়াছি? বালেগ শব্দটি বুলূগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বুলূগ অর্থ পৌছান, আর 'বালেগ' অর্থ' যে পৌছিয়াছে। তাই, দেহের দিক হইতে বালেগ হওয়ার মত রূহ্ বা আত্মাও যখন বালেগ হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়-আল্লাহ্কে পাইয়া যায় তখন রগে-রেশায়, শিরায়-শিরায় আল্লাহ্র মহব্বত, আল্লাহ্র প্রতি একটা মায়াময় আকর্ষণ, ভালবাসার এক জ্বালাময় ও বেদনাময় অনুভূতি এবং আল্লাহ্পাকের সহিত বিশেষ এক সম্বন্ধ অনুভূত হইতে থাকে। মাওলানা রূমী (রঃ) এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিতেছেন ঃ

باز آمد آب من در جوئے من
باز آمد شاہ من در کوئے من

আমার হৃদয়ের শূন্য দরিয়ায় আমার কাংখিত পানি আসিয়া গিয়াছে। আমার দরিয়া এইবার পানিতে ভরিয়া গিয়াছে। আমার প্রাণপ্রিয় বাদশাহ্ আমার মনের গলিতে শুভাগমন করিয়াছে।

–দরিয়ার বুকে পানি আসিলে দরিয়ার কি তাহা অনুভব হইয়া যায় না ? তদ্রূপ হৃদয়ের গলিতে মহান বাদশাহ্ আল্লাহ্ আগমন করিলে হৃদয় কি তাহা টের পাইয়া যাইবে না? তখন কেহ আসিয়া তাহাকে ইহার খবর দেওয়ার কোন দরকার হইবে ?

মন নদী মোর ভরিয়া গিয়াছে
ফুঁসিয়া উঠিতেছে ঢেউ
মন মহাজনের মনে আগমনে
বহে আনন্দের ঢেউ।

দ্বিতীয় ঘটনার দ্বারা আমরা এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, অন্তরের ইঞ্জিনে আল্লাহ্র মহব্বত ও খাশিয়তের (ভয়ের) পেট্রোল থাকিতে হইবে। তখন তাহার এল্মের দ্বারা তাহার নিজেরও উপকার হইবে, অন্যদিগেরও উপকার হইবে। ––এখন দেখিবার বিষয় এই যে, মহব্বত ও খাশিয়তের পেট্রোল পাম্প কোথায় পাওয়া যাইবে ? বন্ধুগণ, ঐ পেট্রোল্-পাম্প হইতেছেন আল্লাহ্র আওলিয়ায়ে কেরাম-আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গানেদ্বীন।

আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভের আর একটি দৃষ্টান্তঃ

হযরত কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) বলেন, যাহার একটি মাত্র অঙ্গও পাপে লিপ্ত আছে, যেমন সে কানের দ্বারা গান শুনিতে অভ্যস্ত, চোখের দ্বারা সুন্দর ছেলে বা রূপসী নারীদেরকে দেখিতে অভ্যস্ত, যবানের দ্বারা গীবত করিতে অভ্যস্ত, হাতের দ্বারা সুন্দর-সুন্দরীদের গাল বা দেহ স্পর্শ করিতে অভ্যস্ত–মোটকথা, যে কোন পাপের অভ্যাস থাকিলে কোন ক্রমেই সে পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। ইহার দলীল আল্লাহ্র পাক কালামের বাণী ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ "খুব ভালভাবে বুঝিয়া লও যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র 'যিকিরের মধ্যেই' অন্তরের শান্তি লাভ হইয়া থাকে।"

আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) তাঁহার তাফ্‌সীরে মাযহারীতে বলিতেছেন যে, এখানে 'বি-যিক্‌রিল্লাহ্' অর্থ 'ফী-যিক্‌রিল্লাহ্' –যিকিরের দ্বারা শান্তি পাওয়া নয় বরং যিকিরের মধ্যে শান্তি পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ এত বেশী যিকির কর যেন তুমি আল্লাহ্‌র 'যিকিরের মধ্যে' ডুবিয়া যাও। যখন তুমি মাওলার যিকিরের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে অর্থাৎ মাথা হইতে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্‌র দাসত্ব– আনুগত্য করিবে, আল্লাহ্‌র হুকুম পূরা করিবে, কোন অঙ্গের দ্বারা কোন গুনাহ্ করিবে না– সর্ব অঙ্গকে সর্ব প্রকার নাফরমানী হইতে হেফাযতে রাখিবে– তখন তুমি 'এত্‌মীনানে কামেল' তথা পূর্ণ শান্তির অধিকারী হইবে। তিনি ইহার কী চমৎকার এক দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন যে—

كما تطمئن السمكة فى الماء (م ج ۵ ص ۲۳۰)

যেভাবে মাছ শান্তি পায় 'পানির মধ্যে' থাকিয়া, 'পানির সঙ্গে' থাকিয়া নয়। মাছ যখন আপাদমস্তক পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, উহার কোনও অংশ পানির বাহিরে না থাকে তখন সে আরামে থাকে, শান্তিতে থাকে। কিন্তু যদি পূর্ণভাবে পানির মধ্যে ডুবিয়া না থাকিয়া পানির সহিত আংশিক সম্পর্ক রাখে – যেমন, যদি শুধু গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়া থাকিল, ইহাতে কি তাহার পূর্ণ শান্তি লাভ হইবে? রৌদ্রের তাপে মস্তক যখন গরম হইয়া যাইবে তখন ঐ উত্তাপের প্রভাব লেজ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। ফলে, পানির সহিত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে বে-চাইন ও অস্থির থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপাদমস্তক পানির মধ্যে ডুবিয়া না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অশান্তি ও অস্বস্তি হইতে মুক্তি পাইবে না।

ঠিক তদ্রূপ, যে ব্যক্তি পূর্ণ যিকির ও পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টির দরিয়ায় ডুবিয়া যাইবে, কোনও অঙ্গকে কোন রকম গুনাহ্ করিতে না দিবে - তখনই সে পূর্ণ আরাম অর্জন করিবে। অতঃপর কখনও যদি সাময়িকভাবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায় তবে কাল বিলম্ব না করিয়া সঙ্গে

সঙ্গেই তওবা-এস্তেগফারের দ্বারা সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করিয়া নিবে। যেমন, মৎস্য অনেক সময় লোভে পড়িয়া শিকারীর ফেলিয়া রাখা টোপ গিলিয়া ফেলে। পরিণামে তাহাকে আরামদায়ক সেই পানির ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে হয়। কিন্তু ইহার পর সে কি করে ? কাঁটা ছাড়াইবার জন্য ঝট্‌কা মারিতে মারিতে গলা ফাড়িয়া ফেলে এবং লাফাইয়া গিয়া আবার দরিয়ার পানির মধ্যে পড়ে। তাই, নফ্‌ছ্‌ ও শয়তান যদি প্ররোচনা দিয়া কখনও কোন পাপের পরিবেশে লইয়া যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দরিয়া হইতে দূরে সরাইয়া দেয়, তবে পূর্ণ শক্তি দিয়া পূর্ণ চেষ্টার দ্বারা দ্রুততর আল্লাহ্‌র দিকে ছুটিয়া যাইবে। তথা হইতে দৌড়ানোর দ্বারাই তখন আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছিবে, দাঁড়ানোর দ্বারা নয়। তাই, দ্রুত গতিতে তথা হইতে সরিয়া যাইতে হইবে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে না। যদি তুমি সরিয়া না যাও বরং ঐ পাপের উপরই পড়িয়া থাক তবে জীবন ভরিয়া পাপাচারের ঐ ঘৃণ্য মলমূত্রের মধ্যেই তুমি ডুবিয়া থাকিবে।

বর্তমান কালের সূফী-দরবেশেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও উহার জওয়াব

উপরে আমি দুইটি কথা আরয করিয়াছি ঃ এক, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র পূর্ণ যিকিরের মধ্যে (তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আল্লাহ্‌র দাসত্ব -আনুগত্যের মধ্যে) ডুবিয়া থাকিবে। দুই, কদাচিৎ কোন ভুল-ত্রুটি হইয়া গেলে অ-বিলম্বে তওবা-এস্‌তেগফার করিয়া আবারও মাওলার নৈকট্যের দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। এভাবে ঝাঁপ না দিলে পাপের পচাস্তূপের মধ্যেই ডুবিয়া মরিতে হইবে।

এখন আমি তাছাওউফ সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ কথা আলোচনা করিব। এক, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকে যে, বর্তমান যমানার সূফীগণ পূর্ব যুগের তুলনায় যিকির কম করেন এবং এবাদতও ইঁহারা আগের যমানার বুযুর্গানের মত অধিক পরিমাণে করেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ডাল-রুটি খাইতেন কিংবা বাসী রুটি পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া নিতেন। অথচ, বর্তমান যমানার সূফীগণ এখ্‌নি, বিরিয়ানী ও মোরগ-পোলাউ ইত্যাদি খাইয়া থাকেন। তৃতীয় অভিযোগ এই করা হয় যে, পোশাকাদিও ইঁহারা খুব দামী-দামী

ও শান্‌দার পরিধান করেন। তালীযুক্ত, চটের পোশাক ও মোটা কাপড় ইঁহারা পরিধান করেন না। বরং খুব শান-শওকত ও ঠাট-বাটের সহিত থাকেন। এখন এই অভিযোগ তিনটির উত্তর শুনুন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, পুরাতন যমানার বুযর্গদের দেহে রক্তের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, প্রতি বৎসর তাঁহাদের শরীর হইতে রক্ত অপসারণ করিতে হইত। শিঙ্গা দ্বারা রক্ত বাহির না করিলে রক্ত বৃদ্ধির ফলে অব্যাহত মাথা বেদনার রোগ হইয়া যাইত। আর বর্তমান যুগের সূফীদের দেহে তো রক্ত ভরিতে হয়। তাই, রক্ত বাহির করণের যমানার আহ্‌কাম রক্তভরণের যমানার উপর কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? যমানার পরিবর্তনের ফলে আহ্‌কামের মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। তাই, বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে দৈহিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমান কালের বুযুর্গানেদ্বীন যিকিরের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন। বর্তমান সময়ে কেহ যদি সেই পরিমাণ যিকির করে যেই পরিমাণ যিকির করার অভ্যাস ছিল পূর্বেকার বুযুর্গানের মধ্যে- তবে ত সে দস্তুর মত পাগল হইয়া যাইবে। আমার মোর্শেদ (খুব মোহাক্কেক্ আলেম) হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন ঃ একজন শক্তিশালী পালোয়ান প্রত্যহ সত্তর হাযার বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করিয়া আল্লাহ্‌পাকের যতটুকু নৈকট্য হাসিল করিবে, একজন দুর্বল মুসলমান মাত্র পাঁচশত বার যিকিরের দ্বারাই ঐ মাকাম পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। পালোয়ানের সমান নৈকট্য লাভে এক তিল পরিমাণও সে পিছনে থাকিবে না। আল্লাহ্‌পাক ত কোন যালেম নন যে, দুর্বলের নিকট তিনি তাকত্‌ওয়ালার সমপরিমাণ মেহ্‌নত চাইবেন। আর ওলীআল্লাহ্ হওয়া তো মৌখিক যিকিরের উপর মওকূফ নয় বরং সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থকার উপর মওকূফ। তাই, এই যুগেও যাঁহারা আল্লাহ্‌পাকের সাচ্চা ওলী আছেন-- প্রতিটি গুনাহ্ হইতে তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন। পূর্ব যুগ সমূহে যাঁহারা ওলী হইয়াছিলেন এই তাক্‌ওয়ার দ্বারাই তাঁহারা ওলী হইয়াছিলেন, শুধু যিকিরের দ্বারা নয়। যিকির ত তাক্‌ওয়ার সাহায্যকারী শক্তি মাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, যেহেতু এখন দুর্বলতার যমানা আসিয়া গিয়াছে, তাই, বলকারক ও শক্তি বর্ধক খাদ্যাবলী গ্রহণ করা সূফীদের জন্য জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, দেহে যদি শক্তিই না থাকে তবে কিভাবে তাঁহারা এবাদত করিবেন এবং কিভাবে দ্বীনের খেদমত করিবেন?

হযরত মাওলানা শাহ্ ওছীউল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) হাকীমুল উম্মত-মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) এর খুব উচ্চ স্তরের খলীফা ছিলেন। একবার একজন মুসলমান অফিসার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিল। হযরত তখন পেস্তা ও বাদাম খাইতেছিলেন। কারণ, তিনি বহুত যিকির-শোগল করিতেন,দেমাগী মেহ্নত করিতেন। অফিসার সাহেব ফিরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল ঃ তওবা-তওবা, আমি ত ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে, ইনি একজন ওলীআল্লাহ্ লোক, বুযুর্গ মানুষ। কিন্তু, ইনি কিসের বুযুর্গ ? ইনি ত খুব মজা করিয়া পেস্তা আর বাদাম ভোজন করিতেছেন। বুযুর্গ ত ঐ সকল লোক যাহারা শুক্না রুটি পানিতে চুবাইয়া খায় এবং এভাবেই কোন মতে জীবন ধারণ করে।

চিন্তা করুন, লোকটি হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্টতম খলীফা শাহ্ ওছীউল্লাহ্ সাহেবের মত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিরূপ উক্তি করিতেছে যে, আমি ত ধারণা করিয়াছিলাম ইনি কোন বুযুর্গ মানুষ হইবেন! দেখুন, কী মূর্খতা ? কী বিবেক বর্জিত কথা ? আল্লাহ্ বাঁচায় এমনতর মূর্খ লোক হইতে। ঐ জাহেলের তো খবর নাই যে, তাঁহার বাদাম খাওয়া আমাদের শুকনা রুটি খাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, এই বাদাম আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ বলিয়া গণ্য হইবে। উহার দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হইবে তাহা দ্বারা তাঁহারা দ্বীনী কিতাবাদি লিখিবেন, দ্বীনের কথা শুনাইবেন, দ্বীনী কিতাবাদি পড়াইবেন, বয়ান করিবেন, তাবলীগ করিবেন। মোটকথা, তাঁহাদের খাদ্য-খাবার গ্রহণ দেহ পালনের জন্য নয় বরং তাহা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র দ্বীনের জন্যই নিবেদিত হয়। আল্লাহ্ওয়ালাদের খাওয়াও এবাদত, তাঁহাদের পোশাক পরিধান করাও এবাদত এবং নূর!

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

একবার হযরত থানবী (রঃ) সুন্নত মনে করিয়া তালিযুক্ত কোর্তা পরিধান করিয়া সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হইতেছিলেন। পীরানী সাহেবা বলিলেন, একটা কথা আরয করিব ? হযরত বলিলেন, আচ্ছা, কি কথা? বলিলেন, আপনি আপনার পোশাক পরিবর্তন করিয়া নিন। ইহা বদলাইয়া ভালো পোশাক পরিয়া নিন। কারণ, আপনি যদি এই পোশাকে বাহির হন তবে আপনার মুরীদগণ মনে করিবেন, আমাদের পীর সাহেব বর্তমানে অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন। ইহা শুনিয়া হযরত বলিলেন, জাযাকিল্লাহ্ (আল্লাহ্ তোমাকে ইহার বদলা দান করুন) তুমি ঠিকই বলিয়াছ, যদি অমি এই পোশাকে যাইতাম তাহা হইলে আমার মুরীদগণের মনোকষ্ট হইত এবং তাহারা আমার জন্য কোর্তার ফিকির করিত। স্বয়ং এই পোশাকই সওয়াল (সাহায্য প্রার্থনা) হইয়া দাঁড়াইত। অতঃপর হযরত ভাল পোশাক পরিধান করিয়া নিলেন। বস্, ইহাই এই প্রশ্নের উত্তর যে, আজকাল আলেমগণ ও বুযুর্গগণ ভালো পোশাকাদি কেন পরিধান করেন।

হযরত শাহ্ আবদুল গণী ছাহেব (রঃ) বলিতেন, বর্তমান সময়ে লোকেরা আলেমগণকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে। তাই, তোমরা এমন পোশাকাদি পরিওনা যাহাতে এহ্তিয়াজ বা অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ কোথাও যাওয়ার সময় ভালো পোশাক পরিয়া যাইবে। অন্যথায় লোকেরা মনে করিবে, এই যে আসিয়াছে কোরবানীর চামড়া কিংবা চাঁদা নেওয়ার জন্যে। তাই, হযরত মুফতী রশীদ আহ্মদ ছাহেব রসিকতাচ্ছলে বলেন যে, তিন জিনিসের একত্রিত হওয়া জায়েয নাই। প্রথমত ঃ রসিদ বই রাখার ব্যাগ, দ্বিতীয়তঃ দাড়ি। তৃতীয়তঃ রমযান মাস। কারণ, কোন মালদার লোক রমযান মাসে যখন বিশেষ ধরনের ঐ রসিদ বইওয়ালা ব্যাগ কোন দাড়িওয়ালার হাতে দেখিতে পায়, তাহার মধ্যে তখন খানিকটা হৃদকম্পন আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে, অন্দর মহলে গিয়া আত্মগোপন করে আর চাকর-বাকরকে বলিয়া রাখে, কেহ খোঁজ করিলে বলিবে যে, শেট সাহেব এখন বাসায় নাই। এজন্যই আমাদের উচিত আল্লাহ্পাক যাকে যতটুকু সামর্থ দান করিয়াছেন সেই অনুযায়ী যথাসম্ভব ভালো পোশাক পরিধান করা – যাহাতে মালদার লোকেরা এইরূপ ধারণা করার অবকাশ না পায় যে, মনে হয় লোকটা বড় অসহায়-অভাবগ্রস্ত। অন্যথায় উহারা বলিবে যে, ইনি টিচার বটে, কিন্তু ফাটিচার, আসিয়াছেনও রোজ শনিবার। যাক, ইহাও আমার

ছন্দময় রসিকতা মাত্র। ছন্দের দ্বারা ভাষাকে আল্লাহ্পাক সুন্দর ও মধুর করিয়া দেন্।

এই অলোচনার দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, বর্তমান যুগের আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তিগণ উত্তম পোশাক কেন পরিধান করেন, বিশেষতঃ কোথাও সফর করিতে হইলে কেন তাঁহারা ভালো পোশাক পরিধান করিয়া নেন। বন্ধুগণ, তোমরা তাঁহাদের নিয়তের প্রতি নজর কর। (স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিভিন্ন দেশ-গোত্রের পক্ষ হইতে আগত বিশেষ দূত বা প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করিয়া তাহাদের সম্মুখে যাইতেন। --অনুবাদক)

শয়তানের ধ্বংসাত্মক অস্ত্রঃ

এ সকল বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া কেহ যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালার প্রতি বদ্গুমানী বা কুধারণা করে, সে তো মাহ্রূম হইয়া যাইবে। আল্লাহ্র ওলীদের প্রতি ধারণা খারাপ করা নিজের ক্ষতি, নিজেরই অমঙ্গল। ইহা শয়তানের অস্ত্র। শয়তান মনে করে, আহা, এই লোকটা যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালার ভক্ত-অনুরক্ত হইয়া যায় তবে ত সেও আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া যাইবে, আল্লাহ্র সহিত দৃঢ় সম্পর্ক জুড়িয়া যাইবে। তাই, শয়তান বুযুর্গগণকে তাহার নজরে হেয় ও তুচ্ছ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করে- এবং বলে, আরে, সেই প্রাচীন কালের বুযুর্গদের ন্যায় বুযুর্গ এখন আর কোথায়? আজকাল ত যত সব নামের বুযুর্গ মাত্র। কিন্তু, দেহ যখন অসুস্থ হইয়া পড়ে তখন কি কেহ এই অপেক্ষায় বসিয়া থাকে যে, দিল্লীর কবরস্তান হইতে সুবিখ্যাত হাকীম আজ্মল খান উঠিয়া আসিবেন, তারপর আমি আমার রোগের চিকিৎসা করাইব ? কারণ, এসব ছোট-খাট হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে আমি অপমান বোধ করি। তখন ত সন্নিকটে যে হাকীম বা যে ডাক্তার পাওয়া যায় তাহাকেই দেখানো হয়- এই চিন্তা করিয়া যে, জল্দি জান্ বাঁচাও। বন্ধুগণ, জান্ খুব প্রিয় জিনিষ, তাই, নিকটে যেই হাকীমই পাওয়া যায় তাহার কাছেই ছুটিয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে ঈমান যাহার কাছে প্রিয়, সেই ব্যক্তি কোন একজন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধান করে এবং সেখানে ছুটিয়া যায়।

প্রথম শায়খের ইন্তেকালের পর অন্য কোন শায়খের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরীঃ

এই ভাবে সমস্ত আওলিয়ায়ে-কেরাম ও বুযুর্গানেদ্বীনের সর্বসম্মত ঐকমত্য অনুযায়ী শায়খের ইন্তেকালের পর অন্য শায়্খ্ তালাশ করাও ওয়াজিব। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) তাঁহার লেখা মসনবী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি লোক তাহার বড় ধরনের একটি বাল্‌তি দ্বারা কূয়ার মধ্যে পড়িয়া থাকা বালতি সমূহ উত্তোলন করিতেছে। সে নিজের বালতিটিকে শক্ত দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং পড়িয়া থাকা বালতি সমূহকে স্বীয় বালতির মধ্যে ফাঁসাইয়া লয় ও টানিয়া উপরে তোলে। হঠাৎ ঐ উত্তোলনকারীর ইন্তেকাল হইয়া গেল। ফলে, এখন আর তাহার ঐ বালতি কূয়ার মধ্যকার বালতিসমূহকে কূয়া হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় ঐ বালতিগুলি উত্তোলনকারী বালতির সহিত সর্বতোভাবে জড়াইয়া থাকিলেও উহাদিগকে বাহির করার ক্ষমতা এখন আর ঐ বালতির মধ্যে নাই। উহাদিগকে বাহির করার জন্য আর একজন জিন্দা মানুষ আসিতে হইবে। আসিয়া যখন সে তাহার বালতি ফেলিবে,তখন উহারা ঐ বালতির সাহায্যে কূয়ার মধ্য হইতে বাহির হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিবে।

তদ্রূপ, স্বীয় মোর্শেদের ইন্তেকালের পর তাঁহার কবরের উপর লক্ষ-লক্ষ মোরাকাবাও যদি করিতে থাক উহা দ্বারা তোমার এছ্‌লাহ্ হইবে না-- চরিত্র সংশোধন ও জীবন গঠন হইবে না। অতএব, মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, তোমরা জিন্দা পীর তালাশ কর। কারণ, মৃত্যুর পর তাঁহার রূহানী সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। নফ্‌ছের খাহেশাতের কূয়া বা মনের অসৎ চিন্তা-ভাবনা ও অসৎ স্পৃহার কূয়া হইতে তিনি এখন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। তাই, কোন একজন জীবিত মোর্শেদের প্রয়োজন যিনি তোমার কুপ্রবৃত্তির সংশোধন করিবেন, সকল অসৎ চিন্তা ও চাহিদা হইতে মুক্তি লাভের পথ দেখাইবেন,তরীকা বাতলাইবেন এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার জন্য দোআও করিবেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল মোর্শেদের বাল্‌তি-যাহার বরকতে নফ্‌সের গোলামী ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং এছ্‌লাহ্ বা সংশোধন হয়।

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর ওলীদের দুই ধরণের অবস্থানঃ

আওলিয়াগণ একই সঙ্গে দুইটি অবস্থানের অধিকারী থাকেন। দেহের দিক দিয়া তাঁহারা আমাদের কাছে, আমাদের পাশে, আমাদের মধ্যে থাকেন, কিন্তু রূহ্ বা আত্মার দিক দিয়া তখনও তাঁহারা আল্লাহ্র সঙ্গে থাকেন। দেহ থাকে এই মাটির ধরায় আর আত্মা থাকে মাওলার গভীর সান্নিধ্যে। দেহ দেহের কাজে মশ্গুল, আত্মা মাওলার ধ্যানে বিভোর। আমার একটি ছন্দে এই মর্মটি এইভাবে প্রকাশ হইয়াছে ঃ

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

দুনিয়ার সকল কাজের মধ্যে, হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও ইঁহারা 'আল্লাহ্র সঙ্গে' থাকেন। সকলের মধ্যে-সকলের সঙ্গে থাকিয়াও ইঁহারা সকল হইতে আলাদা থাকেন, অন্যত্র থাকেন।

তাই, কেহ এইরূপ ধারণা করিবেন না যে, আল্লাহ্র ওলীগণ যখন দুনিয়ার কাজ-কর্মে মশগুল হন তখন তাঁহাদের অন্তরও বুঝি দুনিয়ার সঙ্গে জড়াইয়া যায় এবং আল্লাহ্ হইতে গাফেল হইয়া যায়।

এ সম্পর্কে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর বাণী

একদা হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) হযরত থানবীকে বলিলেন, মিয়া আশরাফ আলী, যখন আমি তোমাদের সহিত কথা বলিতে থাকি, ইহা মনে করিওনা যে, তখন আমি তোমাদের নিকটই বসিয়া থাকি। বরং ঐ সময়ও আমার আত্মা আমার আল্লাহ্র সঙ্গে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্যে থাকে। এই সম্পর্কে আমার অপর একটি ছন্দ মনে পড়িতেছে ঃ

لب ہیں خنداں جگر میں ترا درد و غم
تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم

হে মাওলা, আমার ওষ্ঠদ্বয় যদিও হাসিতেছে, কিন্তু আমার কলিজাটা সদা তোমার জন্য ছটফট করিতেছে, তোমার প্রেমের ব্যথায় আমার মন শুধু টনটন করিতেছে। হে, মাওলা! তোমার পাগল তোমার আশেককে লোকেরা খুব কমই চিনিতে পারিয়াছে। (মাওলার আশেকদেরকে চিনার মত লোকের সংখ্যা অতি কম। আর যাহারা চিনিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় তাহারাও তঁহাদের সঠিক ও পূর্ণ পরিচয় পাইয়া ওঠে না। যদি কোন ভাগ্যবান তাঁহাদের সঠিক পরিচয় পাইয়া যায় তবে জান্-মাল-আব্রু সর্বস্ব তাঁহাদের কদম তলে কোরবান করিয়া দেয় –অনুবাদক।)

ওষ্ঠে হাসি, প্রাণে অগ্নি তোমার প্রেমের।
অল্প লোকই পায় পরিচয় প্রেমিক জনের।

আল্লাহর ওলীগণ হাসিবার সময়ও আল্লাহর সঙ্গে থাকেন, আল্লাহকে স্মরণে রাখেন ঃ

পাকিস্তানের মুফ্তীয়ে আ'যম হযরত মুফ্তী শফী সাহেব (রঃ) একদা আমাকে শুনাইয়াছেন যে, একবার এক মজলিসে হযরত থানবীর অনেক খলীফা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আলেম ছিলেন। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রঃ) আমাদিগকে খুব হাসাইলেন। অতঃপর তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, বলুন ত, এই হাসাহাসির অবস্থায়ও কে কে আল্লাহ্পাকের স্মরণে মশগুল ছিলেন এবং কে কে আল্লাহ্ হইতে গাফেল ছিলেন ? মুফতী সাহেব বলেন, ভয়ে-আতঙ্কে আমরা সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। অতঃপর স্বয়ং খাজা সাহেবই বলিলেন, আল্হামদুলিল্লাহ্, এই হাসিবার হালতেও আমার দিল্ আমার আল্লাহ্ হইতে গাফেল ছিল না। হাসির মধ্যেও আমার অন্তর আমার আল্লাহ্র ধ্যানে মশগুল ছিল। যেভাবে আদরের দুলারেরা আব্বার সম্মুখে আপসে হাসি-ফূর্তি করিলে আব্বার মনে বড় খুশী লাগে, তদ্রূপ, আল্লাহ্র ওলীগণও যখন হাসেন তখন তাঁহারা ইহাই মনে করেন যে,

আল্লাহ্‌পাক এখন আসমানের উপর খুব খুশী হইতেছেন যে, দেখ, আমার বান্দারা যমীনের উপর কিরূপ আনন্দ করিতেছে, কি সুন্দর হাসি হাসিতেছে। তাই, আওলিয়াগণ হাসির মধ্যেও খোদার সঙ্গে মশগুল থাকেন, খোদার প্রতি রুজু থাকেন। অতঃপর হযরত খাজা সাহেব মধুর এই মর্ম প্রকাশ করিয়া স্বরচিত একটি ছন্দ পড়িলেন ঃ

ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے
مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے

অর্থ ঃ যদিও সর্বদা আমার মুখে হাসি লাগিয়া আছে, যদিও আমি খুব হাসিয়া কাটাই এবং আমার চোখেও কোন অশ্রু নাই, কান্নার কোন চিহ্ন নাই– কিন্তু, হায়, আমার হৃদয় যে সর্বদা কাহারও জন্য কাঁদিয়া খুন হইতেছে, সেই খবর ত কেহই জানে না।

যদিও হাসি দিব্য আমি, অশ্রুও নাই চক্ষে আমার
পাগল মন যে কান্দে সদা, মাওলা ভিন্ আর খবর কাহার?

তাই, আমার আরয এই যে, হাসিতে চাও তবে খুব হাস, কিন্তু খবরদার! গুনাহ্ করিও না। যখন কোন সুন্দরী মেয়ে সম্মুখে পড়ে তখন নজর বাঁচাইয়া লও এবং এই পংক্তিটি পাঠ কর—

سڑنے والی لاشوں سے دل کا لگانا کیا

অতি শীঘ্রই ইহারা মুর্দা-লাশে পরিণত হইবে এবং পচিয়া গলিয়া যাইবে। তাই, পচন-গলনশীল এই লাশের মায়াজালে আবদ্ধ হওয়া কিরূপে শোভা পায়?

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার মোহে মজিওনা ঃ

বলুন, কবরস্তানে ইহারা পচিয়া-গলিয়া যাইবে কি না ? তাই, আমরা যদি পচনশীল এই লাশ সমূহের সাময়িক চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্যের উপর জীবন বিসর্জন করি তাহা হইলে প্রাণাধিক প্রিয় আল্লাহ্‌কে আমরা হারাইয়া ফেলিব, আমাদের প্রিয় আল্লাহ্ হইতে আমরা মাহরূম থাকিব। এখন ভাবিয়া দেখুন যে,

লাভ কোন্ দিকে আর ক্ষতি কোন্ দিকে ? হিসাব-কিতাব করিয়া তারপর আগে বাড়ুন। হে লোক সকল, হে খোদা তালাশ্কারী মানুষেরা, কতকাল তোমরা এই অক্ষম-অথর্ব মড়কদের উপর শকূনের মত পড়িয়া থাকিবে? কতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই মুর্দা-লাশ সমূহ ভক্ষণ করিতে থাকিবে? কবে তোমরা উন্নত রুচি সম্পন্ন বাজপাখী হইবে? এমন না হয় যে, এই অবস্থার মধ্যে মৃত্যু আসিয়া হাযির হয়। তখন ত শুধু আফসোস আর আফসোস করিত হইবে। কিন্তু এই জীবন আর একবার ফিরিয়া আসিবে না। ওলীআল্লাহ্ হওয়ার মওকা দেওয়ার জন্য আর একবার হায়াত প্রদান করা হইবে না।

এ সম্পর্কে আমার বিশেষ তিনটি বাক্য শ্রবণ করুন– যেই দুনিয়া হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতে হইবে, তারপর আর কোন দিন যেখানে ফিরিয়া আসা হইবে না, এম্নিতর এই দুনিয়ার মোহে কেহই মজিওনা। হেদায়েতের জন্য এই তিনটি বাক্যই যথেষ্ট। তাই বলি, যদি আল্লাহ্র ওলী, আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হইতে হয় তবে, এই হায়াতের মধ্যেই হইতে হইবে। মৃত্যুর পর কেহই এখানে আর আসিতে পারিবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আফসোস ও অনুতাপ করিতে থাকিবে। তারপর হাশরের মাঠে আল্লাহ্পাক যদি শাস্তির হুকুম দিয়া দেন তবে আর কোথায় ঠিকানা হইবে ? কোথায় গিয়া আশ্রয় নিবে ? হে মানুষ! কথাগুলি একটু মনোযোগ সহকারে ভাবিয়া দেখ।

আমি যে আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করিয়াছিলাম এখন উহার তাফসীর পেশ করিতেছি। ক্ষেতে বীজ বপনের আগে চাষ করা হয়, মই দেওয়া হয়, তারপর বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। আমার এতক্ষণের আলোচনাও ছিল হৃদয়ের জমি চাষ ও মই প্রদান স্বরূপ। এখন সুবিখ্যাত তাফ্সীরে মাযহারী হইতে আমি এই আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা পেশ করিব। তৎপূর্বে উক্ত তাফসীরের লেখক হযরত কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) সম্বন্ধে দুইটি কথা আরয করিতেছি। উপমহাদেশের অতি উচ্চ স্থানীয় আলেম হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহ্লবী (রঃ) বলিতেনঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী স্বীয় যমানার ইমাম বায়হাকী ছিলেন। বস্, তাঁহার এতটুকু পরিচিতিই যথেষ্ট। তদুপরি তাঁহার পীর হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে, হে মাযহার জানে-জানাঁ, আমার জন্য তুমি কি আনিয়াছ? তখন আমি কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথীকে পেশ করিব এবং বলিব, আয় আল্লাহ্, ইনি আমার খলীফা, আমি তাঁহার উপর মেহ্নত করিয়াছি। ইনি 'ছাহেবে-নেছবত' ওলীআল্লাহ্ হইয়াছেন। তোমার সমীপে আমি তাঁহাকে

আনিয়াছি এবং তাহাকে পেশ করিতেছি। দেখুন, আল্লাহ্‌র ওলীদের কী শান্।

হযরত শায়খ্ আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) বলেন, যখন কেহ আমার নিকট মুরীদ হয়, কিছু সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে, হেদায়াত মোতাবেক চলে, এভাবে একদিন সে 'ছাহেবে নেছ্বত' ওলী হইয়া যায়, তখন আমার অবস্থা এই হয় যে, যেখানে মুরীদ পীরের উপর উৎসর্গ হইবে সে স্থলে আমার মন চায় যে, আমি নিজেই তাহার উপর উৎসর্গ হইয়া যাই। মন চায় তাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেই।

আহা, কী স্নেহ-মায়া থাকে আল্লাহ্‌র ওলীদের হৃদয়ে! কি প্রাণস্পর্শী কথা বলিতেছেন হযরত জীলানী (রঃ) যে, আমার মন চায় যে, আমি নিজেই তাহার উপর উৎসর্গ হইয়া যাই। কারণ, সে আমার ফ্যাক্টরী, আমার কারখানা, আমার নাজাতের ওছীলা, আমার জন্য 'সদ্কায়ে জারিয়া।'

কোরআন শরীফ হইতে তাসাওউফের প্রমাণ

আচ্ছা, যাক, আপনারা তাফসীরে মাযহারীর আলোকে তাসাওউফের মাছায়েল শুনুন। এই তাফসীরে মাযহারী হযরত মির্যা মাযহার (রঃ) এর কিতাব নয় বরং কাযী ছানাউল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) এর লেখা কিতাব। কিন্তু তিনি নিজের পীরের নামের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়িয়া উহার নাম রাখিয়াছেন তাফসীরে মাযহারী।

ইছমেযাতএর (আল্লাহ নামের) যিকিরের প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্‌পাক সূরায়ে মুয্যাম্মিলের মধ্যে ফরমাইয়াছেন---

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

"তোমার রব্ব্-এর নামের যিকির কর।"

রব্ব্ এর 'নাম মোবারক কি ? আল্লাহ্। আল্লামা পানিপথী বলেন, এই

আয়াত দ্বারা 'ইছ্‌মে যাত'-এর যিকির প্রমাণিত হয়। সূফী-দরবেশগণ যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করিয়া থাকেন– এই আয়াতই উহার প্রমাণ। হাকীমুল উম্মত-মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার বাওয়াদেরুন-নাওয়াদের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের যমানার আমলের মধ্যে এই যিকিরের সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ যখন তাঁহারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করিতেন তখন এক-একটি শব্দ তাঁহারা পৃথক পৃথক্‌ভাবে বারংবার রটিতেন। বারংবার ঐ শব্দের যিকির হইতে থাকিত। এভাবে বারংবার যিকির বা রটনের দ্বারা কোরআনের ঐ অংশ অন্তরে মযবূত ভাবে বসিয়া যাইত। অথচ, তাহা ছিল স্বয়ং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর যমানা––যখন নবীজীর এক-এক নজরেই তাঁহারা ছাহেবে-নেছবত ওলীআল্লাহ্ হইয়া যাইতেন–এবং এত বড় ওলী হইতেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত বড়-ছে বড় যত ওলী-আউলিয়াই পয়দা হইবেন –কোনও ওলী নিম্ন হইতে অতি নিম্ন স্তরের কোনও একজন সাহাবীর সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। আর বর্তমান যমানা হইল নবূয়তী যমানা হইতে বহু পরের যমানা। তাই, তরীকতের বুযুর্গগণ এই তরীকা উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, যেভাবে সাহাবীগণ এক-একটি শব্দ বার বার উচ্চারণ ও পঠনের দ্বারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করিতেন যেমন –––

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

এর এক-একটি লফ্য তাঁহারা বার বার পড়িতেন, তদ্রূপ আমরা বার বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ নাম রটিয়া থাকি, যাহাতে অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ জাগরূক থাকে এবং আল্লাহ্‌র ধ্যান বসিয়া যায়। পূর্ব হইতে আল্লাহ্‌র ইয়াদ তো আছে, কিন্তু তাহা মস্তিষ্কের মধ্যে। অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও ধ্যান তখন বসিবে যখন আমরা বারংবার আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করিব। এক বুযুর্গ বলেন যে, আল্লাহ্‌পাক তাহার বান্দাদের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন ঃ

مرا داری وئے برلب نہ در دل

بہ لب ایماں بہ دل ایماں نہ داری

হে মুসলমানগণ! হে আমার আদরের বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভালবাস বটে, কিন্তু তাহা শুধু মুখের ভালবাসা, হৃদয়ের ভালবাসা নয়। মুখে তোমরা আমার কথা বলিলেও অন্তরের মধ্যে তোমরা আমাকে স্থান দাও নাই। মুখে তোমাদের ঈমানের বুলি, কিন্তু অন্তরে ঈমান ও ভালবাসার বাতি জ্বলে না। তাই, তোমরা আমাকে জায়গা দিয়াছ বটে, কিন্তু তাহা শুধু ঠোঁটে, অন্তরে নয়।

ভালবাস বান্দা আমায় শুধু মুখে মুখে
স্থান দিলে না মোরে তুমি তোমার প্রাণপুটে।
মুখে শত ঈমান ঈমান, আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলো
অন্তরে তো দেখিনারে ভালবাসার আলো।

নেছবতের (ওলীআল্লাহ হওয়ার) নিদর্শনাবলী ঃ

এখানে একটি বিষয় বলিয়া দিতে চাই যে, (যেই ছালেক,) যেই মৌলবী কোন মালদারকে দেখিয়া লালায়িত হইয়া যায় কোন ক্রমেই সে 'ছাহেবে নেছবত' (ওলীআল্লাহ্) নয়। 'ছাহেবে নেছবত'এর একটি আলামত এই যে, হৃদয়ে লব্ধ ধনের কারণে সমগ্র পৃথিবী হইতে সে বিমুখ, অ-মোহ্তাজ ও নিস্পৃহ্ হইয়া যায়। রাজার সিংহাসন ও রাজমুকুট হইতে, ধনীর ধন-দৌলত হইতে, যমীন ও আসমান হইতে, চন্দ্র ও সূর্য হইতে, এমনকি সমগ্র বিশ্ব ও উহার সবকিছু হইতে সে বিমুখ ও বে-নিয়ায হইয়া যায়। কোন কিছুর প্রতি তাহার চোখ যায় না। কোন কিছুর প্রতি কোন রকম লোভ, মোহ, অনুরাগ বা কোন প্রকার মুখাপেক্ষীতা থাকে না। কারণ, যাহার হৃদয়ে সূর্যের স্রষ্টা স্বয়ং আগমন করেন, অসংখ্য সূর্য সঙ্গে লইয়াই তিনি আগমন করেন। চন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা যেই হৃদয়ে আগমন করেন, অসংখ্য চন্দ্রও সেই হৃদয়ের মধ্যে সমুজ্জ্বল থাকে। এই সুবিশাল সাগর-নদী এবং পৃথিবীর যতসব পাহাড়-পর্বত ---এই সব কিছুই তুচ্ছ-অতি তুচ্ছ হইয়া যায় সেই হৃদয়ের সম্মুখে। ইহাদের কি মূল্য আছে সেই মহা ধনে ধন্য ঐ হৃদয় ও হৃদয়ওয়ালার সম্মুখে।

এক বুযুর্গ কোথাও যাইতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, শাহ্ সাহেব, আপনার কাছে কি পরিমাণ সোনা-রূপা আছে? কারণ, আপনারা যারা

ওলীআল্লাহ্, লোকেরা আপনাদেরকে 'শাহ্' বলিয়া সম্বোধন করে। শাহ্ অর্থ বাদশাহ্। রাজা-বাদশাদের ভান্ডারে তো বহু স্বর্ণ-রৌপ্য থাকে। ঐ বুযুর্গ হাসিয়া বলিলেন ঃ

بخانہ زر نمی دارم فقیــرم
ولے دارم خدائے زر امیــرم

আমি একজন ফকীর। আমার ঘরে কোন সোনা-চান্দি নাই। তবে, সোনাচান্দির যিনি খালেক ও মালিক তিনি আমার অন্তরে আছেন। তাহাকে আমি আপন করিয়া লইয়াছি। তাই, আমি বড় আমীর, আমি বাদশাহ। বল, এই জগতে কি এমন কোনও আমীর আছে যে আমার মত ফকীরের সমকক্ষ হইতে পারে?

গৃহে নাহি সোনা-চান্দি, নিঃস্ব গরীব আমি
অন্তরে মোর সোনার মালিক, শ্রেষ্ঠ আমীর আমি।।

দিল্লীর চির অমর মোহাদ্দেছ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লভী (রঃ) মোগল সম্রাটদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন–

ولے دارم جواہر پارۂ عشق است تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

ওয়ালীউল্লাহ্র সীনা এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী যেই হৃদয় আল্লাহ্পাকের সহিত (নেছ্বত ও তাআল্লুকের) গভীর সম্বন্ধ ও গভীর বন্ধনের মনি-মুক্তায় ও ধনে-দৌলতে পরিপূর্ণ। এই আকাশের নীচে আমার চেয়ে বড় আমীর কেহ থাকিয়া থাকিলে আমার সম্মুখে আস।

বন্ধুগণ, লক্ষ্য করুন, একজন আলেম মোগল সম্রাটদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভাষায় কথা বলিতেছেন। বস্তুতঃ এই সকল লোকদেরকেই বলে আল্লাহ্ওয়ালা। এত সাহসী, এত নির্ভীক একমাত্র আল্লাহ্ওয়ালা মানুষই হইয়া থাকে। এই নয় যে, একজন শেঠ আসিলেন, আর মৌলবী সাহেব তাহার পাছে-পাছে ঘুরাঘুরি করিতে লাগিলেন এবং সেই দিনের এশ্‌রাকের নামাযে ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা সাতবার করিয়া পড়িতেছেন, যদিও অন্যান্য দিন মাত্র

তিনবার পড়ার অভ্যাস ছিল। অর্থাৎ চাঁদা আদায়ের মতলবে অদ্যকার সিজদার তস্‌বীহ্‌ তিন বারের স্থলে সাত বারে গিয়া দাঁড়াইতেছে– যাহাতে শেঠ সাহেব এরূপ মনে করেন যে, ওহে, লোকটা ত বড় উর্দ্ধের। তাই, তাহাকে চাঁদা একটু বড় অংকেই দেওয়া উচিত। অথচ, এই ধোঁকা ও চতুরতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক সম্যক অবগত আছেন।

কোন খাঁটি ওলীআল্লাহ্‌ কোন মানুষের দ্বারা ভীত ও প্রভাবিত হইতে পারে না। কাহারও ধন-দৌলত তাহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। হাঁ, ধনীদের প্রতিও তিনি সম্মান প্রদর্শন করিবেন– তবে তা এই খেয়ালে যে, নেক্‌ জিন্দেগী কবূল করিয়া সেও যেন আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যায়। ধনীদেরকে তিনি ঘৃণা করিবেন না, হেয় মনে করিবেন না। তাহাদের জীবন গড়ার জন্য তাহাদের উপরও তিনি মেহ্‌নত করিবেন–– এই নিয়তে যে, ইহারাও হয়তঃ নেক্‌কার ও আল্লাহ্‌র প্রেমিক হইয়া যাইতে পারে।

যিকিরের আদেশ দানের সময় 'রব্ব্‌' (পালনকর্তা) নাম উল্লেখের হেকমত (গূঢ় রহস্য)ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ (আল্লাহ্‌পাক বলেন, ঃ তুমি তোমার রব্ব্‌-এর (পালনকর্তার) নামের যিকির কর।) হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌পাক এখানে 'রব্ব্‌' নামটি কেন অবতীর্ণ করিয়াছেন ? ইহা ব্যতীত অন্য কোন নামও ত এখানে অবতীর্ণ করিতে পারিতেন ? ইহার রহস্য এই যে, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বীয় লালন-পালনকারীর প্রতি একটা সহজাত অনুরাগ ও মহব্বত্‌ থাকে। যে লালে-পালে, মানুষ তাহাকে মায়া-মহব্বতের সহিত স্মরণ করে। বলুন, মা-বাপকে স্মরণ করিতে আমাদের তৃপ্তি লাগে কিনা? কেন ? কারণ, মা-বাপ আপনাকে-আমাকে পালিয়াছেন। তাই, আল্লাহ্‌পাক এখানে তাহার 'রব্ব্‌' নাম অবতীর্ণ করিয়া বলিতেছেন যে, হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে মহব্বতের সহিত ডাক, মায়া-মহব্বতের সঙ্গে আমার নাম লও। শুক্‌না মোল্লাদের মত রস-কষহীন যিকির করিও না। মায়াভরা মনে, প্রেম-ভালবাসা মিশাইয়া আশেকানা যিকির কর। মহব্বতের সহিত আমাকে ডাক দাও। কারণ, আমি তোমাদের পাল্‌নেওয়ালা মাওলা। কত মহব্বতের

সহিত তোমরা তোমাদের মা-বাপকে ডাক। কত মায়া ভরা মনে তাহাদের নাম লও। মা-বাপের নাম লইয়া, মা-বাপের কথা মনে পড়িয়া তোমাদের নয়নযুগল অশ্রুসজল হইয়া যায়। হে বান্দারা, আমিই কি তোমাদের আসল পাল্‌নেওয়ালা নই? মা-বাপ তো তোমাদের ক্ষণস্থায়ী অভিভাবক, সাময়িক তত্ত্বাবধানকারী, অল্পদিনের জন্য যত্নকারী। আসলে ত আমিই তোমদেরকে পালি। আমি তোমাদের আসল পাল্‌নেওয়ালা, আসল যত্নকারী। তোমাদের গঠন-গড়ন, প্রতিপালন সবই ত আমার হাতের। আমি তোমাদের রব্ব্, আমি রব্বুল আলামীন। আমার সহিত লালন-পালনের সম্পর্কের মায়াডোরে তোমরা আবদ্ধ। তাই, আমি যে তোমাদেরকে লালি-পালি-- এই মায়াময় সম্পর্কের কথা মনে রাখিয়া মহব্বতের সহিত আমার নাম লইও।

তাবাত্তুল বা আল্লাহ্‌তে নিমগ্নতার প্রমাণঃ

আল্লাহ্‌পাক প্রথমতঃ যিকিরের আদেশ করিলেন। তারপর বলিতেছেন--

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"সর্ব প্রকার গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু) হইতে পৃথক ও ছিন্ন হইয়া পূরাপূরিভাবে তুমি আল্লাহ্‌পাকের সহিত জুড়িয়া যাও। সব কিছু হইতে রোখ হটাইয়া মন ও জীবনের রোখ স্রেফ আল্লাহ্‌র দিকে এবং আল্লাহ্‌র সহিত স্থাপিত কর।"

এখানে বুঝা দরকার যে, আল্লাহ্‌পাক ব্যতীত সব কিছু হইতে ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া যাওয়ার কি অর্থ? ইহার অর্থ কি স্বজন-পরিজন ও মানব সমাজ সকলকে পরিহার করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাওয়া ? না, কখনও না। বরং ইহার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তুমি যখন যেখানে যেই হালতেই থাক না কেন, সর্বদা, সর্বত্র, সর্ব হালতে তোমার মনের ধ্যান যেন আল্লাহ্‌পাকের দিকে থাকে। অন্তর যেন আল্লাহ্‌তে লিপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সহিত সম্পৃক্ত থাকে। তোমার হাত-পা ও দেহ মাখ্‌লূকের মধ্যে, মানুষের মধ্যে থাকিবে, বাড়ীতে-বস্তিতে থাকিবে বটে, কিন্তু তোমার অন্তর উহাদের মধ্যে লিপ্ত হইবে না। বরং সব কিছুর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তোমার হৃদয়-মন ঐসব কিছু হইতে পৃথক থাকিবে, বিচ্ছিন্ন থাকিবে। তাই

এখানে ছিন্ন ও পৃথক হওয়া মানে অন্তরের দিক দিয়া পৃথক হওয়া। দেহ মাখ্‌লূকের সঙ্গে থাকিলেও দিল্‌ থাকিবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে।

আমাদের ইসলামী শরীঅতে রোহ্‌বানিয়ত (বৈরাগ্যবাদ) হারাম। স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার সব ত্যাগ করিয়া দিয়া খোদাপ্রাপ্তির সাধনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই, তাবাত্তুল্‌ (সবকিছু হইতে, সকল গায়রুল্লাহ্‌ হইতে বিচ্ছিন্নতা ও আল্লাহ্‌তে লিপ্ততা ও নিমগ্নতা) দুই প্রকার ঃ একটি শরীঅত সম্মত, অপরটি শরীঅত বিরুদ্ধ। শরীঅত বিরুদ্ধ তাবাত্তুল এই যে, বিবি- বাচ্চা, ঘর-সংসার সবকিছু ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল এবং দেহে ছাই মাখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া কোন গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। ইহাই বৈরাগ্যবাদ। ইহা ভারতের হিন্দু-সম্প্রদায়, হিন্দু পন্ডিত এবং তাহাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের মতবাদ। আর শরীঅত সম্মত যে তাবাত্তুল (বিছিন্নতা ও লিপ্ততা) উহা মুসলমানদের আদর্শ, আল্লাহ্‌পাকের ওলী-আওলিয়াদের আদর্শ। উহা কি ? উহার অর্থ, পার্থিব সকল সম্বন্ধের উপর আল্লাহ্‌র সম্বন্ধকে বিজয়ী রাখা, দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ও আকর্ষণের উপর আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র প্রেমকে প্রবল ও বিজয়ী করিয়া রাখা। কবি জিগর মুরাদাবাদী এই সত্যকে আপন কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر
وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

আল্লাহ্‌র সহিত আমার ভালবাসার সাফল্য এই যে, তিনি আমার উপর আমার সবকিছুর উপর জুড়িয়া রহিয়াছেন, আর আমি সমগ্র কালের উপর জুড়িয়া রহিয়াছি। তিনি আমার উপর, আমার সমগ্র জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত, আর আমি সকলের উপর, সকল সময় ও যুগের উপর পরিব্যাপ্ত।

তাবাত্তুল (আল্লাহ্‌তে লিপ্ততা ও দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্নতা) হাসিলের তরীকাঃ

কিছুলোক মনে করে যে, আমার মেয়েটির বিবাহ হইয়া যাউক, বাড়ী নির্মাণের কাজটা সম্পন্ন করিয়া লই, করবার জমাইয়া লই, দুনিয়াবী চিন্তা-ধান্দা হইতে একটু মুক্ত হইয়া লই, তারপর আল্লাহ্‌র ওলীদের কাছে যাইব, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত হইয়া যাইব এবং একেবারে সূফী হইয়া যাইব। হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) এধরনের দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের জন্য তাসাওউফের একটি মাস্‌আলা বয়ান করিয়া বলিতেছেন যে, এই আয়াতের পূর্বাপর তর্‌তীব ইহাই বুঝাইতেছে যে, তুমি যেই চিন্তায়, যেই সমস্যায়, যেই অবস্থায়ই থাকনা কেন, এখনই-এই মুহূর্তেই তুমি আল্লাহ্‌র যিকির শুরু করিয়া দাও। আল্লাহ্‌র যিকিরের বরকতেই তুমি সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। যিকিরই তোমাকে মুক্ত করিয়া দিবে। যখন সূর্য উদয় হইবে, রাত আপনাতেই বিদায় গ্রহণ করিবে। তদ্রূপ, সকল গায়রুল্লাহ্ ও দুনিয়ার সকল চিন্তা-পেরেশানী তখনই পরাভূত হইবে যখন তুমি আল্লাহ্‌র স্মরণে লাগিয়া যাইবে। এজন্যই আল্লাহ্‌পাক ইহা বলেন নাই যে, প্রথমে অন্তরকে সবকিছু হইতে মুক্ত কর, তারপর আমার নামের যিকির শুরু কর। বরং তিনি বলিতেছেন, হে বান্দা, তোমার প্রথম কাজ এই যে, তুমি আমার নামের যিকির শুরু করিয়া দাও এবং আমার নামের বরকত দেখিতে থাক। হে বান্দা, আমার নামই তোমাকে সর্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। আমার নামের বরকতে তোমার কাংখিত একাগ্রতা হাসেল হইবে। তাবাত্তুল অর্থাৎ গায়রুল্লাহ্ হইতে মুক্তি লাভ যদি আল্লাহ্‌র যিকিরের উপর নির্ভরশীল না হইত তাহা হইলে আয়াতের বর্ণনার তরতীব পরিবর্তন হইয়া প্রথমে تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا তারপর وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ নাযিল হইত, যাহার অর্থ এই হইত যে, প্রথমে সকল গায়রুল্লাহ্ হইতে মুক্ত হও, তারপর আমার নাম লও। তৎপরিবর্তে প্রথমে যিকিরের, তারপর একাগ্রতা ও গায়রুল্লাহ্ ইতে মুক্ত হওয়ার হুকুম নাযিল করিয়া তিনি আমাদেরকে জানাইয়া দিলেন যে, প্রথমে তোমরা আমার নাম যপনা শুরু করিয়া দাও। আমার নামের এবং আমার যিকিরের বরকতে এমনিতেই তোমাদের একাগ্রতা

অর্জন হইয়া যাইবে এবং অন্তর হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত গায়রুল্লাহ্ও বাহির হইতে থাকিবে।

মসনবী শরীফে তাবাত্তুলের প্রেমাত্মক দৃষ্টান্তঃ

মাওলানা রুমী (রঃ) এই আয়াতের এক মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহা আল্লাহ্র প্রেমিকদের প্রেমময় ব্যাখ্যা। তিনি বলেন, কোন এক দরিয়ার কিনারায় একটি লোক দন্ডায়মান ছিল যাহার উপর গোসল ফরয ছিল এবং তাহার শরীরে নাপাক লাগিয়া ছিল। দরিয়া বলিল, হে ভাই, কি ব্যাপার ? বহুক্ষণ যাবত তুমি বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া আছ ? লোকটি বলিল, হে দরিয়া, তুমি হইলে পাক, আর আমি হইলাম নাপাক-- তাই লজ্জায় আমি তোমার ভিতরে আসিতে পারিতেছিনা। দরিয়া বলিল, শোন, এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে কিয়ামত পর্যন্তও তুমি নাপাকই থাকিয়া যাইবে। তাই যেই হালতেই আছ, লাফ দিয়া তুমি আমার ভিতরে আস। তোমার মত এরূপ লক্ষ লক্ষ অপবিত্র আমার মধ্যে আসিয়া পবিত্র হইয়া যায়, অথচ আমার পানি রাশি পূর্ববৎ পবিত্রই থাকিয়া যায়।

তাই বলি হে বন্ধু, যেই হালতেই থাকনা কেন, আল্লাহ্কে স্মরণ করিতে আর দেরী করিও না। যত খারাপ, যত বিশ্রী অবস্থাই তোমার হউকনা কেন, আল্লাহ্র নামের যিকির শুরু করিয়া দাও। যিকিরের দরিয়ার বরকতে গায়রুল্লাহ্র সকল নাজাছাত, সর্বপ্রকার অপবিত্রতাই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

যিকির পরামর্শ নিয়া করিবেনঃ

তবে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সহিত পরামর্শ করিয়া সেই মোতাবেক যিকির করিবেন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) যখন এই কথা বলিলেন তখন খাজা আযীযুল হাসান (রঃ) বলিয়া উঠিলেন, হযরত, আল্লাহ্ওয়ালাদের পরামর্শের বিষয়টি আপনি কেন যোগ করিতেছেন? কাহারও পরামর্শ ব্যতীতই যদি আমরা যিকির করি তবে এই যিকির দ্বারাই কি আমরা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছিতে পারিব না ? এখন হযরত হাকীমুল-উম্মতের উত্তর শুনুন। তিনি

বলিলেন, আসল সত্য ইহাই যে, যিকিরের দ্বারাই আমরা আল্লাহ্‌কে পাইব, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছিব, যিকিরই আমাদিগকে পরম প্রিয় মাওলার সহিত মিলাইয়া দিবে। কিন্তু ইহা তখনই হইবে যখন কোন ওলীর হেদায়েত ও পরামর্শ মোতাবেক যিকির করা হইবে। যেমন, কাটার কাজটা তলোয়ারের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, কিন্তু তা তখনই সম্ভব হয় যখন উহা কোন মানুষের হাতের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় কাহারও হাতের সাহায্য ব্যতিরেকে তলোয়ার নিজে নিজেই কোন মানুষকে কাটিতে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্য ত সাধন হইবে যিকিরের দ্বারাই, কিন্তু শর্ত হইল তা কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার মশ্‌ওয়ারা মোতাবেক হওয়া চাই। এই মশ্‌ওয়ারা গ্রহণ অতীব জরুরী কাজ। অন্যথায় বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। এমনকি, মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। বহুলোক বিনা পরামর্শে ইচ্ছা মাফিক যিকির করিয়া মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কেহ অনিদ্রায় ভুগিতেছে। কাহারও মধ্যে গোস্বা-ক্রোধ জন্ম হইয়াছে, মেযাজ কর্কশ ও খিটখিটে হইয়া গিয়াছে। এমনকি, অনেকে ত একেবারে পাগলই হইয়া গিয়াছে। লোকেরা ইহাদিগকে মাজ্‌যূব (আত্মভোলা–আপনভোলা ওলীআল্লাহ্) মনে করিয়াছে, অথচ, ইহারা হইল মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল। দুনিয়া ব্যাপী যত লোক এইভাবে পাগল হইয়াছে বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে যাহাদিগকে দ্বীনদার-নেক্কার বলিয়া মনে হইত, বাস্তবতঃ উহারা সকলেই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের কোন মুরব্বী ও পরামর্শদাতা ছিল না। এই পথের কোন পরিপক্ক দিশারীর নির্দেশনা ও পরামর্শ ছাড়াই শক্তি-সামর্থের চেয়ে বেশী যিকির-ওযীফা করার কারণে ইহাদের মস্তিষ্ক শুকাইয়া গিয়াছে, অবশেষে পাগল হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা কোন আল্লাহ্‌ওয়ালাকে নিজের এছ্‌লাহী মুরব্বী করিয়া লয় এবং তাঁহার পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে যিকির করে, সেই আল্লাহ্‌ওয়ালা ঐ যিকিরকারী ব্যক্তির অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, খোঁজ-খবর রাখেন এবং অবস্থাভেদে যিকিরের পরিমাণ কম-বেশী করিয়া দিতে থাকেন। যেমন ড্রাইভার তাহার গাড়ীর প্রতি নজর রাখে। যখনই ইঞ্জিনের পানি শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিতে পায়, তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ইঞ্জিনে পানি দিয়া নেয়। যখন ইঞ্জিন ঠান্ডা হইয়া যায় তখন আবার গাড়ী চালায়।

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)কে লিখিয়া জানাইল যে, হযরত, যিকিরের সময় আমি একটা রোশ্‌নি (আলো) দেখিতে পাই। ---বুঝিতেই পারেন যে, লোকেরা এরূপ হালতে পীরের নিকট হইতে কি ধরনের উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশা করে? মনে বার বার খেয়াল জাগে, এইবার ত নিশ্চয়ই খেলাফতনামা আসিয়া যাইতেছে! জালুয়া যখন দেখিয়াছি, খেলাফতের হালুয়া তো এখন অবশ্যই আসা উচিত। কিন্তু হযরত থানবী তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ইহা আপনার মস্তিষ্কের শুষ্কতার লক্ষণ। অতএব, আপনি যিকির মুলতবী করিয়া দিন। নির্জনে থাকিবেন না। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কাটাইবেন, তাহাদের সহিত হাসি-আনন্দ ও মনে প্রফুল্লতা আনে এমন আলাপ-আলোচনা করিবেন, ভোর বেলা হাওয়া খাইবেন। বাগ-বাগানে গিয়া খালী পায়ে ঘাসের উপর হাটিবেন, যেন শিশিরের আর্দ্রতার ফলে মস্তিষ্কের শুষ্কতা দূরীভূত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ যদি কোন আনাড়ী পীরের পালায় পড়িত তবে ত ইহাকে খেলাফতই লিখিয়া দিত।

আর এক ব্যক্তি থানাভবনে হযরতের খান্‌কায় আসিলে হযরত তাহাকে কিছু যিকির বাতলাইয়া দিলেন। কয়েক দিন যাবত কিছু যিকির-আয্‌কার করার পর সে নিজেকে পীরানে পীর, শায়খুল মাশায়েখ ভাবিতে লাগিল। এবং আচার-আচরণে লোকদের সহিত মুরুব্বিয়ানা দেখাইতে লাগিল। কখনও একজনকে, কখনও আর একজনকে ধমকাইয়া বলিল, হে মিয়া, এই লোটা তুমি এখানে রাখিয়াছ কেন ? হে অমুক, তুমি এখানে বসিয়া আছ কি জন্য ? –ইত্যাদি। হযরত থানবী তাহার এসব উক্তি শুনিয়া ইহার মূল হেতু কি তা বুঝিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, তোমার এই কি আচরণ? ইহাদের চিকিৎসার জন্য আশরাফ আলী কি যথেষ্ট নয়? তুমি আবার কবে হইতে ডাক্তার বনিয়া গেলে? তোমার মস্তকে অহংকার ঢুকিয়া গিয়াছে। তুমি এখন আর যিকির করার উপযোগী নও। হালুয়া তখন খাইতে দেওয়া হয় যখন পেট ভাল থাকে। যাও, তুমি যিকির বন্ধ রাখ। ইহা বলি না যে, যিকির বর্জন কর। কারণ, আল্লাহ্‌র নাম বা আল্লাহ্‌র যিকির বর্জন করিতে বলিতেছি না। বরং আপাততঃ মুলতবী রাখ। আর মসজিদের উযূখানায় গিয়া প্রত্যহ মুসল্লীদের কফ-কাশ সাফ কর। নামাযীদের জুতা সোজা কর, খান্‌কায় ঝাড়ু

লাগাও। যতক্ষণ পর্যন্ত দেমাগের খান্নাছ বাহির না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাই তোমার ডিউটি। অহংকার দূর না হইলে কোন লাভ হইবে না।

জনৈক আলেমের এখ্‌লাছের কাহিনীঃ

জনৈক আলেম তাহার পীরকে বলিলেন, হযরত, আজকাল ত যিকিরে তেমন কোন মজা অনুভব হয় না। তাহার বাচনভঙ্গী দ্বারা শায়্‌খ্ বুঝিয়া ফেলিলেন যে, ইহার মধ্যে অহংকার আছে। আল্লাহ্‌র ওলীগণ মানুষের আত্মার ব্যাধিসমূহ বুঝিয়া ফেলেন। তাই তিনি বলিলেন, মাওলানা, বর্তমানে আপনার মধ্যে একটা কঠিন বীমারী পয়দা হইয়া গিয়াছে, উহার চিকিৎসা করা জরুরী। মাওলানা সাহেব বলিলেন, হযরত, প্রতিকারের জন্য যেকোন ব্যবস্থা নির্ধারিত হইবে তাহা গ্রহণের জন্য এ অধম আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। আসলে মাওলানা সাহেব 'মোখ্‌লেছ' (নিষ্ঠাবান, খাঁটি) ছিলেন, কিন্তু শয়তান তাহার অন্তরের মধ্যে অহংকার ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ভিতরে অহংকার আসার পর আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে যিকিরের স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পীর সাহেব বলিলেন, তবে তুমি এক কাজ কর, পাঁচ কেজি আখরোট নিয়া আস এবং তাহা একটি সাজিতে ভরিয়া এমন এক মহল্লায় যাও যেখানে ছেলেপুলের আড্ডা বেশী। সেখানে গিয়া এ'লান করিতে থাক যে, যেকোন ছেলে আমার মস্তকে পাঁচটি করিয়া থাপ্পড় মারিবে তাহাকে পাঁচটি করিয়া আখরোট দেওয়া হইবে। বস, যেই কথা সেই কাজ। মাওলানা সাহেব রীতিমত পাগড়ী পরিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রথম থাপ্পড়েই পাগড়ী খুলিয়া পড়িয়া গেল। তারপর ত থাপ্পড় আর থাপ্পড়ের বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। ছেলেরা ত পবমানন্দে মাতিয়া উঠিল, একদিকে থাপ্পড় মারার মজা, আর একদিকে থাপ্পড়-প্রতি পাঁচটি করিয়া আখরোট পাওয়ার এক আলাদা মজা। তাই উহারা কুদিয়া কুদিয়া থাপ্পড় মারিতেছে এবং পুরস্কার স্বরূপ আখরোট পাইতেছে। ওদিকে মাওলানা সাহেব পীরের হুকুম মোতাবেক যথারীতি মাথা ঝুকাইয়া বসিয়া আছেন। আহা, কি মোখলেছ, কি যে খাঁটি ছিল এই মানুষটি! তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আসমানের ফেরেশতারাও হয়তঃ কাঁপিয়া উঠিতেছিল যে, হায়, এত বড় একজন আলেমের আজ কি এক করুণ দশা! তাহার সম্মানের পাগড়ী মস্তক হইতে ছিন্ন করা হইতেছে! কতিপয় আনন্দপাগল ছেলেপুলের উল্লাসের সামগ্রী হইয়া আছে।

অবুঝ শিশুদের বিরাহমীন থাপ্পড়ের বৃষ্টি বর্ষিয়া চলিয়াছে এল্‌মের মহা সম্মানীয় একটি মস্তকের উপর। প্রাণাধিক প্রিয় আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌কে রাযী-খুশী করার জন্য অবনত মস্তকে কী অপমান তিনি সহিয়া যাইতেছেন।

--কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার টুক্‌রি খালি হইয়া গেল আখরোট হইতে, মস্তকও মুক্ত হইয়া গেল অহংকার হইতে। ইহার পর যখন তিনি যিকির শুরু করিলেন এবং তাহার মুখ দিয়া 'আল্লাহ্' উচ্চারণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত রোশ্‌নী চমকাইয়া গেল, নূরে ভরিয়া গেল, আত্মার সম্মুখে আসমান-যমীন সব মধুর দরিয়া হইয়া গেল, আল্লাহ্ নামের অমিয় সুধা ও সুমিষ্ট স্বাদ শিরায় শিরায় প্রবাহিত ও অনুভূত হইতে লাগিল। যিকিরের পর আপন শায়খের নিকট গিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আবেগ ভরা প্রাণে বলিলেনঃ প্রাণাধিক প্রিয় হে মোর্শেদ, জাযাকাল্লাহ্ (আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দান করুন), অন্ধকে আপনি চক্ষুদান করিয়াছেন, (আমার পিপাসাকাতর শুষ্ক মন-মরুভূমিকে শীতল পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন)। ইহা আপনার এহ্‌সান ও দয়ার দান যে, নিমের শরবতের চেয়ে অতি তিতা দাওয়া পান করাইয়া এই হতভাগ্য-বঞ্চিতকে আল্লাহ্‌র সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। (শত মোবারকবাদ সেই তিতার প্রতি যেই তিতা সেবন করিয়া পরম-আরাধ্য প্রিয়জনকে লাভে আমি ধন্য হইয়াছি।)

جامے چند دادم جاں خریدم
بحمد الله عجب ارزاں خریدم

অচল কয়টি কাঁকর দিয়া মুক্তা ও কাঞ্চন ?
আল্লাহ্-আল্লাহ্! এত সস্তায় পেলাম প্রাণের ধন!

পাপের মূল্যহীন তুচ্ছ কঙ্কররাশি বিসর্জনের বিনিময়ে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তবে ইহা কি অতি অল্প মূল্যে অনেক বেশী দামী সম্পদ লাভ করা নয় ? গুনাহ্ ত প্রস্তরকণা বা মাটির ঢেলার মতই হীন ও তুচ্ছ। তাই হীন ও তুচ্ছ এ পাথরকণাগুলি বর্জন করিয়া দিলে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তবে কত খুশীর সহিত তাহা বর্জন করা উচিত। এক বুযুর্গ বলেন যে, আমি পাপের কয়েকটি প্রস্তরকণা পরিহার করিয়াছি, ইহার বদলে আমি আমার আল্লাহ্‌কে লাভ করিয়াছি। আলহামদু লিল্লাহ্ ,বড় সস্তা দামে আমি আল্লাহ্‌কে পাইয়াছি।

হযরত শাহ্ আবদুল গণী ছাহেব ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছেন, এক বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্! আপনার মূল্য কত? কি মূল্য আদায় করিলে আমি আপনাকে পাইয়া যাইব? উত্তরে আসমান হইতে একটি আওয়াজ ভাসিয়া আসিল এবং বলা হইল যে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগত তুমি আমার জন্য কোরবান করিয়া দাও, বিসর্জন দিয়া দাও। তদুত্তরে ঐ আল্লাহ্র প্রেমিক বলিয়া উঠিলেন ঃ

قیمت خود ہر دو عالم گفتئی
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

হে আল্লাহ্! পরমপ্রিয় ও পরম আরাধ্য হে মা'বূদ! আমি ত ভাবিয়াছিলাম যে, আপনাকে পাইতে হইলে অনেক মূল্য আদায় করিতে হইবে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হইবে। হে মাওলা! আপনিত আপনাকে অনেক বেশী সস্তা মূল্যে পেশ করিতেছেন। আপনার মূল্য আপনি আরও বাড়াইয়া বলুন। নিশ্চয় আপনার মূল্য উভয় জগতের চেয়ে অনেক বেশী।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্কে যারা চান, আল্লাহ্কে যারা চিনেন তাদের অবস্থা ত এই। সবকিছু বিলাইয়া দিয়া, সবকিছু বিসর্জন দিয়া তারা আল্লাহ্কে পাইতে চান। এবং সবকিছু বিসর্জন করিয়াও আল্লাহ্র মহববতের ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কের কোন হকই তাহারা আদায় করেন নাই, করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে করেন। অথচ, আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্র জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকারও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সামান্য একটু কষ্ট সহিয়া কুদৃষ্টি হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে পারি না। বলিয়া থাকি যে, নজর ফিরাইয়া রাখা ভীষণ কষ্টের কাজ, কি করিয়া নজর না করিয়া থাকিব, কিভাবে দৃষ্টি সংযত রাখিব? হে ভাই, যদি কষ্ট স্বীকার না কর তবে কিরূপে তুমি আল্লাহ্কে পাইবে? আল্লাহ্কে যদি পাইতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। ভাই, শোন, এই কষ্ট ত কষ্ট নয় বরং ইহা বড় নেআমত। কারণ, কাল

কিয়ামতে অন্ততঃ এইটুকু ত বলিতে পারিবে যে, হে আল্লাহ্! হে মাওলা! আপনাকে পাওয়ার পথে-পথে আমি খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছি।

মোজাহাদা পরিমাণে মোশাহাদাঃ যত কষ্ট তত নৈকট্যঃ

ইতিপূর্বেও আমি একটি মেছাল (দৃষ্টান্ত) শুনাইয়াছিলাম। আবারও তাহা পেশ করিতেছি। আপনার তিন জন বন্ধু আছে এবং কতিপয় শত্রুও আছে। আপনার কাছে আগমনকারী আপনার বন্ধুবর্গের প্রতি তাহারা নির্যাতন করে, ছুরিকাঘাত করে। তবুও চেষ্টা-তদবীর করিয়া তিন বন্ধুই আপনার কাছে পৌঁছিল। তম্মধ্যে একজন একটি ছুরিও খায় নাই। দ্বিতীয় জনের উপর দশবার ছুরিকাঘাত হইয়াছে। আর তৃতীয় জনের উপর পঞ্চাশ বার। বলুন, আপনার ভালবাসার জন্য এই তিনজরে মধ্যে কাহাকে আপনি বেশী নম্বর দিবেন? কাহাকে বেশী পুরস্কার ও নৈকট্য দান করিবেন? সন্দেহ নাই যে, পঞ্চাশ ঘাই খাওয়া বন্ধুর প্রতিই আপনার মনে সর্বাধিক অনুরাগ জাগিবে। বেশী আঘাত প্রাপ্ত জনই আপনার বেশী নৈকট্য প্রাপ্ত হইবে। তাই, আল্লাহ্র রাস্তায় যে যত আঘাত খায় সে তত নৈকট্য পায়। যে সবচেয়ে বেশী আঘাত খায় সে সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হইয়া যায়।

অতএব, আল্লাহ্র পথে যে এক ঘাইও খায় নাই সে ত এমন কোন জঙ্গলের বাসিন্দা হইবে যেখানে কোন মেয়েলোক দেখা যায় না। সেখানে নজর বাঁচানোর কোন মেহ্নত-মোজাহাদা নাই, তাই কোন ঘাইও খাইতে হয় নাই। আর এক বান্দা আল্লাহ্র মহব্বতে দশটি আঘাত খাইয়াছে। সে এমন কোন নেক্কার-দ্বীনদারদের বস্তিতে বাস করে যেখানে অধিকাংশ মেয়েরা বোরকা পরিয়া চলে। তৃতীয় আর এক বান্দা রি-ইউনিয়নে (ইউরোপ-আমেরিকায় বা অনুরূপ কোন উলঙ্গপনার বিষাক্ত পরিবেশে) বাস করে-- যেখানে নারীরা অহরহ উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করে, চতুর্দিকে নারীদেহের প্রদর্শনী চলিতে থাকে। সেখানে ত প্রতি কদমে মুজাহাদা --প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র জন্য কষ্ট সহিয়া চলিতে হয়, কষ্ট আর কষ্ট সহিয়া কাটাইতে হয়। প্রতিবার নজর বাঁচাইতে গিয়া অন্তরে আঘাত লাগিতে থাকে। এই বান্দাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত

পৌঁছিতে মনে করুন, পঞ্চাশটি ছোরার আঘাত খাইতে হইয়াছে। বরং এরূপ পরিবেশে ত দিবারাত শত শত আঘাত আর আঘাত খাইতেই থাকিতে হয়। তবে কি আল্লাহ্‌পাক কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার ঐ আঘাতের পর আঘাত খাওয়া মুসলমানদের এভাবেই তামাসা দেখিবেন? আল্লাহ্‌র জন্য এত এত আঘাত খাওয়ার কোন মূল্যই কি আল্লাহ্‌পাক দিবেন না ? তাহার জন্য আঘাত সহিবার বিনিময়ে তিনি তাহার ভালবাসার ও নৈকট্যের স্বাদ কি আস্বাদন করাইবেন না? আমি ত বলি যে, (এখানে এবং এধরনের পরিবেশে) শুধুমাত্র নজরের হেফাযতের দ্বারা এত বেশী ঈমানের নূর ও মাধুর্য আল্লাহ্‌পাক দান করিবেন যাহা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন। কারণ, এখানে কষ্ট বেশী, কাজেই নূর ও নৈকট্যও বেশী হাসিল হইবে। মোজাহাদা পরিমাণ মোশাহাদা নসীব হইয়া থাকে। তাই এহেন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া লয়, একটু হিম্মত করে তবে সে বড়-ছে বড় ওলীআল্লাহ্ হইতে পারে। যদি সে এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি কিছুই না পড়ে, শুধুমাত্র ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে-মোআক্কাদাহ্ আদায় করে এবং নজরের হেফাযত করে তবে ইহা দ্বারাই সে ওলীদের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী 'আওলিয়ায়ে সিদ্দীকীন' এর মধ্যে শামিল হইতে পারে। ইহা দ্বারাই ঈমানের এমনই মধুস্বাদ সে উপভোগ করিবে যাহা বড়-ছে বড় তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তিও হাসিল করিতে পারিবেনা।

আমি তাবাত্তুলের তাফসীর আরয করিতেছিলাম যে, গায়রুল্লাহ্ হইতে তখনই তুমি পৃথক হইতে পারিবে যখন তুমি আল্লাহ্‌কে পাইয়া যাইবে। যখন সূর্য উদয় হয়, সকল তারকারাজি আপনাতেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দিনের আলো দেখিতেই রাত আপনাতেই পলায়ন করে। তাই আল্লাহ্‌র নামের যিকির করিয়া আল্লাহ্‌কে আপন হৃদয়ে লইয়া লও, দেখিবে সব গায়রুল্লাহ আপনাতেই পালাইয়া গিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ্ যে হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন সেই হৃদয়ে কোন গায়রুল্লাহ্ থাকিবে কি করিয়া? তাই, আল্লাহ্‌কে তুমি তোমার হৃদয়ে ভরিয়া লও। আল্লাহ্‌পাক যখন তোমার অন্তর জুড়িয়া আসন গ্রহণ করিবেন, তোমার অন্তরও তখন আল্লাহ্‌র সহিত মিশিয়া যাইতে থাকিবে। সেই আল্লাহ্ যিনি চুম্বকের সৃষ্টিকর্তা -- যাহার সৃষ্ট চুম্বকীয় শক্তি তথা মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে গোলাকার এই বিশাল পৃথিবী শূন্যের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে– নীচে কোন খুটি নাই, কোন খাম্বা নাই। যেই আল্লাহ্ এত বড় চুম্বকীয় শক্তি সৃষ্টি করিতে পারেন যে, কতনা পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর বুকে ধারণ করিয়া কোনও নির্ভর

ছাড়াই এত বিরাট এ পৃথিবীটা শূন্যের মধ্যে স্থির হইয়া আছে এবং ঐ শক্তি উহাকে অনড়-অটল ভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে--সেই আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে কী আকর্ষণ, কী চুম্বকীয় শক্তি এবং কত বেশী জড়াইয়া ধরার ও জড়াইয়া রাখার ক্ষমতা বিদ্যমান ? আহা, আল্লাহ্‌র নাম ত লইয়া দেখ--- তিনি তোমাকে আপন সত্তার সঙ্গে এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিবেন ও মিশাইয়া রাখিবেন যে, সমগ্র পৃথিবী একত্র হইলেও এক চুল পরিমাণও তোমাকে আল্লাহ্‌ হইতে পৃথক করিতে পারিবে না।

মসনবী শরীফে তাবাত্তুলের আরও বিশ্লেষণঃ

এই তাবাত্তুল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যানে-আল্লাহ্‌র গুণগানে লিপ্ততার ব্যাখ্যায় একটা চমৎকার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন যে, একটি মশা হযরত সুলায়মান আলাইহিচ্ছালাম এর নিকট অভিযোগ করিল যে, হযরত, এই হাওয়া আমাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না। যখন আমার ক্ষুধা লাগে এবং আমি কোন মানুষের রক্ত চুষিতে থাকি তখন হঠাৎ হাওয়া আসিয়া ঠেলিয়া-ধাক্কাইয়া আমাকে আমার স্থান হইতে মাইলের পর মাইল দূরে লইয়া যায়। হযরত সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, আচ্ছা? তবে ত তুমি বাদী হইয়া গেলে। এখন আমার কর্তব্য হইল বিবাদীকে উপস্থিত করা এবং বাদী-বিবাদীর সম্মুখে সুষ্ঠু বিচার করিয়া দেওয়া। যে কোন বিচারের জন্য বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি জরুরী। তাই, এখনই আমি হাওয়াকে দরবারে তলব করিতেছি। অতঃপর তিনি হাওয়াকে দরবারে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যেই হাওয়া আসিল, উহার আঘাতে বেচারা মশা কোথা হইতে কোথায় যে চলিয়া গেল। হযরত সুলায়মান (আঃ) হাসিয়া উঠিলেন যে, এ তো বড় মজার বিচার প্রার্থী, বিবাদী হাযির হইতেই বাদী ভাগিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরেই তিনি হাওয়াকে হুকুম দিলেন যে, যাও,তুমি চলিয়া যাও। অতঃপর আবারও তিনি মশাকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, কি হে, তুমি চলিয়া গেলে কেন ? মশা বলিল, হুযূর, ইহাই ত আমার দুঃখ যে, এই যালেম যখনই আসে, এক মুহূর্তও আমি সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিনা-- ভাগিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন গতিই তখন থাকে না।

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন যে, এভাবে আল্লাহ্ পাকের জ্যোতির্ময় সূর্য যখন অন্তরে উদয় হইবে, সর্বপ্রকার গায়রুল্লাহ্ তখন আপনাতেই দৌড়াইয়া পালাইবে। নূর আসিতেই অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে। তাই বলি, আল্লাহ্র নাম যপিতে শুরু কর। তবে তা কোন আল্লাহ্ওয়ালার মশ্ওয়ারা মোতাবেক হওয়া চাই। মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহূ) বলেন, যাহার কোনও বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক নাই এবং কাহাকেও পীর হিসাবে গ্রহণ করিতেও যে লজ্জা বোধ করে– এমতাবস্থায় কাহাকেও অন্ততঃ নিজের উপদেশদাতা বা পরামর্শদাতা রূপে হইলেও গ্রহণ করা উচিৎ। তাঁহার নিকট হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় চলিবার পরামর্শাদি গ্রহণ করিতে থাকিবে। পরামর্শের দ্বারাও তো রাস্তা জানা যায়।

উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা তাসাওউফের দুইটি মাছ্আলা প্রমাণিত হইয়া গেলঃ ইছ্মে-যাতের যিকির ও তাবাত্তুল (বা আল্লাহ্র জন্য সর্বস্ব ত্যাগ)। অতঃপর আল্লাহ্পাক বলিতেছেন-- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ দেখ, আমি পূর্বেরও রব্ব্-যেদিকে সূর্য উদয় হয়—এবং আমি পশ্চিমেরও রব্ব্ যেদিকে সূর্য অস্ত যায়।

অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য লিপ্ততা ও একাগ্রতার পথে তোমরা কিছু বাধা অনুভব কর। যেমন যিকিরের সময় বিভিন্ন কাজের কথা স্মরণ হইতে থাকে যে, আজ আমাকে অমুক কাজ করিতে হইবে। যিকিরের জন্য তস্বীহ্ হাতে লইতেই বিভিন্ন অছ্অছা শুরু হইয়া যায়, দোকান হইতে ডিম-পাউরুটি, বাজার হইতে পান-সুপারী, চাল-ডাল ইত্যাদি আনার কথা মনে পড়িতে থাকে। অনুরূপ, রাত্রিবেলা যখন যিকির করিতে বসে তখনও একই অবস্থা হয়, এই কাজ, ঐ কাজ, নানাহ কাজের কথা মনে পড়িতে থাকে। তাই, আল্লাহ্পাক বলিতেছেন, হে আমার যিকিরকারী বান্দারা, শোন, আমি আল্লাহ্ সেই দিকের রব্ব্ যেদিক হইতে সূর্য উদয় হয়। যেই আল্লাহ্ সূর্য বাহির করিতে পারেন এবং দিন সৃষ্টি করিতে পারেন সেই আল্লাহ্ই তোমাদের দিনের বেলার কার্যাবলীর যথেষ্ট সামাধান কি করিতে পারেন না? বন্ধুগণ, দেখুন, আল্লাহ্র কালামের কী মর্মস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গী। আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, আমি যখন সূর্য দিতে পারি, দিন বানাইতে পারি, তাহা হইলে ঐ দিন তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা কি আমি পূরণ করিতে পারি না? বল,সূর্য প্রকাশ করা এবং দিন পয়দা করা বেশী কঠিন, নাকি চার-পাঁচ কিলো আটা বা ডাল-লবণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া? অথচ,

তোমরা উহারই ধান্ধায় মরিতেছ। তাই, শয়তান যে তোমাদের অন্তরের মধ্যে নানাহ্ রকমের কথা ঢুকাইতে থাকে উহার প্রতি মোটেই খেয়াল দিও না, একটুও সেদিকে মন লাগাইওনা। বরং তুমি অন্তরে এই ধ্যান জাগাইয়া লও যে, আমার আল্লাহ্ আমার দিনভরের সমস্ত কাজের জন্য উত্তম অভিভাবক, তিনি আমার দিবা-রাতের সকল প্রয়োজনের উত্তম সামাধান দাতা। রাত্রিবেলায় যদি অছ্অছা আসে তখন এই ধ্যান করিয়া লও যে, আমার আল্লাহ্ অস্তাচলেরও প্রভু। যিনি সূর্যকে ডুবাইয়া দিয়া রাত্র বানাইতে পারেন তিনি রাত্রিবেলার প্রয়োজন সমূহও পূরণ করিয়া দিতে পারেন।

تو لے اللہ کا نام

تیرا سب بنے گا کام

তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ই তোমার সকল কাজ আঞ্জাম দিয়া দিবেন।

তারপর বলিতেছেন -- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। অর্থাৎ এক আল্লাহ্পাককে অন্তরে স্থান দাও, আর বাকী সবকিছু অন্তর হইতে বাহির কর। তুমি গায়রুল্লাহ্কে অন্তর হইতে বাহির করার কাজে যত বেশী সফল ও অগ্রবর্তী হইবে, আল্লাহ্র সহিত তোমার সম্পর্কও তত বেশী গভীর হইতে থাকিবে।

نکھرتا آرہا ہے رنگ گلشن

خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں

আমার অন্তরের ফুলবাগানের মধ্যে জমিয়া থাকা সকল ঘাস-পাতা, খড়-কুটা সব জ্বলিয়া-পুড়িয়া পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। এইবার আমার ফুলবাগান খালেছ ফুলবাগান রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

হৃদয় কানন হাসিতেছে আজি, ফুটিতেছে তাজা ফুল,

যেইবা সরিল খড়কুটা যত, আগাছার যত ডাল-মূল।

ইহা ধ্রুব সত্য যে, হৃদয়ের যমীন গায়রুল্লাহ্ হইতে পাক হইলেই উহাতে আল্লাহ্র তাজাল্লী বর্ষণ হয়, আল্লাহ্র নূর জ্বলিয়া উঠে।

নফী-এছবাতের যিকিরের প্রমাণ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির)

তাসাওউফের লাইনে বিশেষভাবে দুইটি যিকির বাতলানো হইয়া থাকে-- একটি ইছমে যাতের যিকির অর্থাৎ 'আল্লাহ্' নামের যিকির, দ্বিতীয়টি নফী-এছবাতের যিকির অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র যিকির। অত্র আয়াতে উল্লেখিত "লা-ইলাহা ইল্লাহূ " দ্বারা নফী-এছ্বাতের যিকির প্রমাণিত হয়। এজন্য তাফসীরে মাযহারী দেখিয়া লউন। অদ্য আমি তাসাওউফের মাসআলার প্রমাণের জন্য তাফসীরগ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি যাহাতে কোনও আলেম এরূপ না মনে করিতে পারেন যে, তাসাওউফ সূফী-দরবেশদের হাতে তৈরী করা কোন মনগড়া জিনিস।

কত বড় আলেম ছিলেন আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) যাঁহার সম্পর্কে স্বয়ং তাঁহার পীর এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে,কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার জন্য তুমি কি নিয়া আসিয়াছ ? তাহা হইলে আমি কাযী ছানাউল্লাহ্কে পেশ করিয়া দিব। এবং হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রঃ)এর সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) বলিয়াছেন যে, এই লোকটি (কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী) যমানার ইমাম বায়হাকী। সেই হযরত কাযী ছানাউল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) তাঁহার তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে মাযহারীতে কোরআনের দলীল দ্বারা তাসাওউফকে প্রমাণিত করিয়াছেন। - তাই, ইছ্মে যাতের যিকির, নফী-এছ্বাতের যিকির ও তাবাত্তুল-- এই তিনটি বিষয়ই পবিত্র কোরআনের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গেল।

তাসাউফের আরেকটি মাছআলা তাওয়াক্কুল-এর প্রমাণ

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন-- فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

অতএব, তুমি তাহাকে তোমার ভরসাস্থল ও তোমার কর্ম সম্পাদনকারী রূপে গ্রহণ কর।

অর্থাৎ যখন আমি এত বড় রব্ব্ যে, আমিই দিন পয়দা করি, আমিই রাত্র পয়দা করি, অতএব, তুমি আমাকে তোমার পূর্ণ ভরসাস্থল ও সুন্দরভাবে সুচারুরূপে তোমার সকল কর্মসম্পাদনকারী ও সকল প্রয়োজনাদি পুরণকারী বলিয়া গ্রহণ কর। আমিই তোমার আস্থা ও ভরসার জায়গা। ইহা দ্বারা তাসাওউফের আরেকটি মাস্আলা তাওয়াক্কুলও প্রমাণিত হইয়া গেল-- সূফীগণ ইহা তা'লীম করিয়া থাকেন।

তাসাওউফের ছবরের মাকামের প্রমাণ

সম্মুখের আয়াত দ্বারা হযরত কাযী ছানাউল্লাহ্ ছাহেব (রঃ) ছুলূকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাছ্আলা প্রমাণিত করিতেছেন, তাহা হইল শত্রুদের যুলুমের উপর ছবর করা। যেমন অনেক সময় সূফীদের হাতে তস্বীহ্ দেখিয়া দুনিয়াদার লোকেরা বলে, ঐ দেখ, ধোকাবাজের দল যাইতেছে। আল্লাহ্প্রেমিকদের আচরণ তখন কিরূপ হওয়া উচিৎ? আল্লাপাক বলেন وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

"এবং ইহারা যাহা কিছু বলিয়া বেড়াইতেছে, তুমি উহার উপর ছবর অবলম্বন কর।"

এইভাবে নফ্ছ্ ও শয়তান ও নির্যাতন করিতে থাকে। কখনও শয়তান মন্ত্রণা দেয় যে, চল, অমুক গুনাহ্টা করিয়া লও। কখনও নফ্ছ্ জ্বালাতন করিতে থাকে যে, দেখ, কী সুন্দর চেহারা। এক নজর উহাকে দেখিয়া লও,পরে তওবা করিয়া লইবে। তাই, নফ্ছ্ ও শয়তানের প্ররোচনার সময় এই আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া লও এবং উহার মর্ম অন্তরে জাগ্রত কর যে, স্বয়ং আল্লাহ্পাক বলিতেছেন— বিরুদ্ধবাদীদের কথাবার্তার ব্যাপারে আপনি ছবর অবলম্বন করুন।

ছবর তিন প্রকারঃ

কোরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে ছবর তিন প্রকার —

১– বিপদে ছবর করা। এই ছবরের অর্থ, বিপদ দেখিয়া মনে বা মুখে আল্লাহ্র উপর কোন আভিযোগ না করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা।

২– গুনাহ্ হইতে ছবর করা। অর্থাৎ মনের মধ্যে পাপের খেয়াল বা চাহিদা যতই জাগুকনা কেন, কষ্ট করিয়া গুনাহ্ হইতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্র পথে জমিয়া থাকা।

৩– এবাদতে ছবর করা। অর্থাৎ এবাদতের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা। মন যদি নাও চায় কিংবা মজা না লাগে তবুও আল্লাহ্র হুকুম মনে করিয়া এবাদত করিয়া যাওয়া, মা'মূলাত্ (নির্ধারিত দোআ-দরূদ, নামায -যিকির, মোরাকাবা ইত্যাদি বিভিন্ন আমল) ত্যাগ না করা।

এই তিন প্রকারের ছবরই একজন ছালেক বা একজন মুসলমানের কতর্ব্য। তাই, নফ্ছ বা শয়তান যদি কোন কুপ্রস্তাব দেয় উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উহা হইতে বিরত থাকাও ছবর। অনুরূপ তোমাদের শত্রু ও হিংসুকেরা তিরস্কার করিবে যে, ইশ, ইনি আজকাল খুব সূফী বনিয়া গিয়াছেন, বাহ্ গোল টুপিও পরিয়াছেন, বাহ্বা! লোকদেরকে প্রতারিত করার জন্য একখানা তসবীহ্ছড়াও হাতে লইয়াছেন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কাহারও তিরস্কারের উত্তর দিওনা। বরং— وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ তাহাদের এহেন তিরস্কার ও উক্তি শুনিয়া ছবর করিয়া থাক।

প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ হইতে বিরত থাকার প্রমাণঃ

অতঃপর আল্লাহ্পাক বলিতেছেন– وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

"আর তাহাদিগকে সুন্দরভাবে পরিহার কর।"

–'পরিহার' করার অর্থ, তাহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিও না।

'সুন্দরভাবে পরিহার' করার অর্থ তাহাদের প্রতি দোষারোপ ও প্রতিবাদ-প্রতিশোধের চিন্তা হইতে বিরত থাকা। তাসাওউফের ভাষায় ইহাকে 'হিজরানে জামীল' বলে। আল্লামা পানিপথী এই আয়াত দ্বারা তাহাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

'হিজ্‌রানে জামীল' বা সুন্দরভাবে পরিহার-এর অর্থ কি ?

তাফসীরকারগণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন–

اَلْهِجْرَانُ الْجَمِيْلُ الَّذِىْ لَا شَكْوٰى فِيْهِ وَلَا اِنْتِقَام

সুন্দরভাবে পৃথক হইয়া যাওয়া বা সুন্দরভাবে পরিহার করার অর্থ, দুশমনের কোন দোষও না বলা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা-চিন্তাও না করা। কারণ, যে ব্যক্তি দুশমন হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিল সে ত মাখ্‌লূকের সঙ্গে জড়াইয়া গেল। যে ব্যক্তি মাখলূকের মধ্যে ফাঁসিয়া গেল সে খালেককে পাইবে কি করিয়া? এজন্যই বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা আবুল কাছেম কুশাইরী (রঃ) তাঁহার রেছালায়ে কুশাইরিয়াতে বলিয়াছেন যে–

اِنَّ الْوَلِىَّ لَا يَكُوْنُ مُنْتَقِمًا وَالْمُنْتَقِمُ لَا يَكُوْنُ وَلِيًّا

কোন ওলীআল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণকারী হয় না এবং কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওলীআল্লাহ্ হইতে পারে না। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাইদিগকে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন –

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। ইহা ত সম্পূর্ণ শয়তানের চক্রান্ত যে, সে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটা বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। মূলতঃ এই চক্রান্তজাল ত ঐ শয়তানের হাতেই বুনা। তাই, তোমাদের প্রতি আমি কোনও দোষারোপ করি না।" হায়, কী অনুপম নেক্ চরিত্র যে, নিজেই নিজের অপরাধী ভাইদেরকে সান্ত্বনা দান করিতেছেন ও তাহাদের মন খুশী করার চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে তাহাদের মধ্যে একটা লজ্জিত-লজ্জিত ভাব বিদ্যমান না থাকে।

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, দ্বীনের খাদেমগণকে এরূপ উন্নত চরিত্রেরই অধিকারী হওয়া উচিত। অন্যথায় যদি প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের ভাবনায় লাগিয়া যায় তাহা হইলে হৃদয়মন মাখ্‌লূকের সঙ্গে পেঁচাইয়া যাইবে। এমত অবস্থায় তাহার দ্বারা দ্বীনের কাজ হইতে পারে না।

তাই,হযরত থানবী (রঃ) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বয়ানুল-কোরআনে মাছায়েলুছ্‌-ছুলূক এর মধ্যে লিখিয়াছেন—

مَن يَنظُرُ اِلٰى مَجَارِى القَضَاءِ لَا يُفْنِىْ اَيَّامَه بِمُخَاصَمَةِ النَّاس

যে ব্যক্তি ফয়সালার আসল উৎসের প্রতি নজর রাখে সে মানুষের সহিত ঝগড়া করিয়া জীবনের মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করিবে না। অর্থাৎ যে এই সত্য বুঝিতে পারিবে যে, সকল ফয়সালাই ত আসে আল্লাহ্‌র এরাদা মোতাবেক, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে, সেই ব্যক্তি তাহার জীবনের মূল্যবান দিনগুলিকে মানুষের সহিত অনর্থক ঝগড়া-বিবাদে নষ্ট করিবে না। সে বরং হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মত ইহাই বলিবে যে– لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

"তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।" তাঁহার মধ্যে অটুট ইয়াকীন ছিল যে, আল্লাহ্‌র 'তাক্‌বীনী' ইচ্ছা ব্যতীত আমার ভাইরা আমাকে কূয়ায় ফেলিতে পারে না। কবি বলেন–

بھلا ان کا منہ تھا مرے منہ کو آتے
یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں

দুশমনের কি শক্তি ছিল আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার? আসলে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া এই দুশমনকে স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতপক্ষেঃ দুনিয়াতে যত দুঃখ-কষ্টই আসুকনা কেন, উহাতে আমাদের প্রতিপালন এবং আমাদেরই কল্যাণ নিহিত। এই সবকিছুই আল্লাহ্‌পাকের বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বশৃংখলা বিধানের রহস্যাবলীতে পরিপূর্ণ (তাক্‌বীনী ভেদ)। তাই, যাহার নজর আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র পরিচালনার উপর থাকে সে ত সহজেই বলিয়া ফেলে যে, যাও মিয়া, তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। আমার

কর্তব্য হইল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা। তোমার ধান্ধায় আমি কেন আবদ্ধ থাকিব? এভাবে সে তাহাকে মাফ করিয়া দিয়া প্রাণের সহিত আল্লাহ্‌র ধ্যানে, আল্লাহ্‌র গুণগানে লাগিয়া যায়।

অন্তরের ঘরখানা আল্লাহর জন্য খালি করিয়া লইয়াছি ঃ

একবার হযরত থানবী (রঃ) থানাভবনের খান্‌কাহ্ হইতে নিজ গৃহের দিকে যাইতেছিলেন। হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রঃ)ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত থানবী তাঁহার পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পেন্সিল দ্বারা কিছু লিখিলেন এবং পকেটে রাখিয়া দিলেন। মুফতী সাহেব বলিলেন, হযরত, পথের মধ্যে আপনি পকেট হইতে কাগজ আর পেন্সিল বাহির করিয়া কিছু লিখিলেন এবং পকেটে রাখিয়া দিলেন, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, একটা কাজের কথা স্মরণ হইয়া গিয়াছিল এবং মনে বার বার সংশয় জাগিতেছিল যে, আবার ভুলিয়া না যাই, ভুলিয়া না যাই। অন্তর উহাতে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই আমি অন্তরের ঐ বোঝা কাগজে রাখিয়া অন্তরকে আল্লাহ্‌র জন্য খালি করিয়া লইয়াছি।

বস্তুতঃ ইঁহারাই হইতেছেন সত্যিকার আল্লাহ্‌ওয়ালা যাঁহারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুকে হৃদয়ে স্থান দেন না, মনকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুতে লিপ্ত হইতে দেন না। এবং কাহারও দ্বারা কখনও কোনরূপ কষ্ট পাইলে মাফ করিয়া দিয়া আল্লাহ্‌র সহিত লিপ্ত হইয়া যান। শত্রু, হিংসুক ও জ্বালাতনকারী হইতে ইঁহারা সুন্দরভাবে পৃথক হ্ইয়া যান। না কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, না তাদের নিন্দা বা দোষ চর্চায় লিপ্ত হন। আল্লাহ্‌র সহিত যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে মানুষের এসব ঝামেলায় জড়ানোর তাহার কাছে ফুরসৎ কোথায়? বেশী-ছে বেশী সে হাদীছে বর্ণিত এই দোআটি পড়িয়া লইবে– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا

"হে আল্লাহ্, যে আমার উপর যুলুম করিয়াছে আমার পক্ষ হইতে আপনি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া লউন।" (মেশ্কাত ২১৯ পৃঃ)

সে ত নিজের সকল বিষয় 'আল্লাহ্র হাওয়ালা' করিয়া দিবে। যেমন ছোট শিশু তাহার আব্বাকে বলে, আব্বা, অমুকে আমাকে থাপ্পড় মারিয়াছে। এতটুকু বলিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। আব্বা এখন কি করিবেন-না করিবেন ওসব কোন ফিকিরই তাহার থাকে না। তাহার বিশ্বাস আছে যে, যেহেতু আব্বা আমাকে স্নেহ করেন–ভালবাসেন, তাই নিশ্চয়ই তিনি কিছু একটা করিবেন। এবং তিনি তাহাই করিবেন যাহা আমার জন্য মঙ্গলকর। তদ্রূপ, আপনিও আপনার কথা আল্লাহ্র নিকট বলিয়া দিয়া বে-যিকির হইয়া যান। দুই রাক্আত 'ছালাতুল হাজত' পড়িয়া আল্লাহ্পাকের নিকট দরখাস্ত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যান এবং আল্লাহ্র যিকির,কোরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য দ্বীনী কাজে লিপ্ত হইয়া যান। এই খেয়ালও ত্যাগ করিয়া দিন যে, দেখি আল্লাহ্পাক কি এ্যাকশন নিতেছেন। তিনি আর্হামুর রাহিমীন-- যে কোন মায়ালু-দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু, বেশী মায়ালু। তাই, যাহা আমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে তাহাই তিনি করিবেন। তাহার পক্ষ হইতে যাহা ঘটিবে, উহাতেই কল্যাণ নিহিত।

তিন দিনের বেশী কথা বর্জনের হুকুম ও ব্যাখ্যাঃ

আমি বলিতেছিলাম, সুন্দরভাবে পৃথক হইয়া যাওয়ার বা পরিহার করার অর্থ এই যে, অত্যাচারী-নির্যাতনকারী দুশমন হইতে পৃথক হইয়া যাও, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না, তাহার দোষচর্চাও করিও না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি বিষয় আরয করিতেছি। তাহা হইল হাদীস শরীফে আছে যে, কোন মুসলমানের সহিত রাগ করিয়া তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা হারাম। তবে এই হুকুম সাময়িক রাগ-গোস্বার বা আকস্মিক কোন অসন্তোষজনক ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। দুনিয়াবী বিভিন্ন ব্যাপারাদি এরূপ ঘটিয়া থাকে। যেমন, অমুক আমার বিবাহের দাওয়াতে কেন আসিল না, অমুক আমাদের অমুক শোকের সময় কি করিয়া অনুপস্থিত থাকিল? অথবা পরস্পর বাদানুবাদ হইতে হইতে এমন কোন শক্ত কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে

যাহার ফলে আপসে কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এধরনের ক্ষেত্রে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা নাজায়েয–শক্ত গুনাহ। কিন্তু কোন যালেম যদি অব্যাহতভাবে জ্বালাতন করিতে থাকে, যাহার স্বভাবই বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর মত – যখনই আসে, যখনই সাক্ষাত হয় কোন একটা ফেতনা-ফাসাদ ঘটাইয়া দেয়, দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া-কলহ বাঁধাইয়া দেয়, কিংবা এমন কিছু একটা বলিয়া যায় যাহার জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও কলহ দেখা দেয়-- এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির ফেতনাবাজ লোকের ব্যাপারে বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেশ্‌কাত শরীফের বোধিনী মের্‌কাত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ইহাদের সহিত একেবারে সব সময়ের জন্যই সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয আছে। চাই তাহা কোন দ্বীনী ক্ষতির কারণেই করা হউক কিংবা কোন দুনিয়াবী ক্ষতির কারণে। তিনি আরও বলিতেছেন--

رُبَّ هَجْرٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ

অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক সম্পর্ক-সংস্রবের চেয়ে সুন্দরভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উত্তম কাজ। যাহার সহিত সম্পর্ক-সংস্রবের পরিণামে অহরহ শুধু দুর্ভোগ আর দুর্ভোগের শিকার হইতে হয়, কোননা কোন বিপর্যয় ও অঘটনের কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহার সহিত মেলামেশার চেয়ে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলাই ভালো।

আমারও কোন কোন আত্মীয়ের সহিত আমাকে শেষ পর্যন্ত এই আচরণই করিতে হইয়াছে। কারণ, যতই আমি নরম হইয়াছি, ততই সে আমাকে আরও কষ্ট দিয়াছে, জ্বালাতন করিয়াছে। কোন কোন লোক এতবেশী দুষ্ট প্রকৃতির ও এত বেশী ফাসাদী হয় যে, ইহাদের সংশোধন ও পরিবর্তন 'প্রায় অসম্ভব'। যেমন, কুত্তার লেজ বার বৎসরও যদি চুঙ্গার মধ্যে ভরিয়া রাখ হয়, বাহির করিলে দেখিবে যেই টেড়া সেই টেড়াই রহিয়া গিয়াছে।

মের্‌কাতের মধ্যে উল্লেখিত ব্র্যাখ্যাটি দেখার পর আমি পাকিস্তানের মুফতী রশীদ আহ্‌মদ ছাহেবকে বলিলে তিনি ইহাকে সঠিক বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা সমস্ত মোহাদ্দেছীন ও ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত মত (এজ্‌মায়ী মাছ্‌আলা)। মুফতী রশীদ আহ্‌মদ ছাহেবের অভিমত সম্পর্কে আমি

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবকে লিখিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা খুব উত্তম পরামর্শ। অবশেষে কয়েক বৎসর পর বক্রপথ বর্জন করিয়া সে সঠিক পথে আসিয়াছে এবং কসূর স্বীকার করিয়া আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিয়াছে। অবশ্য এরূপ নাজুক বিষয়াদিতে প্রথম স্বীয় বুযুর্গানের সহিত পরামর্শ করিয়া নিবে যাহাতে তাহা মনের খেদের পর্যায়ভুক্ত না হইয়া দ্বীন সম্মত হইতে পারে।

আসুন, এখন তাসাওউফের আর দুইটি মাছ্আলা আলোচনা করা হইবে। সূরায়ে মুয্যাম্মিলের শুরুতে আল্লাহ্পাক তাঁহার প্রিয় হাবীবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন- يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ

হে চাদর আবৃত! (হে চাদর গায়ে দেনেওয়ালা)!

এমন মায়াময় ভাষায়, মায়ামেশানো ভঙ্গীতে সম্বোধনের মধ্যে-প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্পাকের কত যে বেশী প্রিয়ভাজন, কত যে বেশী আদরের পাত্র ও মহব্বতের মানুষ সেই ভাবখানাই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। কাফেরদের কথাবার্তার দ্বারা আঘাত পাইয়া সেই মনোকষ্টের চাপে তিনি চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও দেখা যায় যে, অনেক সময় ব্যথা-বেদনার জ্বালাগ্রস্ত মানুষ নিজেকে চাদরে ঢাকিয়া শুইয়া যায়। তো প্রিয়নবীর এই আচরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, ব্যথা-বেদনার মুহূর্তে কখনও কখনও চাদর আবৃত হইয়া শুইয়া পড়াও আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর একটি সুন্নত। কখনও যদি কাহারও তিরস্কার বা কটুক্তির দ্বারা কিংবা কোন গুনাহ্ বর্জনের ফলে, কোন সুন্দর-সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি না করার কারণে মনের মধ্যে খুব কষ্ট অনুভব হয় তবে চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়। এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ করাও একটা সুন্নত।

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের প্রমাণঃ

এই আয়াতে কিয়ামুল-লাইলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তরীকতপন্থী সূফীগণ চিরকাল ধরিয়া খুব যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে তাহাজ্জুদ নামায আদায়

করিয়াছেন। যেহেতু এখন দৈহিক দুর্বলতার যমানা আসিয়া গিয়াছে, বর্তমানে অধিকাংশ লোকেরাই (রাত্র তিনটা বাজে) ভোর রাত্রে উঠিতে পারে না, তাই হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা থানবী (রঃ) তাঁহার 'এমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন (রঃ) তাঁহার ফাতাওয়া-শামীর প্রথম খন্ডের ৫০৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, কেহ যদি এশার চার রাক্আত ফরয ও দুই রাক্আত সুন্নতের পর পর বেতেরের পূর্বে কয়েক রাক্আত নফল পড়িয়া লয় তবে এই ব্যক্তিও কাল হাশরে তাহাজ্জুদ্গুযারদের সঙ্গে উঠিবে। আল্লামা শামী একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন যে.–

وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

অর্থাৎ– "এশার নামাযের পরে যেই (নফল) নামায পড়া হয় তাহাও কিয়ামুল-লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায।"

তাই, এই হাদীছের আলোকে আল্লামা শামী বলিতেছেন–

فَإِنَّ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

অর্থ– এশার নামাযের পর নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে নফল পড়িয়া লইলে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হইয়া যায়।

অন্যদিকে হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) মের্কাত কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

لَيْسَ مِنَ الْكَامِلِيْنَ مَنْ لَا يَقُوْمُ اللَّيْلَ

" যে ব্যক্তি কিয়ামুল-লাইল করে না (তাহাজ্জুদ পড়ে না) সে কামেলীনের মধ্যে শামিল নহে।"

আল্লামা শামী ইহাও লিখিয়াছেন যে, হাদীসের মধ্যে কমছে কম দুই রাক্আত তাহাজ্জুদ পড়ারও প্রমাণ রহিয়াছে। তাই, শোওয়ার আগে অন্ততঃ দুই রাক্আত করিয়াও যদি পড়িয়া লওয়ার অভ্যাস রাখা যায় তাহা হইলেও ইন্শাআল্লাহ্ সে কামেলীনের দলভুক্ত হওয়ার যোগ্য হইয়া যাইবে। মাত্র দুই রাক্আত নফল কে না পড়িতে পারে? তারপর যদি অর্ধরাত্রের পর চোখ খুলিয়া যায় তবে আর কি, সুবহানাল্লাহ, আবারও পড়িয়া লউন না কয়েক রাক্আত––

আপনার সামর্থ মাফিক। শোওয়ার আগে কয়েক রাক্আত পড়িয়া লওয়ার কারণে এখন আবারও পড়া নিষেধ তো নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ত এই যে, সাধারণতঃ মানুষের স্বাস্থ্য ও শরীরের যা অবস্থা তাতে গভীর রাত্রে উঠিবার মত শক্তি-সামর্থ অনেকের মধ্যেই নাই। বিশেষ করিয়া যাহারা দ্বীনী এলেম শিক্ষা দানে রত, দিনভর কিতাবাদি পড়াইতে পড়াইতে ইহাদের মস্তিষ্ক যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাকে। এরূপ দুর্বলদের উচিত বেতেরের আগে অন্ততঃপক্ষে দুই রাক্আত হইলেও আদায় করিয়া লওয়া। উহাতে তওবারও নিয়ত করিবেন, হাজতেরও নিয়ত করিবেন এবং তাহাজ্জুদেরও নিয়ত করিবেন। দুই রাক্আতেই তিন কিসিমের স্বাদ আস্বাদন করুন (ছালাতুত্ তওবা, ছালাতুল হাজত, ছালাতুত তাহাজ্জুদ)। অতঃপর প্রাণ ভরিয়া দোআ করিবেন যে, আয় আল্লাহ্, আমার বালেগ হওয়ার সময় হইতে আজ পর্যন্ত পাপের যত হারাম মজা আমি উপভোগ করিয়াছি তাহা আপনি মাফ করিয়া দিন। আমার যে সকল আনন্দের দ্বারা আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ঐ সকল আনন্দের অপরাধও আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। আমার সর্ব প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন। এবং আমার দুনিয়া ও আখেরাতের যত যরূরত আছে সমস্ত যরূরত পূরা করিয়া দিন। কিন্তু আমার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, দয়া করিয়া আপনি আমার হইয়া যান-- আমার উপর আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আয় আল্লাহ্! আপনার সন্তুষ্টি ও আপনাকে প্রাপ্তি ইহতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নাই।

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے
الٰہی میں تجھ سے طلب گار تیرا

আয় আল্লাহ্! আপনার কাছে এক-এক প্রার্থনাকারী এক-এক জিনিস চায়। কিন্তু আপনার দুয়ারে আমি শুধু আপনাকে পাওয়ার প্রার্থনা করিতেছি। আপনার কাছে আমি আপনাকেই চাহিতেছি।

মনে করুন, কোন এক পিতার কয়েকটি ছেলে আছে। এক ছেলে বলিল, আব্বা, আমাকে এই পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর বাড়ী করিয়া দিন। একজন বলিল ,আব্বা, আমাকে প্রাইভেট কার খরিদ করিয়া দিন। আরেকজন বলিল, আপনার জেনারেল ষ্টোরের দোকানটা আমার নামে লিখিয়া দিন। আর এক

ছেলে বলিল, আব্বা, আমি এসব কিছুই চাইনা, আমি ত শুধু আপনাকে চাই। আপনি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান তাহা হইলে ত আমি সব কিছুই পাইয়া গেলাম। আপনাকে পাওয়াই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। অতএব, হে আব্বাজান, আপনার নিকট আমি আপনাকে পাওয়ার ফরিয়াদ করিতেছি। বলুন, এই পিতা ইহাদের মধ্যে কাহার প্রতি বেশী সন্তুষ্ট হইবেন? ইহা নিঃসন্দেহ যে, যেই পুত্র পিতাকে পাওয়া ও পিতার সন্তুষ্টিকেই সর্বাধিক বড় মনে করিয়াছে তাহার প্রতিই তিনি সর্বাধিক সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাকেই তিনি সবচাইতে বেশী দিবেন। তদ্রূপ, রব্বুল-আলামীনও তাহার ঐ সকল বান্দাগণকেই বেশী দান করিবেন যাহারা আল্লাহ্র নিকট কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভেরই প্রার্থনা করিতেছে। ইহারা আল্লাহ্র যাতের আশেক-স্বয়ং আল্লাহ্পাকের আশেক। আল্লাহ্র কাছে ইহারা শুধু আল্লাহ্কেই চায়। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রঃ) কা'বা ঘরের গেলাফ ধরিয়া এই দোআ করিতেছিলেন যে, আয় আল্লাহ্--

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے
الٰہی میں تجھ سے طلب گار تیرا

আপনার কাছে এক-এক জনে এক-এক বিষয়ের ফরিয়াদ করে। আমার মাওলা, আপনার কাছে আমি আপনাকে পাওয়ার ফরিয়াদ করিতেছি।

দেখুন, হযরত হাজী ছাহেবের কী হিম্মত, কী উচ্চ সমঝ্? কী উন্নত তাঁহার চিন্তা-ভাবনা ও তাঁহার আকাংখার উচ্চতা! কত মহৎ তাঁহার মনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য? আল্লাহ্র কাছে তিনি স্বয়ং আল্লাহ্কে চাহিতেছেন। আহা, কতনা ভাগ্যবান সেই মানুষটি যে রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট হইতে, চন্দ্র-সূর্য হইতে, যমীন ও আসমানের সকল সম্পদ ও সকল ভান্ডার হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ,সবকিছু বাদ দিয়া আল্লাহ্র নিকট শুধু আল্লাহ্কে চাহিতেছে।

হযরত খাজা ছাহবে (রঃ) বলেন-

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

প্রিয় মা'বূদ! তুমি যদি আমার হইয়া যাও, আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও, তবে এই আসমান আমার, এই যমীন আমার। তুমি আমার হইলে সবকিছুই আমার। আর যদি তুমি আমার না হও, তুমি যদি আমার উপর নাখোশ হইয়া থাক তবে ত আমি সর্বস্বহারা এক কপালপোড়া।

তো এই সূরাহ্ শরীফের শুরুতে আল্লাহ্পাক তাহাজ্জুদের হুকুম নাযিল করিয়া বলিয়াছেন--

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

"তুমি (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রিজাগরণ কর, তবে কিছু অংশ বাদ দিয়া।"

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ্পাক আমাদিগকে সারা রাত্র জাগিতে বলিতেছেন না। কারণ, ইহাতে স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। যেসকল সূফী-দরবেশ আবেগে আসিয়া সারা রাত্র জাগিয়াছে উহার পরিণামে এক সময় তাহাদের সবকিছুই ছুটিয়া গিয়াছে। সব খাইতে চাইলে সবটা হারায়-এর পরিণতি ভুগিতে হইয়াছে। স্বাস্থ্যহারা এবং হিম্মতহারা হইয়া এমনকি, ইহারা ফরযও ত্যাগ করিয়া দিয়াছে।

(তাই, সারা রাত্র জাগিয়া থাকা নয় বরং রাত্রের কিছু অংশ জাগিয়া থাকা এবং কিছু অংশ আরাম করা- ইহাই সুন্নত তরীকা। তবে যে সকল খাছ্ খাছ্ বান্দাগণের দ্বারা আল্লাহ্পাক দ্বীনের বড় বড় কাজ নিতে চাহিয়াছেন--স্বয়ং আল্লাহ্পাকই তাহাদিগকে রাতভর জাগাইয়া রাখিয়াছেন, নিজেই তাহাদিগকে জাগিয়া থাকিবার জন্য সবিশেষ তওফীক প্রদান করিয়াছেন। যেমন, বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), হযরত উওয়াইছ কার্‌ণী (রঃ), হযরত ইয়াযীদ রাকাশী (রঃ), হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ- অতি বিশিষ্ট এরূপ কয়েকজন বুযুর্গকে সারা রাত্র জাগাইয়া আল্লাহ্‌র বান্দাদের বিরাট খেদমত, আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিরাট কাজ আল্লাহ্পাক তাহাদের দ্বারা করাইয়া নিয়াছেন। এক ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)কে 'জাগ্রত' রাখিয়া কিয়ামত মত পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত আলেম ও সমগ্র উম্মতকে আল্লাহ্পাক আরামে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

দিবারাত জাগিয়া থাকিয়া কোরআন ও হাদীছের অতল ও অকূল সমুদ্র হইতে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অসংখ্য অসংখ্য মাছায়েল ও আহ্কাম তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর আল্লাহ্পাকই গায়্বী ভাবে তাঁহার এই অতি খাছ দোস্তগণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন, রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম উম্মতকে 'ছওমে বেছাল' করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে 'ছওমে বেছাল' করিতেন এবং বলিতেন, নিজেদেরকে তোমরা আমার উপর কিয়াস্ করিওনা। স্বয়ং আল্লাহ্পাক আমাকে অদৃশ্যভাবে খাওয়ান, স্বয়ং আল্লাহ্পাকই আমাকে পান করাইয়া দেন।

তাই, উল্লেখিত বুযুর্গগণের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখা অপরিহার্য। তাছাড়া, উম্মতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম, মোহাদ্দেছ, মোফাচ্ছের এবং ইমাম ও ফকীহ্গণ ইঁহাদের এই রাত্রি জাগরণের বর্ণনা সমূহ ইঁহাদের আত্মত্যাগ ও সর্বোচ্চ গুণ চর্চা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তাই, এত বড় বড় শরীঅত বিশেষজ্ঞদের এই বর্ণনা সমূহকে কোনও পর্যায়ে অগ্রাহ্য করার যেমন কোনই অবকাশ নাই, তাঁহারা যে বিষয়টিকে তাঁহাদের 'বড় ধরণের গুণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সেই গুণের বিষয়টিকেও অ-গুণের দৃষ্টিতে দেখা কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ হইতে পারে না। বিষয়টি সম্পর্কে সমাজের কতিপয় লোকের মধ্যে বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা সম্পর্কে অবহিত থাকার দরুন জরুরী মনে করিয়া এ বিষয়ে অধম অনুবাদক এখানে কিছুটা আলোকপাত করিলাম। এ বিষয়ে আরও জানার জন্য পড়ুন এ'লাউছ্ ছুনান, ছিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা, আল্লামা যাহাবীর মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা, আল্লামা শা'রানীর তাম্বীহুল মুগতার্‌রীন প্রভৃতি।----অধম অনুবাদক)

কোরআর শরীফ তেলাওয়াতের তাকীদ ঃ

তাহাজ্জুদের হুকুমের পরে তারতীলের সহিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের হুকুম করা হইয়াছে— وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

"এবং ধীরস্থির ভাবে, স্পষ্টভাবে ও সুন্দরভাবে কোরআন পাঠ কর।"

হযরত আলী (রাঃ) হইতে তার্তীলের ব্যাখ্যা এরূপ বর্ণিত আছে ঃ

تَجْوِيْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوقُوفِ

অর্থাৎ মাখ্রাজ বা সঠিক উচ্চারণস্থল হইতে ছহীহ্ শুদ্ধভাবে হরফ সমূহ উচ্চারণ করা এবং কোন্ কোন্ স্থানে 'ওয়াক্ফ' (নিঃশ্বাস ভঙ্গ) করিতে হয় তাহা জানা ও অনুসরণ করা।

মুন্তাহী (উচ্চ স্তরের ছালেক)-এর সবক প্রথমে নাযিল হওয়ার রহস্যঃ

এই সূরায় গুরুত্বপূর্ণ যেই সবকগুলি নাযিল করা হইয়াছে তাহা হইল তাহাজ্জুদ, কোরআনপাকের তেলাওয়াত, নফী-এছ্বাতের যিকির, ইছ্মে যাতের যিকির, তাবাত্তুল, তাওয়াক্কুল, ছবর, হিজ্রানে জামীল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তরীকতের মুন্তাহী (উচ্চ পর্যায়ের) ছালেকদের সবক হইতেছে তাহাজ্জুদের ও কোরআনপাক তেলাওয়াতের এহ্তেমাম করা। এখানে প্রাথমিক স্তরের ছালেকদের সবক সমূহ আল্লাহ্পাক পরে উল্লেখ করিয়াছেন, আর সর্বোচ্চ স্তরের সবক সমূহ তিনি প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উচ্চশ্রেণীর পাঠ ত প্রথমে আসে না বরং পরেই আসে। এখানে তা প্রথমে উল্লেখ করার রহস্য কি? এতদসম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) বলেন, তাহাজ্জুদ ও তেলাওয়াত এই দুইটি কাজ ত মুন্তাহীদের সবক। সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনে সর্বশেষে এই দুইটি আমলই সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক আকর্ষণকারী রহিয়া যায়। তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, যেই সবক সর্বোচ্চ স্তরের সেই সবক প্রথমে নাযিল করার গূঢ় রহস্য কি? যেমন, বোখারী শরীফ বুঝা যেই সকল কিতাবাদির উপর নির্ভরশীল তাহা আগে পড়ানো হয়। সবশেষে বোখারী শরীফের সবক দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে ত অবস্থা বিপরীত। তাহাজ্জুদ ও তেলাওয়াত তো উপরের সবক। আর যিক্রে ইছ্মে-যাত ও যিক্রে নফী-এছ্বাত ত প্রথম ও মধ্যম শ্রেণীর সবক। আল্লামা পানিপথী এই ব্যতিক্রমের কারণ সম্পর্কে বলিতেছেন যে, সবকের উল্লেখিত প্রচলিত তর্তীব যদিও সম্পূর্ণ সঠিক, কিন্তু

যাঁহার উপর কোরআন নাযিল হইতেছিল তিনি ত সকল মুন্তাহীর মুন্তাহী, সকল উচ্চেরও সর্বোচ্চ, নবী-রাসূল কুলেরও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁহার নবূয়তের সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদার প্রতি লেহায রাখিয়া আল্লাহ্‌পাক সর্বপ্রথম মুন্তাহীদের (উচ্চ শ্রেণীর) সবক নাযিল করিয়াছেন। তারপর সাধারণ উম্মতের সাধারণ সবক নাযিল করিয়াছেন। এই রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ ছাহেব (রঃ)। সুবহানাল্লাহ্‌, কী জ্ঞান তাঁহাদের! ইঁহারাই আমাদের মহান পূর্বপুরুষ যাঁহাদেরে লইয়া আমরা গর্ব করি। বস্‌, এখন মজলিস খতম। (সম্মুখে দেখুন।)

হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান ছাহেব জালালাবাদী (রহ.)-এর কয়েকটি নসীহত

(অত্র ওয়াযের উর্দূ সংকলক সাইয়েদ ইশ্‌রত জামীল আরয করিতেছি যে, হযরতের বয়ানের সমাপ্তি ঘোষণার সাথে সাথে এক ব্যক্তি হযরতকে একটি বিষয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তখন হযরত বলিলেন–– মাশাআল্লাহ্‌! শাবাশ্‌! তাহাকে আমি বলিয়া রাখিয়াছিলাম আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য। তাই, আল্লাহ্‌পাক তওফীক দিলে এখন আমি হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ ছাহেব জালালাবাদী (রঃ) এর কয়েকটি নসীহত শুনাইব। আজ হইতে আট-নয় বৎসর আগে তিনি আমার খান্‌কায় তশরীফ আনিয়াছিলেন এবং দুই ঘণ্টা নাগাদ বয়ান করিয়াছিলেন। তম্মধ্য হইতে আমি তাঁহার খাছ তিনটি হেদায়েত শুনাইয়া দিতেছি।

তাকিয়া (পাশ বালিশ বা হেলান দিয়া বসিবার বালিশ) রাখার সুন্নত তরীকা ঃ

আমি তাকিয়া (পাশবালিশ) আনিয়া হযরতের ডান পার্শ্বে রাখিলাম। তিনি বলিলেন, বাম দিকে রাখুন, তাকিয়া বাম পাশে রাখা সুন্নত।

আমাদের কার্যকলাপসমূহ পূর্বপুরুষদের সম্মুখে পেশ করা হয় ঃ

তিনি আরও বলিলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন কোন হাক্কানী সিল্‌সিলায় দাখেল হয়, কোন শায়্খের হাতে বায়আত হয় তখন সিল্‌সিলার সমস্ত বুযুর্গানেদ্বীনের রূহ্ তাহার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ হইয়া যায়, তাহার প্রতি সকলের সুদৃষ্টি ও মহব্বত জাগে। এবং সকলে তাহার জন্য দোআ করে। এই কথাটি মাওলানা মসীহুল্লাহ্ খান ছাহেবের মত আলেম যদি বয়ান না করিতেন বরং অন্য কেহ বয়ান করিত তাহা হইলে ইহার উপর একীন আসা মুশ্‌কিল ছিল। কিন্তু মাওলানা ত খুব উচ্চ স্তরের আলেম এবং উচ্চ স্তরের বুযুর্গ। তাঁহার মত আলেম এই কথা বলিয়াছেন যে, সিল্‌সিলায় দাখেল হওয়ার পর সমস্ত আওলিয়াগণের নেক্‌দোআ ও নেক্‌দৃষ্টি সে পাইতে থাকে। এবং উহার দলীল হিসাবে 'জামেউছ্‌ছগীর এর প্রথম খন্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই হাদীছ শরীফটির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে—

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ عَلَى اللّٰهِ وَتُعْرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَاِشْرَاقًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُؤْذُوْا مَوْتَاكُمْ

মানুষের (ভাল-মন্দ) সমস্ত আমল আল্লাহ্‌পাকের সম্মুখে পেশ করা হয় প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতি বারে এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, সমস্ত নবী-রসূলগণ, মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রভৃতি পূর্ব পুরুষগণের সম্মুখে পেশ করা হয় প্রতি শুক্রবারে। নেক কাজ সমূহ দেখিয়া তাহারা এত আনন্দিত হন যে, খুশীতে তাহাদের চেহারা সমূহ ঝলমলাইয়া উঠে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে স্বীয় অপকর্ম সমূহের দ্বারা

কষ্ট দিও না। এই হাদীছের আলোকে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সিল্‌সিলা-চতুষ্টয়ের সমস্ত আওলিয়াগণ-যাঁহারা আমাদের রূহানী বাপ-দাদা -- 'আলমে বর্‌যখে' তাঁহাদিগকে অবহিত করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আজ সিল্‌সিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহারা তাহার জন্য দোআ করেন।

তরীকতের সিলসিলাভুক্ত লোকদের জন্য সুসংবাদ

ইঞ্জিনের সাথে ফার্ষ্ট ক্লাশের ডাব্বাগুলি যেরূপ সংযুক্ত থাকে, থার্ড ক্লাশের ডাব্বাগুলিও অনুরূপ সংযুক্ত থাকে। তবে ফার্ষ্ট ক্লাশের সিটগুলি খুব সুন্দর চমৎকার ও আরামদায়ক থাকে আর থার্ড ক্লাশের সিটগুলি থাকে কষ্টদায়ক, ভাঙ্গাচূরা, ইস্ক্রু ঢিলা, বসিতে গেলে ক্যাঁ-কোঁ ইত্যাদি অপ্রিয় শব্দ- যা হেলিয়া হেলিয়া গা ব্যথা করিয়া দিতেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত থাকিলে উন্নত সিটের ফার্ষ্ট ক্লাশের ডাব্বাগুলি যেখানে পৌঁছিবে, ফাটা -ফুটা সিটের থার্ড ক্লাশের ডাব্বাগুলিও ঠিক সেখানেই পৌঁছিবে। তদ্রূপ, তোমরা আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া লও। তাঁহাদের সহিত সহীহ্ ও সঠিক সম্বন্ধ জুড়িয়া লও। ইহার ফায়দা এই হইবে যে, আমলে তুমি তাহাদের সমকক্ষ হইতে না পারিলেও, আমলের মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া গেলেও ইন্‌শাআল্লাহ্ এই সম্পর্কের বদৌলতে প্রাপ্ত তওবা, এস্তেগফার ও অনুতাপ-অনুশোচনার সুফল স্বরূপ তাঁহাদেরই সঙ্গে তোমার হাশর হইবে এবং তাঁহাদের সঙ্গেই জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিবে। হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) বলিতেন যে, আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত যাহারা সম্পর্ক রাখে তাহারা কামেল না হইলেও অন্ততঃ তায়েব (তওবাকারী) তো অবশ্যই হইবে। তাই, কামেলীনদের সঙ্গে হাশর না হইলেও তায়েবীনের সঙ্গে ত অবশ্যই হইবে। জীবনভর যদি এছ্‌লাহ্ নাও হয় তবে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ঐ সকল বুযুর্গানেদ্বীনের বরকতে আল্লাহ্‌পাক তাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও সম্বন্ধকে প্রবল ও শক্তিশালী এবং গায়রুল্লাহ্‌র সম্বন্ধকে নীচু ও কমজোর করিয়া দিয়া তাহাকে নিজের কাছে তুলিয়া নিবেন। ওলীআল্লাহ্‌দের সহিত সম্পর্ক থাকিলে তাহা বৃথা যায় না। হযরত থানবীর এই বাণীটি আমি নিজে দেখিয়াছি।

আমাদের বুযুর্গানেদ্বীনের বাণীর সপক্ষে দলীল-প্রমাণ

ইহাতো হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এবং মাওলানা মছীহুল্লাহ খান ছাহেব (রঃ) এর মত অতি উচ্চ স্থানীয় আলেমের এবং আমাদের সকল বুযুর্গানে দ্বীনের কথা। তাঁহাদের কথার পরে আমাদের জন্য তো আর কোন দলীলের প্রয়োজন নাই। অন্যথায় আমাদের এই মহা মনীষীদের এই বাণীসমূহের সপক্ষে আমি প্রমাণাদিও পেশ করিতে সক্ষম। অর্থাৎ কেন আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত সম্পর্কশীল লোকেরা তওবার তওফীক প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং ঈমানের সহিত তাহাদের মৃত্যু লাভ হয় ইহা ত আমাদের বুযুর্গদের কথা। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি, তাহাও আমাদের জানা থাকা দরকার। কারণ, কোন কোন লোক এমনও তো হইতে পারে যে এরূপ বলিয়া বসিল যে, আমি ত এ সকল বুযুর্গদের কথায় বিশ্বাসী নই, আমাকে আপনারা কোরআন-হাদীছের দলীল দেখাইয়া দিন। তাই আলেমগণের উচিত কোরআন-হাদীছের দলীল-প্রমাণের অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকা যাহাতে লোকেরা ইহা বুঝিতে পারে যে, আমাদের বুযুর্গদের বাণী সমূহ ভিত্তিহীন নয়–– বে-দলীল নয়। আমাদের আকাবের যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত জুড়িয়া থাকে ও মহব্বত রাখে সে ইসলামের গন্ডি হইতে বাহির হইয়া বে-ঈমান হইয়া যাইতে পারে না এবং তাহার মৃত্যু ঈমানের সহিতই হইয়া থাকে–– উহার প্রমাণ বোখারী শরীফের প্রথম খন্ডের অষ্টম পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই হাদীস শরীফ–

مَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত করে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত ভিন্ন পার্থিব কোনও স্বার্থ উহাতে যুক্ত না থাকে–– আল্লাহ্‌পাক তাহাকে 'ঈমানের মজা'-ঈমানের সুমধুর স্বাদ নসীব করিয়া দেন। মূলতঃ এই হাদীছটির তিনটি অংশ রহিয়াছে। পূর্ণ হাদীছটি এরূপ ঃ ১ – যাহার ঈমান এত মযবূত যে, আল্লাহ্ ও রাসূল তাহার নিকট অন্য সবকিছু হইতে বেশী প্রিয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রবল। ২ –

ঈমান তাহার নিকট এত বেশী প্রিয় বস্তু যে, কোন ব্যক্তি তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে চাহিলে তা তাহার নিকট যতটা অপ্রিয় ও অসহনীয়, ঈমান লাভের পর ঈমান ত্যাগ করিয়া কাফের-বিধর্মী হইয়া যাওয়াটাও তাহার নিকট তদ্রূপই অসহনীয় এবং অগ্রহণীয়। ৩- এবং যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত করে। এই তিন প্রকার গুণের অধিকারী বান্দাগণকে আল্লাহ্‌পাক ঈমানের মধুরতা প্রদান করেন। আর মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেশকাত শরীফের শরাহ্ মেরকাতের প্রথম খন্ডের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন --

وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ اَبَدًا فَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى بِشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ لَهُ

অর্থাৎ এক হাদীছে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌পাক কাহাকেও ঈমানের মধুরতা দান করার পর আর কখনও তাহা ছিনাইয়া নেন না। ঈমানের ঐ নূর ও মাধূর্য চিরকাল তাহার অন্তরে বিদ্যমান থাকে। কারণ, ইহা বাদশার শাহী দান। আর এত বড় দয়াময় বাদশা কাহকেও কিছু দান করার পর আবার তাহা ফেরৎ নিতে নিজের অপমান বোধ করেন। অতএব, যেহেতু আল্লাহ্‌পাক তাহার ঈমানের নূর ও মাধূর্য কখনও ফেরৎ নিবেন না- ইহাতে প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয়ই সে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভ করিবে। অতএব, বুঝা গেল যে, আসলে এই হাদীছের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত মহব্বতের ফলে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত মহব্বতের দ্বারা ঈমানের মাধূর্য নসীব হইল। আবার ঈমানের মাধূর্যের বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের সৌভাগ্য হাসিল হইল। দেখুন, এই সব কথা আমি হাদীসের আলোকেই ত পেশ করিতেছি। মোল্লা আলী কারীর মেরকাত খুলিয়া দেখিয়া লইতে পারেন। উপরে আমি তাঁহার আরবী এবারতও উল্লেখ করিয়া দিয়াছি যাহাতে সম্মানিত আলেমগণ এই বিষয়টি যথাযথ ইয়াকীন ও আস্থার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন।

বস্, এখন দোআ করুন। (সম্মুখে দেখুন।)

(অত্র বয়ানের সংকলক মীর ইশ্‌রত জামীল আরয করিতেছি যে, এই মুহূর্তে আমি বলিলাম, হ্যরত, আপনি ইতিবাচক যিকিরের ব্যাখ্যা ত পেশ করিয়াছেন, তবে নেতিবাচক যিকিরের ব্যাখ্যা কিছুটা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অতঃপর হ্যরত বলিলেন—)

আল্লাহ্‌র স্মরণ দুই প্রকার ঃ- ইতিবাচক স্মরণ ও নেতিবাচক স্মরণ।

ইতিবাচক স্মরণ অর্থ আল্লাহ্‌পাকের সকল আদেশাবলী পালন করা। নেতিবাচক স্মরণ অর্থ গুনাহ্ বর্জন করা। নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হইতে বিরত থাকা। আসল যাকের (আল্লাহ্‌র প্রকৃত স্মরণকারী) ত ঐ ব্যক্তি যে সব সময় ঐ সময়ের করণীয় এবাদত ও আদেশাবলীও পালন করে এবং মনের সমস্ত অন্যায় খাহেশ বা খারাপ কামনা-বাসনা সমূহকে দমাইয়া রাখিয়া সর্ব প্রকার গুনাহ্ হইতেও বিরত থাকে। অন্যথায়, যে ব্যক্তি এবাদতের সুমিষ্ট ইক্ষুর রসও চুষিতে থাকে, সেই সঙ্গে পাপের ইক্ষুও মুখে লাগাইয়া রাখিয়া উহার স্বাদও উপভোগ করিতে থাকে– প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌র যিকিরকারী বা আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী নয়। কারণ, গুনাহের রস ও লয্‌যত পরিহার করা ব্যতীত আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল হয় না। এজন্যই আল্লাহ্‌পাক ইল্লাল্লাহ্ এর আগে লা-ইলাহা নাযিল করিয়াছেন। যাহার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌কে পাইতে হইলে আগে সমস্ত গায়রুল্লাহ্‌কে বর্জন কর, সমস্ত গুনাহ্ বর্জন কর, তবেই তুমি আল্লাহ্‌কে পাইয়া যাইবে। অতএব, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে পাইতে চাই তবে দুনিয়ার সকল পচনশীল ও মরণশীলদিগকে পরিহার করিতে হইবে। তবেই আমরা চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌কে পাইয়া যাইব–যিনি চিরকাল আমাদের হইয়া থাকিবেন এবং আমাদেরকেও তিনি আপনার করিয়া রাখিবেন।

গুনাহ্ বর্জনের সহজ পন্থা

কাহারও পক্ষে গুনাহ্ বর্জন করা যদি কঠিন মনে হয় তবে চল্লিশ দিন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা শায়খের সংসর্গে থাকিবে। চল্লিশ দিন তাঁহার তর্‌বিয়ত ও তত্ত্বাবধানে থাকিতে পারিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ উহার বরকতে যেকোন ধরনের গুনাহ্ বর্জন করা সহজ হইয়া যাইবে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, কোন লোক যদি চল্লিশ দিন তাহার মোর্শেদের সংসর্গে থাকিয়া লয়, তবে তাহার মধ্যে এক ঈমানী যিন্দেগী ও নেছ্‌বত মাআল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সহিত এক গভীর সম্পর্ক) হাসিল হইয়া যাইবে। যেমন, ডিম যদি একুশ দিন পর্যন্ত মুরগীর নীচে থাকে তবে মুরগীর তা লাগিয়া প্রাণহীন ঐ ডিমের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয় কিনা ? শুধু প্রাণই সঞ্চার হয় না বরং প্রাণ লাভের পর আপন শক্তি বলে খোসা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্যই হযরত থানবী বলেন যে, কষ্ট করিয়া চল্লিশ দিন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সোহ্‌বতে থাকিয়া লও। এই ভাবে থাকিবে যে, তাঁহার খান্‌কার সীমানা হইতে মোটেই বাহির হইবে না। পান খাইতেও যাইবে না। দিন-রাত সর্বক্ষণ খান্‌কার সীমানার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ঐ চল্লিশ দিনের মধ্যে নেছ্‌বত মাআল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সহিত গভীর সম্পর্ক) নসীব হইয়া যাইবে। (ঐ চল্লিশ দিনের মধ্যেই তুমি ওলীআল্লাহ্ হইয়া যাইবে।)

হযরত থানবী ইহাও বলিয়াছেন যে, খান্‌কায় (শায়খের নিকট) লাগাতার চল্লিশ দিন অবস্থান করা জরুরী। এ নয় যে, দশ দিন খান্‌কায় থাকিল, তারপর বাড়ীতে চলিয়া আসিল। আবার গিয়া দশ দিন থাকিল। এভাবে চারি কিস্তিতে চল্লিশ দিন পূর্ণ করিল। ইহা দ্বারা পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল হয় না– যাহা একটানা চল্লিশ দিন থাকিলে হাসিল হইয়া থাকে। যেমন, ডিম যদি লাগাতার একুশ দিন মুরগীর নীচে না থাকে–– চাই মুরগীকে ডিম হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল, কিংবা ডিমকে মুরগী হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইল। আট-দশ ঘন্টা পর আবার উহার তা-এ রাখিয়া দেওয়া হইল। এক্ষেত্রে মুরগী ও ডিমের মধ্যে দূরত্বের ফলে এবং লাগাতার মুরগীর নীচে থাকার ব্যাপারে ক্রুটির ফলে এই ডিমে প্রাণ সঞ্চার হইবে না এবং উহা হইতে বাচ্চা পয়দা হইবে না। তাই, লাগাতার চল্লিশ দিন শায়খের সোহ্‌বতে থাকিতে হইবে। তবেই পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল হইবে।

ইয়াকীনের নূর আল্লাহ্‌র ওলীদের সীনা হইতে হাসিল হয় ঃ

সারকথা এই যে, যথাযোগ্য ভাবে শায়খের সোহ্‌বত ও তর্‌বিয়ত হাসিল করা অত্যন্ত জরুরী। এক ব্যক্তি হযরত থানবীকে একপত্রে লিখিয়াছিল যে, শায়খের সহিত শুধু পত্রযোগাযোগের দ্বারাই কি ওলীআল্লাহ্ হওয়া যায় না?

হযরত থানবী উত্তরে লিখিয়াছেন যে, স্ত্রী যদি লাহোরে থাকে, আর স্বামী থাকে করাচীতে এবং আজীবন উভয়ে উভয়ের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে, ইহার ফলে সন্তান জন্ম হইবে কি ?

আসলে মুরীদ যখন সশরীরে শায়খের সঙ্গে থাকে ইহার ফলে শায়খের কলব হইতে ঈমানের নূর, ইয়াকীনের নূর, তাআল্লুক মাআল্লাহ্ (বা আল্লাহ্র সহিত গভীর সম্বন্ধের) নূর মুরীদের কলবে প্রবেশ করিতে থাকে।

দ্বীনী কিতাবাদির দ্বারা আমরা শরীঅতের হুকুম-আহকামের বিবরণ, এবাদতের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশের বিবরণ, সংখ্যা ও পরিমাণের বিবরণ জানিতে পারি। যেমন, মাগরিবের ফরয তিন রাক্আত, এশার ফরয চারি রাক্আত, ফজরের ফরয দুই রাক্আত। প্রত্যেক রাক্আতে একটি করিয়া রুকূ, দুইটি করিয়া সেজদা। প্রত্যেক রুকূ'তে এবং প্রত্যেক সেজদায় এত বার করিয়া অমুক তস্বীহ্। তাক্বীরে-তাহরীমার দ্বারা শুরু করা, সালামের দ্বারা খতম করা ইত্যাদি। কিতাবের মধ্যে আমরা ইহাদের পূর্ণ বিবরণ লাভ করি। কিন্তু যখন আমরা নামায পড়ি তখন আমাদের অন্তরের কাইফিয়ত (অবস্থা) কিরূপ হওয়া উচিত, কিরূপ ভয়-ভক্তি, কিরূপ আন্তরিকতা, কিরূপ বিনয় ও নম্রতা, কিরূপ বিগলিত প্রাণ এবং অন্তরের কিরূপ উপস্থিতি ও একাগ্রতা-নিমগ্নতার সহিত নামাজ আদায় করিতে হইবে, রুকূ সেজদা করিতে হইবে, কিরূপ ভক্তি, মহব্বত ও আয্মতের সহিত এবং কিরূপ ঈমানী কাইফিয়তের সহিত আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে হইবে, কেমন দরদ ভরা, মায়া ভরা ও বিনয় মাখা প্রাণে ছুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা বলিতে হইবে। এই ঈমানী কাইফিয়ত এবং এরূপ নূরে নূরান্বিত অন্তর কিতাবের পাতায় পাওয়া যায় না। এই সকল কাইফিয়ত হাসিল হয় আল্লাহ্র ওলীদের সীনা হইতে। মোর্শেদের সীনা হইতে উহা মুরীদের সীনায় আসে।

মোটকথা, যে কোন এবাদতের দৈহিক গঠন, সংখ্যা, পরিমাণ ও চৌহদ্দির বিবরণ হাসিল হয় শরীঅতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি হইতে। ইহাকে 'এবাদতের কাম্মিয়্যত' বলে। আর এবাদতের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, ওজন, মূল্যমান ও নূরানিয়ত হাসিল হয় আল্লাহ্র ওলীদের কলব হইতে। ইহাকে 'কাইফিয়ত' বলে। এক কথায় এবাদতের কাম্মিয়্যত পাওয়া যায় কিতাবে এবং

এবাদতের ভিতরগত 'ঈমানী কাইফিয়ত' হাসিল হয় ওলীআল্লাহ্দের সীনা হইতে। আল্লাহ্র ওলীদের সঙ্গে বসিলে, তাঁহাদের সাহচর্যে থাকিলে তঁহাদের অন্তরস্থ ঈমান ও ইয়াকীনের নূর তাঁহাদের সঙ্গ লাভকারী ও তাঁহাদের সহিত উপবেশনকারীদের অন্তরে প্রবেশ করে।

এজন্যই হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলিয়াছিলেন যে, হে ওলামায়ে কেরাম, আপনারা আমার এল্মের মধ্যে যে বিরাট বরকত ও প্রাচুর্য দেখিতে পাইতেছেন উহা শুধু কিতাব পড়িয়া হাসিল হয় নাই বরং কিতাবের পাশাপাশি আল্লাহ্র কুতুবদের সোহ্বত ও যিয়ারতের বদৌলতে হাসিল হইয়াছে। আমি শুধু কিতাবই দেখি নাই, কুতুবও দেখিয়াছি, তাঁহাদের সাক্ষাত ও সাহচর্যও লাভ করিয়াছি। আমি আরব-আজমের বুযুর্গানের শিরোমনি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রঃ) এর যিয়ারত লাভ করিয়াছি, হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা ইয়া'কূব নানূতবীর যিয়ারত লাভ করিয়াছি। এই সকল বুযুর্গানের প্রত্যেকেই সমকালীন কুতুব ছিলেন। আমি তাঁহাদের সাক্ষাত ও সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাই, কিতাব দেখার পাশাপাশি কুতুব দেখার রবকত আল্লাহ্পাক আমার এল্মের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব, আজও যদি ঐ সকল ওলামায়ে-কেরাম যাঁহাদের কোন বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক নাই- স্ব স্ব মোনাছাবাত (পসন্দ) অনুযায়ী কোন না কোন বুযুর্গের সহিত নিজেকে জুড়িয়া নেন তবে আজও তাঁহারা বরকতে পরিপূর্ণ সুমধুর এক জিন্দেগীর অধিকারী হইয়া যাইবেন।

উপকার লাভ নির্ভর করে মোনাছাবাতের উপর ঃ

(মোনাছাবাত্ অর্থ মনের মিল, মহব্বত, আকর্ষণ, ভক্তি-বিশ্বাস, সামঞ্জস্য। যেই খাঁটি মোর্শেদের প্রতি অন্তরে মহব্বত লাগে, ভক্তি লাগে, যাঁহার কথাবার্তা মনে লাগে- বুঝিতে হইবে তাঁহার সহিত আপনার মোনাছাবাত আছে।-অনুবাদক।)

মোর্শেদের দ্বারা ফায়দা (উপকার) হওয়ার জন্য মুরীদ ও মোর্শেদের মধ্যে 'মোনাছাবাত' থাকা জরুরী। মোনাছাবাত ব্যতীত ফায়দা হয় না। দেহে যদি রক্ত ভরণের প্রয়োজন হয় তবে ঐ ব্যক্তির রক্তই গ্রহণ করা হয় যাহার রক্তের সহিত আপনার রক্তের গ্রুপ মিলে। অনুরূপভাবে এই রূহানী লাইনেও উভয়ের আত্মা বা অন্তরের মধ্যে মোনাছাবাত (সামঞ্জস্য) থাকা একান্ত আবশ্যকীয়। তবেই উক্ত মোর্শেদের দ্বারা এই রূহানী লাইনের ফায়দা হাসিল হইবে। যাঁহার সহিত মোনাছাবাত হয় আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য জীবনের মাত্র চল্লিশটি দিন তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়া দেওয়া কোন মুশকিল ব্যাপার নহে। চল্লিশটি দিন ব্যয় করিয়া যদি এছ্লাহ্ হইয়া যায়, আল্লাহ্-রাসূলের পসন্দ মত জীবন গঠন হইয়া যায়, জান্নাত লাভ করা যায়, স্বয়ং আল্লাহ্পাককে লাভ করা যায়– তবে উহার সম্মুখে এই চল্লিশটি দিনের কি হাকীকত আছে ? এ-তো অতি সস্তায় অতি বেশী মূল্যবান নেআমত হাতে আসিয়া গেল।

আপনাদের সম্মুখে এই মুহূর্তে বক্তব্য পেশকারী এই অধম ষোল বৎসর হযরত শাহ্ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রঃ) এর সঙ্গে তাঁহার খেদমতে থাকিয়াছে। সতের বৎসর বয়সে আমি তাঁহার হাতে বায়আত হইয়াছি। আমার তারুণ্য ও যৌবনকাল, তারপরও আমার জীবনের একটা অংশ আল্লাহ্র ওলীদের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সাহচর্যের যেই স্বাদ ও মাধুর্য আমি উপভোগ করিয়াছি তাহাই আপনাদেরকে শুনাইতেছি।

কারণ, কেহ যদি কোন বস্তুর স্বাদ নিজে না চাখিয়া সুস্বাদু জিনিস বলিয়া অন্যদেরকে উহা খাওয়ার জন্য বা উহার স্বাদ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তবে সে ক্ষেত্রে অন্যদের প্রশ্ন বা আপত্তির অবকাশ থাকে যে, নিজে না খাইয়া কিভাবে দাবী করিতেছেন যে, উহা খুব সুস্বাদু ও সুমিষ্ট? আল্হামদুলিল্লাহ্, আমার অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক নিছক তাঁহার আপন দয়ায় আমাকে জীবনের এক সুদীর্ঘ কাল মোর্শেদের নিকট থাকার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন-- এমনকি, আমার সম্মুখেই আমার মোর্শেদ এই নশ্বর জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমি দোআও করিয়াছিলাম যে, যত দিন পর্যন্ত আমার মোর্শেদের হায়াত রাখিয়াছ তত দিন পর্যন্ত আমাকে তাঁহার খেদমত ও সান্নিধ্য হইতে পৃথক করিও না। তাঁহার দুয়ারেই পড়িয়া থাকার তওফীক দান কর।

আজও আমি মোর্শেদ হইতে বে-নিয়ায নই। এখন আর মোর্শেদের প্রয়োজনীয়তা বাকী নাই – কস্মিনকালেও তা আমি মনে করি না। হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের সাথে সাথেই আমি হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-কে স্বীয় পীর রূপে গ্রহণ করিয়াছি। অহংকার, আত্মপ্রসাদ, আত্মতৃপ্তি, সম্মানের মোহ প্রভৃতি কঠিন ব্যাধির জন্য মোর্শেদের ধমক ও কঠোর শাসন অব্যর্থ ঔষধের মত ক্রিয়া করে। মাথার উপর মোর্শেদের ছায়া ও তত্ত্বাবধান না থাকিলে খোদা জানে যে, বেচারা-মুরীদ নিজের অজ্ঞাতসারে কতনা ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে থাকে। বুঝিতেও পারে না যে, কি কি দুষ্কর্ম ও সূক্ষ্ম পাপাচারে সে লিপ্ত আছে এবং কি ভয়াবহ সর্বনাশ যে ঘটিয়া যাইতেছে।

আজ এই যে আপনারা আমার নিকট বসিয়া আছেন এবং কিছু দ্বীনের কথা শুনিতেছেন–– ইহা আমার বুযুর্গদের দোআর বরকত, তাঁহাদের নজরের বরকত্। আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রদের অনেক সুদৃষ্টি পড়িয়াছে এই অধমের উপর। অদ্যকার এই মাহ্ফিল-মজলিস সবকিছু ঐ নেক্ দৃষ্টিরই ফল-ফসল।

একটি কুকুর দিল্লীর মসজিদ ফতেহ্পুরীর দরজার সম্মুখে বসা ছিল। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লবীর পুত্র, তাফসীরে মো-যেহুল কোরআনের লেখক শাহ্ আব্দুল কাদের (রঃ) কয়েক ঘন্টা যাবত যিকির, তেলাওয়াত ও এবাদতের পর মসজিদ হইতে বাহির হইলেন।

سِيمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

ঐ এবাদতের নূর অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ের পথে যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল।

هُوَ نُوْرٌ يَظْهَرُ عَلَى الْعَابِدِيْنَ يَبْدُوْ مِنْ بَاطِنِهِمْ اِلٰى ظَاهِرِهِمْ

আল্লাহ্র খাছ্ বান্দাদের অন্তরের নূর বাহিরেও প্রকাশ পায়, অন্তর হইতে চেহারায় ভাসিয়া উঠে।

তাঁহার অন্তরের নূর চক্ষের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিল। এমনি অবস্থায় তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইলেন––এবং তাঁহার নজর ঐ কুকুরের উপর পড়িয়া গেল। হযরত থানবী বর্ণনা করেন যে, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব

(রঃ) বলিয়াছেন ঃ ঐ কুকুরটি যেখানেই যাইত, দিল্লীর সমস্ত কুকুর আসিয়া উহার সম্মুখে আদবের সহিত বসিয়া পড়িত-- যেন কুকুরদের পীর হইয়া গেল।

হুছ্‌নুল-আযীয নামক গ্রন্থে আছে যে, এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া হযরত থানবী এক বেদনা ভারাক্রান্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ হায়, যাঁহাদের দৃষ্টি হইতে জানোয়ারও মাহ্‌রূম থাকে না, তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে মানুষ কিভাবে মাহরূম থাকিবে ।

হযরত থানবী কী জোশে আসিয়া আহ্ করিয়াছেন, কি ব্যথিত প্রাণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধুগণ, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তো মূল্যায়ণ করা উচিত। কি ব্যথা ভরা প্রাণে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জিন্-কি নেগাহূঁ-ছে জান্ওয়ার-ভী মাহ্‌রূম নাহীঁ রাহ্‌তে , তো ইন্‌ছান ক্যায়ছে মাহ্‌রূম রাহেঙ্গে। অর্থাৎ যাঁহাদের দৃষ্টির কল্যাণ হইতে পশুও বঞ্চিত থাকে নাই, সেখানে মানুষ কিভাবে বঞ্চিত থাকিবে।

আল্লাহকে অন্বেষণকারীরা আল্লাহর ওলীদের কদর করেঃ

(সর্বসাধারণের মধ্যে যে কোন আঘাতের স্থানে হলুদের প্রলেপ দেওয়ার প্রচলন আছে, ইহাতে ব্যথা উপশম হয়।) এক ব্যক্তি কোন এক গ্রামে গিয়াছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই গ্রামে কি হলুদ পাওয়া যায় ? লোকেরা বলিল, হাঁ, পাওয়া যায়। সে বলিল, আচ্ছা, এখানের হলুদের দাম কত ? এক বৃদ্ধ পূরবী ভাষায় উত্তর দিল যে, হলুদের ত কোন দাম হয় না। তবে, যাহার আঘাতে যেই পরিমাণ ব্যথা হয় তাহার কাছে সেই পরিমাণ দাম হয়। হলুদের মূল্য হয় ব্যথা হিসাবে। ব্যথা যদি বেশী হয় তবে হলুদ অতি দামী। আর ব্যথাই যদি না থাকে তবে হলুদের কোন দাম নাই। তদ্রূপ, আল্লাহ্‌র ওলীদের মহব্বত ও মূল্যও হলুদের মূল্যের মত। যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বতের আঘাত, আল্লাহ্‌র ভালবাসার ব্যথা যেই পরিমাণ, তাহার নিকট আল্লাহ্‌র ওলীদের মহব্বত ও কদরও সেই পরিমাণ।

তাই, অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বতের কিছু ব্যথা ত থাকিতে হইবে। তখন সে আল্লাহ্‌র ওলীদের কদর বুঝিতে পারিবে। যার অন্তরে কোন ব্যথাই পয়দা

হয় নাই,যার মধ্যে আল্লাহকে পাওয়ার কোন তালাশই নাই, কোন পিপাসাই নাই– ঐ হতভাগা কিরূপে বুঝিবে যে, আল্লাহ্র ওলীদের কি কদর, কি মর্যাদা। আল্লাহ্র মহব্বত, আল্লাহ্প্রাপ্তির অন্বেষা ও পিপাসা যার মধ্যে যত বেশী থাকে, আল্লাহ্র ওলীদের সে তত বেশী কদর বুঝে এবং কদর করে। যে ব্যক্তি কোন গন্তব্যে পৌঁছিতে চায়, ঐ গন্তব্যস্থলের সহিত তাহার যেই পরিমাণ মহব্বত হইবে-- ঐ পর্যন্ত পৌঁছিতে সাহায্যকারী পথপ্রদর্শকের প্রতিও তাহার সেই অনুপাতেই মহব্বত হইবে। পথ প্রদর্শককে রাহ্বর বলে, আর গন্তব্যস্থলকে মন্যিল বলে। তাই, মন্যিলের প্রতি মহব্বত প্রবল হইলে ঐ মন্যিলের রাহ্বরের মহব্বতও অন্তরে প্রবল হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি মক্কা শরীফ বা মদীনা শরীফে যাইতে চাহিতেছে। কিংবা কেহ হজ্রে-আছওয়াদ চুম্বন করিতে চাহিতেছে অথবা রওযা শরীফের জালী-মোবারক পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এমতাবস্থায় কেহ তাহাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার মাকছূদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। যেই মাত্রায় তাহার মধ্যে ঐ মনযিলের বা ঐ মাক্ছূদের প্রতি অনুরাগ থাকিবে, ঐ পরিমাণে ঐ রাহ্বরের প্রতিও মহব্বত ও অনুরাগ উথলিয়া উঠিবে।

পক্ষান্তরে, মন্যিলের মহব্বত যেই পরিমাণ কমজোর হইবে, রাহ্বরের মহব্বতও সেই পরিমাণ কমজোর হইবে। যে মন্যিলের আশেক হয় সে রাহ্বরেরও আশেক হয়। আর যে মন্যিলের প্রতি আসক্ত হয় না, রাহ্বরের প্রতিও সে আসক্ত থাকে না। এধরনের লোকেরা এরূপ বলিয়া থাকে যে, উনিও মানুষ, আমিও মানুষ। উনারও যেমন একটি নাক ও দুইটি কান আছে, আমারও তো তদ্রূপ একটি নাক ও দুইটি কান আছে। তাই, উনিও যেমন নাক-কান সহ বসিয়া আছেন, আমিও ঠিক তদ্রূপ নাক-কান সহই বসিয়া আছি।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রঃ) বলিতেন , যে যেই পরিমাণ আল্লাহ্র ওলীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তাহার উপর সেই পরিমাণ আল্লাহ্র রহ্মত ও দয়া বর্ষিত হয়।

আর একটি কথা বলি, কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে নিজের নজর দিয়া যাচাই করিওনা, নিজের দৃষ্টি দ্বারা চিনিতে যাইও না। বরং সমকালীন আওলিয়ায়ে-কেরাম ও আওলিয়ায়ে-কেরামের তর্বিয়তপ্রাপ্ত (আওলিয়াগণের

হাতে গড়া) আলেমগণের নজরের দ্বারা যাচাই করিতে ও চিনিতে চেষ্টা করিও। তাঁহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিও যে, এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? আমরা ত রোগী, আমাদের নজরও রোগী।

জীবনের ভিসাঃ

মোটকথা, আর দেরী নয়, জল্‌দি-জল্‌দি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বন্ধুগণ, আজকাল অনেক বেশী সংখ্যায় ইমারজেন্সী ডাক পড়িতেছে। ভিসার মেয়াদ অকস্মাৎ নিঃশেষ হইতে দেখা যাইতেছে। তাই, সময় থাকিতে জিন্দেগীর কদর করিয়া লউন। জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া স্বদেশের জন্য কিছু জমা করিয়া লউন।

দেখুন, মক্কা শরীফে মাওলানা সা'দী ছাহেব একদিন চা পান করিতেছিলেন। তরতাজা এক যুবক। চুল দাড়ি সব কালো। হঠাৎ চায়ের পেয়ালাটি হাত হইতে পড়িয়া গেল এবং তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। অতএব, খুব লম্বা-লম্বা প্লান-প্রোগ্রাম করিবেন না। ইহা মনে করিবেন না যে, এখনও জীবনের অনেক বাকী আছে। আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব। তাই, আগে দুনিয়া উপার্জন করিয়া লই। তারপর দেখা যাইবে আখেরাতের জন্য কি করা যায়।

বন্ধুগণ, এসব কিছুই ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা। জীবনের ভিসার মেয়াদ অজ্ঞাত ও অবর্দ্ধনীয়। জীবনের ভিসার মেয়াদ কাহারও জানা নাই এবং একবার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে মেয়াদ বর্দ্ধিত করারও আর কোন উপায় নাই।

অতএব, তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের কোলের দিকে ছুটিয়া আসুন,তাড়াতাড়ি তাহার দয়ার কদমে পড়িয়া যান। নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দিন। তবে, কিভাবে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সঁপিয়া দিতে হয়, কিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ হইতে হয় তাহাও আল্লাহ্‌র ওলীদের নিকট শিখিতে হয়, তাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া হাসিল করিতে হয়। এজন্যই আমাদের সমস্ত বুযুর্গগণ পরামর্শ দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এখনও কোন বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক করে নাই, কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে মোনাছাবাত মাফিক কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া লওয়া উচিত।

মাওলানা নাজমুল-হাসান থানবী (রঃ) হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর স্নেহাস্পদ ও নিকটাত্মীয় ছিলেন। তিনি লাহোর ছিয়ানাতুল-মোছলেমীনের জল্‌সায় খাজা ছাহেব (রঃ) এর কবিতা ও ছন্দ সমূহ স্বয়ং খাজা ছাহেবের ঢঙেই আবৃত্তি করিয়া শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ-মোহিত করিতেন। একবার তিনি করাচী আসিলেন। রাত্রিবেলা খানা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত দুইটা বাজে তাঁহার হার্টে ব্যথা শুরু হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। হায়, কেহই ত সেদিন বুঝিতে পারে নাই যে, এত তাড়াতাড়ি তিনি সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন।

তাই বলি, হে বন্ধুগণ—

نہ جانے بلائے پیا کس گھڑی
تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی

জানিনা কখন ডাক পড়িয়া যায়, আর তোমার সকল প্রস্তুতিই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

(অধম অনুবাদক আরয করিতেছি যে, মাত্র কয়েক দিন পূর্বে আমাদের এলাকার জনৈক রাজনৈতিক নেতা এক রাজনৈতিক মিছিলের নেতৃত্ব দিতেছিলেন। একেবারে অগ্রভাবে থাকিয়া হাত নাড়াইয়া নাড়াইয়া শ্লোগান আর শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিলেন। মিছিল চলা অবস্থাতেই একস্থানে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্রই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আর একটি ঘটনা। আমার ওস্তাদ বরিশাল মাহ্‌মূদিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা এনায়েতুর রহমান বেগ (রঃ) তাঁহার স্ত্রীর সুচিকিৎসার জন্য একটি রিজার্ভ লঞ্চ ভাড়া করিয়া বরিশাল হইতে ঢাকা আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার হার্টে ব্যথা আরম্ভ হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। অথচ, তাঁহার সেই অসুস্থা স্ত্রী সুস্থা হইয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এখনও বাঁচিয়া আছেন।)

(অতঃপর এই বয়ানের সংকলক জনাব মীর ইশরত জামীল ছাহেব বলিতেছেন যে, হযরতের বয়ান এখানেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। বয়ানের পর আবহাওয়া খুব ভালো, আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হইয়া গিয়াছিল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া হাল্‌কা-হাল্‌কা (গুঁড়ি গুঁড়ি) বৃষ্টি ঝরিতেছিল। সম্মুখে সবুজের সমাহারে সুশোভিত গগনচুম্বী পাহাড়ের সারি এক মনোহারী দৃশ্য পেশ করিতেছিল। ঐ মুহূর্তে হযরত নিম্নের কথাগুলি আরম্ভ করিলেন।)

ইয়া জিবালাল হরম, ইয়া জিবালাল্ হরম !
হে হরমের পাহাড়-পর্বত !

সুন্দর-সুদর্শন এই পাহাড়গুলি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কোন দুল্‌হানকে (নব বধূকে) সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আল্‌হামদু লিল্লাহ্, মনোহর এই পাহাড়সমূহকে দেখিয়া আমি হরম শরীফের (মক্কা শরীফের) পাহাড় সমূহকে স্মরণ করিতেছি। স্বীয় বুযুর্গদের জুতার বরকতে, তাঁহাদের পদধূলীর বরকতে অধম আখতার দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখিয়া ধোকাগ্রস্ত হয় না। দেখুন, এই পাহাড় সমূহের উপর দৃষ্টি পড়িতেই আমি আমার এই ছন্দটি আবৃত্তি করিয়াছি--

میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم
یا جبال الحرم یا جبال الحرم

হরমের হে পাহাড়-পর্বত, হরমের হে মরু-কানন

মোর নজরে তোমরা অতি শ্রদ্ধাভাজন-ভক্তিভাজন।

হরমের হে পাহাড়মালা! প্রিয় হে পর্বতমালা! আল্লাহ্‌পাক তোমাদিগকে তাহার ঘরের পড়শী বানাইয়াছেন। তাই তোমাদের চেয়ে বড় সম্মানীয় আর কে হইতে পারে? তোমাদেরকে দেখিয়া কা'বার তাজাল্লী স্মরণ হয়, কা'বার মালিকও স্মরণ হয়।

আর এখানকার সুদর্শন এই পাহাড় সমূহকে দেখিয়া মন্-দিল্ উহার মধ্যেই আটকা পড়িয়া যায়। আল্লাহ্পাক হরম শরীফের পাহাড় সমূহকে সবুজ-শ্যামলের আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, যাহাতে হাজী সাহেবদের হৃদয়-মন পাহাড়ের সৌন্দর্যের জালে আটকা পড়িয়া মহা কল্যাণ ও বরকত হইতে বঞ্চিত না হইতে হয়। যেন নির্বিঘ্নে আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করিতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, যেন মুল্তাযামের সহিত বুক মিশাইয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া উহার সান্নিধ্যের পরশ উপভোগ করিতে পারেন। অন্যথা, ক্যামেরা লইয়া লোকেরা সুন্দর পাহাড় ও উহার সৌন্দর্যের সঙ্গেই মিশিয়া থাকিত। ইহা হরম শরীফের ভৌগোলিক কাঠামো সম্পর্কিত সৃষ্টি রহস্য যাহা আল্লাহ্পাক মক্কা-শরীফে আমার অন্তরে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। আমি যখন আফ্রিকা সফর করিয়াছি তখন আফ্রিকার সুদৃশ্য পাহাড়সমূহ দেখিয়াও আমি একথাই বলিয়াছিলাম যে, এই গুলি যতই সৌন্দর্যপূর্ণ হউকনা কেন, আমার মনে তো আল্লাহর ঘরের পড়শী পাহাড়সমূহ স্মরণ হইতেছে। কারণ, উহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্ স্মরণ হয়, আর ইহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়মন উহার রূপে আটকা পড়িয়া যায়। ইহাদের রূপ দর্শনের জন্য ভ্রমণকারী কাফের-বিধর্মীরাও এখানে আসে, কিন্তু কোন বিধর্মী মক্কার ঐ পাহাড়ের কাছে পৌঁছিতে পারে না। উহাদিগকে আল্লাহ্পাক শুধু তাহার প্রেমিকদের জন্য হেফাযত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, হরমের সান্নিধ্যধন্য ঐ সকল পাহাড় যাহা আল্লাহর নজরে প্রিয়, নবীদের নজরে প্রিয়, ওলীদের নজরে প্রিয় ও তাঁহাদের চক্ষু শীতলকারী - উহাদের সমকক্ষ কিভাবে হইবে এই সকল হতভাগা পাহাড় যাহারা পবিত্র কা'বার সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত এবং যেখানে আসিয়া আল্লাহ্র দুশমনেরা মদ পান করে ও যিনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এই হীনতা ও নীচুতা লইয়া কিভাবে ইহারা হরমের মহান মর্যাদাপূর্ণ ঐ সকল পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে যাহাদিগকে আল্লাহ্পাক তাহার সেই ভৌগোলিক মানচিত্রে স্থান দিয়াছেন যেখানে তিনি তাঁহার ঘর কা'বা শরীফ নির্মাণ করিয়াছেন। আর প্রত্যেকেই স্ব স্ব সামর্থ অনুযায়ী সর্বোত্তম জায়গায় নিজের ঘর নির্মাণ করে। অতএব, এখন এই দৃষ্টিতে বুঝিতে চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ্পাক যেখানে তাহার ঘর বানাইয়াছেন ঐ জায়গা হইতে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাময় আর কোন জায়গা হইতে পারে? তাই, সবচেয়ে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশ হইল ঐ পরিবেশ, ঐ প্রতিবেশ, ঐ ভূগোল,

ঐ মানচিত্র এবং ঐ স্থান যেখানে আল্লাহ্‌পাক তাহার মহান মর্যাদা সম্পন্ন ঘর নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন স্থান এই পৃথিবীতে আর হইতে পারে না।

হিজরতের এক কুদ্‌রতী রহস্যঃ

আর একটি বিষয় আল্লাহ্‌পাক মক্কা শরীফে আমার যবানে বয়ান করাইয়াছেন যাহা শুনিয়া মক্কার মাদ্রাসা ছওলাতিয়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা শামীম ছাহেব (রঃ) হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি ইহা আরয করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌পাক সর্বশক্তিমান। নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতার অধিকারী। যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার প্রিয় নবীকে হিজরত করিতে বাধ্য হওয়ার পরিস্থিতি হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। একজন শক্তিশালী ফেরেশতা দ্বারা সমস্ত আবূ-জাহ্‌ল ও আবূলাহাবদিগকে তিনি শায়েস্তা ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিতেন। তবে ত তাহার প্রিয় রাসূলকে আর মক্কা ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু, কুদ্‌রতী ব্যবস্থাপনার এক গভীর রহস্যের অধীনে আল্লাহ্‌পাক তাহার প্রিয় রাসূলকে মক্কা মুকার্‌রামায় না রাখিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় রাখিয়া দিয়াছেন। যাহাতে হাজী সাহেবগণ যখন হজ্জের জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গীত ও নিবেদিত হইয়া থাকিতে পারেন। আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি হৃদয়ের সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা, আবেগ-অনুরাগ ও ভালবাসায় সর্বদা প্রাণ উজাড় করিয়া দিতে পরেন। আবার যখন মদীনা শরীফে যাইবেন তখন প্রাণাধিক প্রিয় নবীজীর প্রতি এবং তাঁহার রওযা মোবারকের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীত ও নিবেদিত-প্রাণ থাকিতে পারেন। সর্বদা প্রাণপ্রিয় নবীজীর প্রতি এবং তাঁহার রওযা মোবারকের প্রতি হৃদয়ের সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা, গভীর অনুরাগ ও ভালবাসায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন। ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াছাল্লাম।।

মোটকথা, মক্কায় অবস্থানকালে কা'বা ও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মদীনায় অবস্থানকালে প্রিয়নবীজী ও পাক রওযার প্রতি অধিকতর ভাবে প্রাণ

উৎসর্গের এক অবারিত সুযোগ ও সহজ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন আল্লাহ্পাক হিজরতের কুদ্‌রতী নেযামের দ্বারা। অন্যথায়, রওযা মোবারকও যদি মক্কা শরীফে হইত তাহা হইলে সেখানে পৌঁছিয়া প্রেমিককুলের প্রাণ সর্বদা খন্ডিত হইতে থাকিত। একমনে-একপ্রাণে একদিকে উৎসর্গীত হওয়া মুশ্‌কিল হইয়া পড়িত অন্তর যেন সর্বদা দুই খন্ড হইয়া থাকিত। কা'বা ঘরের তাওয়াফ কালে হঠাৎ প্রাণে আবেগ জাগিত রওযাশরীফে গিয়া দুরূদ ও সালাম পেশ করিবার জন্য আবার রওযাপাকে দুরূদ ও সালাম পেশ করার সময় হঠাৎ অন্তরে জয্‌বা আসিত আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করার জন্য, মুল্‌তাযামকে বুকে জড়াইয়া ধরার জন্য।

তাই, আল্লাহ্পাক আমাদের হৃদয়কে খন্ড-খন্ড হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন এইভাবে যে, যখন তোমরা মক্কায় থাক তখন আল্লাহ্‌র উপর ও আল্লাহ্‌র ঘরের উপর নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দাও। আবার যখন মদীনায় যাও তখন আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দাও, ভক্তি ও অনুরাগ ভরা প্রাণে তাঁহার দরবারে দুরূদ ও সালাম পেশ কর।

এই বয়ান শুনিয়া মাওলানা শামীম ছাহেব তাঁহার বন্ধুগণকে বলিলেন, জল্‌দি-জল্‌দি ইহা নোট করিয়া নিন। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই রহস্য আমি জীবনে এই প্রথম শুনিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি কোন কিতাবেও ইহা দেখি নাই এবং কাহারও মুখেও শুনি নাই। তখন আমি বলিলাম, ইহা আল্লাহ্‌র ওলীদের জুতা বহনের বরকত। ইহাতে আমার গর্ব বা যোগ্যতার কিছুই নাই। এই অধম অনেক বুযুর্গের দোআ লাভে ধন্য হইয়াছে। তাঁহাদের বহু নেক্ দোআ ও নেক্ নজর পড়িয়াছে অধমের উপর। আল্লাহ্‌র ওলীদের নজর কুকুরের উপরও তো ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আখতারের উপর ত আল্লাহ্‌র ওলীদের অনেক-অনেক নজর পড়িয়াছে।

পরিশেষে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোআ ও মিনতি

এখন দোআ করুন—

* হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনার পরিপূর্ণ মহব্বত দান করুন।

* হে আল্লাহ্ ! আপনার নাম বহুত বড় নাম, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন নাম। আয় আল্লাহ্ ! যত বড় আপনার নাম, সেই পরিমাণে আপনি আমাদের প্রতি আপনার রহ্‌মত বর্ষণ করুন।

* আয় আল্লাহ্! আমাদের দুনিয়াও দুরুস্ত করিয়া দিন, আখেরাতও দুরুস্ত করিয়া দিন।

* আমাদের দুনিয়ার জীবনকেও আপনি সুন্দর ও নির্মল করিয়া দিন, পরকালের জীবনকেও আপনি সুন্দর ও সফল করিয়া দিন।

* আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে, আমাদের সন্তানদিগকে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানাইয়া দিন, ছাহেবে-নেছ্‌বত অর্থাৎ আপনার সহিত গভীর সম্বন্ধওয়ালা করিয়া দিন। আপনার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই তাহাকে সম্বন্ধ নসীব করিয়া দিন। যাহার সম্বন্ধ দুর্বল তাহার সম্বন্ধকে মযবূত করিয়া দিন। যাহার সম্বন্ধ মযবূত উহাকে আরও বেশী মযবূত করিয়া দিন।

* আমাদিগকে, আমাদের সন্তানদিগকে, আমাদের খান্দানকে, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজনদিগকে, আমাদের সকলকে আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিন, সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাইয়া দিন। এবং আমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করিয়া দিন।

* আয় আল্লাহ্! অদ্য এখানে এই পাহাড়ের পাদদেশে যৎকিঞ্চিৎ আপনাকে স্মরণ করা হইয়াছে তাহা কবূল করিয়া নিন এবং পাহাড়ের প্রতিটি বিন্দুকে, গাছপালা সমূহকে, ঘাস-পাতা ও লতা-গুল্মকে কিয়ামত দিবসে আমাদের জন্য সাক্ষী বানাইয়া দিন।

* আমাদের যিকিরকে কবূল করুন। দয়া করিয়া আমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও মাহ্রূম করিবেন না।

* আখতারকে এবং আলেম-গায়রেআলেম সহ সমস্ত হাযিরীনকে ওলীআল্লাহ্ বানাইয়া দিন। আওলিয়ায়ে-সিদ্দীকীনের সর্বোচ্চ মাকাম্ ও সর্বশেষ মর্তবা যাহার পর নবূয়তের মাকাম আরম্ভ হয় —নবূয়ত ত খতম হইয়া গিয়াছে কিন্তু বেলায়েত ত খতম হয় নাই-- আয় আল্লাহ্! আপন দয়ায় আপনি আমাদিগকে আপনার আওলিয়ায়ে-কেরামের সেই সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছাইয়া দিন। কারণ, আপনি কারীম। আর কারীম তাহাকে বলে যে আপন করুণায় নালায়েক এবং অযোগ্যদের প্রতিও দয়া-মেহেরবানী করেন।

* আয় আল্লাহ্ ! আপনার দেওয়ানা মাওলানা রূমী (রঃ) আপনার মর্তবা সম্বন্ধে বলিয়াছেন--

اے زتو کس گشتہ جان ناکسان

دست فضل تست در جانہا رسان

আয় আল্লাহ্! বহু নালায়েক আপনার রহমতের দ্বারা লায়েক হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য গুনাহ্গার আপনার রহ্মতে ওলীআল্লাহ্ হইয়া গিয়াছে। আয় আল্লাহ্! আমরা নালায়েক, আমাদের নালায়েকীর প্রতি রহম্ করুন, আমাদিগকে তওবার তওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে ওলীআল্লাহ্দের আমল-আখলাক, আপনার প্রিয় বান্দাদের যিন্দেগী দান করুন। একটি নিঃশ্বাসও যেন আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে না পারি। এমন নিঃশ্বাস হইতে,এমন মুহূর্ত হইতে আপনার কাছে পানাহ্ চাহিতেছি।

* আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে এমন ঈমান, এমন ইয়াকীন, এমন খওফ্, এমন ভয়-ভক্তি এবং এমন কামেল মহব্বত দান করুন যাহার ফলে আমাদের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত আপনার উপর উৎসর্গীত ও নিবেদিত হইতে পারে এবং এক নিঃশ্বাস, এক মুহূর্তকালও আপনাকে নারাজ না করি।

* আয় আল্লাহ্! (ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত) এই রিইউনিয়নের যমীনে আমাদের

বুযুর্গানের একটি খান্‌কাও আপনি তৈরী করাইয়া দিন। এই বেপর্দা ও উলঙ্গপনার পরিবেশের মধ্য হইতে আপনি অনেক-অনেক ওলীআল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়া দিন-যাহারা মুসলমানদিগকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন।

* আয় আল্লাহ্! অচিরেই যাহারা মরিয়া যাইবে এবং পচিয়া-গলিয়া বিশ্রী-বীভৎস হইয়া যাইবে--- মরণশীল ও পচনশীল ঐসকল লাশের খবীস্ ভালবাসা, কুৎসিত অনুরাগ ও কুরুচি হইতে আমাদের অন্তঃকরণকে আপনি পাক-পবিত্র করিয়া দিন।

* হে আল্লাহ্! হে জান্নাতের স্রষ্টা, হে বিশ্বের সকল লায়লাদের স্রষ্টা, হে সমগ্র জাহানের মাওলা! দুনিয়ার সকল লায়লা, সকল আকর্ষণ ও আকর্ষণকারিণীদিগ হইতে আমাদেরকে বে-নিয়ায, বিমুখ ও নির্মোহ করিয়া দিন। আপনার নৈকট্যের তাজাল্লী আর তাজাল্লীর মধ্যে হামেশা আমাদিগকে মশগুল রাখুন।

* অচিরেই যাহারা মুর্দা-লাশ হইয়া যাইতেছে উহাদের সকল ফাঁদ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। আমাদের অন্তর সমূহকে গায়রুল্লাহ্‌র সকল নাপাকী হইতে পাক করিয়া দিন।

* আমাদিগকে যাকের-শাগেল (আপনার যিকির ও আপনাকে পাওয়ার সাধনায় মশগুল) বানাইয়া দিন।

* আয় আল্লাহ! এই স্বল্পতম সময়ে আমাদের চাহিবার যোগ্য অনেক কিছুই আমরা চাহিতে পারি নাই। চাওয়া ছাড়াই ঐসব কিছুও আপনি আমাদিগকে দান করিয়া দিন। اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا يَا مُعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّا يَا مُحِبَّ التَّوَّابِيْنَ تُبْ عَلَيْنَا

আয় আল্লাহ্! আপনার নিকট আমরা ঐ সকল মঙ্গলকর বিষয়াদি প্রার্থনা করিতেছি- আপনার নিকট যে সকল বিষয়াদির প্রার্থনা করিয়াছিলেন আপনারই বিশিষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। এবং আমরা আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি ঐসকল অনিষ্টকর ও অমঙ্গলকর বিষয়াদি হইতে যাহা হইতে আপনার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছেন আপনার বিশিষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। একমাত্র আপনিই আমাদের সাহায্য প্রার্থনাস্থল। এবং একমাত্র আপনিই আমাদের ফরিয়াদে সাড়া দানকারী-আমাদের প্রার্থনা কবূলকারী। আপনার তওফীক ও সাহায্য ব্যতীত নিজ বাহুবলে আমরা না গুনাহ্ হইতে বাঁচিতে পারি, না নেক্ কাজ করিবার ক্ষমতা রাখি।

— আয় আল্লাহ্ ! আপনিই মোমেনদের শেষ আশা-ভরসা। আপনি যদি আমাদের আশা সমূহ পূরা না করেন তবে আর কে আছে যে আমাদের আশা পূরা করিয়া দিবে। আয় আল্লাহ্ ! আমদিগকে নফ্ছ ও শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া একশত ভাগের একশত ভাগ আপনার দাসত্ব' আপনার আনুগত্য করার গৌরব প্রদান করুন। এবং আপনার ওলীদের জীবনধারা দ্বারা আমাদিগকে ধন্য করুন। আয় আল্লাহ্! এই এজতেমাকে কবূল করুন। এজ্‌তেমার স্থানকে কবূল করুন। এজ্‌তেমাকারী , এজ্‌তেমার উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাকারীদিগকেও কবূল করুন। এজ্‌তেমায় অংশগ্রহণকারীদিগকে কবূল করুন। যে শুনাইয়াছে তাহাকেও কবূল করুন। যাহারা শুনিয়াছেন তাহাদিগকেও কবল করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ
خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

তামাম শোদ

আল্লাহ্‌র মহব্বত ও মা'রেফাত অবলম্বনে আবদুল মতীন বিন হুসাইনের কতিপয় ছন্দমালা

সাধ খুনিয়া শাহাদত

কলিজার রক্ত বিনে
যায় কি তারে পাওয়া ?
কলিজার রক্ত ছাড়া
দেয় কি সুরা, মেওয়া?
আশেকের এশ্‌ক কাঁচা
রক্ত ঝরান্ ছাড়া
জীবনের নক্‌শা কাঁচা
অশ্রু ঝরান ছাড়া।
শোণিতের স্রোত হেরিয়া
নদে উঠে জোশ্.
মিনতির অশ্রু ফোঁটায়
মাওলা বড় খোশ্।
যাহার ধন তাহার হাতে
পৌঁছে তুমি দাও
বেহেশতের কুঞ্জি তুমি
আপন হাতে লও।
রক্ত নয়; শক্ত পদে
ধর তাহার পথ
মনের কুচ্ সাধ খুনিয়া
লওনা শাহাদত।
সাথীকে সাথী বানাও
জ্বালাও প্রাণে বাতি
অরাতী রাতারাতি
হবে প্রাণসাথী।

আসমানী

এই যমীনে হাসি খেলি
আসমানে রই সদা
জিজ্ঞাসিও আমার কাছে
কোথায় থাকেন খোদা।
বিনা তারে কথা বলি
বিনা সূতায় বাঁধা
ব্যথাভরা মনো বিনে
দেখবি এসব ধাঁ ধাঁ।
হাঁসা-হাঁসির হাসা-হাসি
দেখলে আমি হাসি
ওদের এই হাসা হাসি
নয়কো মিছামিছি।
কোকিলের কুহু কুহু
ওরে উহু উহু!
শুনিয়া হৃদয় মম
বনে লহু লহু।
আহা এই নিঝুম নিশি
পাখীর ডাকাডাকি
কিসের এই কিচির মিচির
কিসের মাখামাখি ?
বুলবুলির ফুলোবনের
গান শুনিয়া কেউ
বোঝ কি শুনি আমি
কোন্ সে গানের ঢেউ ?
পরমের কলকাকলি